শ্রীঃ।

তন্ত্র-কল্পদ্রুমঃ।

সানুবাদ-ভৈরবপঞ্চাঙ্গ-ধনদামন্ত্র প্রয়োগাত্মকঃ।

চতুর্থ খণ্ডঃ।

কলিকাতা রাজধান্যন্তর্গত-শ্যামপুষ্করিণী-নিবাসি-

শ্রীনীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীতঃ

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন দ্বারা

সংশোধিতশ্চ।

ঘোরেঽস্মিন্ দুর্বতিক্রমে কলিযুগেঽহবশোঽদ্ভবে সম্ভবঃ
লব্ধা কর্ম্মবশেন মানবকুলে ভাগ্যৈস্ত্রিভিস্তাপিতাঃ।
যে বাঞ্ছন্তি সুদুর্লভং খলু চতুর্ব্বর্গং ফলং কল্পনা
তৈঃ শশ্বৎ পরিষেব্যতামযমহো শ্রীতন্ত্র-কল্পদ্রুমঃ॥

CALCUTTA :

Published by Sreemati B. M. Devi. "Ta tra-Pr
6/3, Ramdha Mittra's St

Registered ... A

1899.

বিজ্ঞাপন।

তন্ত্রকল্পদ্রুমঃ।
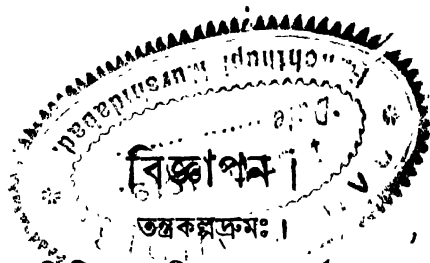
১। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। অধিকাংশ গ্রাহকের অনুরোধে দ্বিতীয় খণ্ড হইতে সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইতেছে।

২। এই গ্রন্থ আনুমানিক ১০০ ফর্ম্মায় ১০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু প্রত্যেক খণ্ড স্বতঃ সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য আপাততঃ কাপড়ে বাঁধা ১৬৲ টাকা, এবং কাগজে বাঁধা ১২৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছি। যাঁহারা এক্ষণে ১২৲ টাকা কিম্বা ৯৲ টাকা দিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা আপাততঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড পাইবেন। পরে ৪৲ টাকা কিম্বা ৩৲ টাকা দিলে ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম খণ্ড পাইবেন। গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য শেষ হইলে ২৫৲ টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।

৩। কলিকাতাবাসী গ্রাহকগণ আমার স্বাক্ষরিত (Nilkamal Banerjee or in his ablence from Calcutta, Kalikrishna Banerjee agent); চেকরশীদ ও হাতচিঠা না পাইলে কাহাকেও টাকা দিবেন না, এবং যে খণ্ড পাইবেন ও যত টাকা দিবেন, তাহা হাতচিঠায় তুলিয়া দিতে ভুলিবেন না। ইহার অন্যথা করিলে ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৪। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে সমস্ত খণ্ডই লইতে হইবে। গ্রন্থ ফেরত লওয়া হইবে না।

৫। মফস্বলস্থ গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ পোষ্টে পুস্তক পাঠাইব। তাহাতে তাঁহাদের টাকা জমা ও পুস্তকপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনরূপ গোলযোগ ঘটিবে না। অথবা আমার নামে মণিঅর্ডার করিয়া অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে যথাসময়ে পুস্তক পাইবেন এবং সেই মণিঅর্ডারের রশীদই আমার মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকারের রশীদ বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। ভক্তগণের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা সামান্য অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া এই অসামান্য গ্রন্থের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাকে উৎসাহিত ও চরিতার্থ করেন।

তন্ত্র-প্রকাশ কার্য্যালয়। ৬। ৩ নং রামধন মিত্রের লেন শ্যামপুকুর, কলিকাতা।	নিবেদক শ্রীনীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক।

আমাদিগের পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণের নাম।

১। দ্বারবঙ্গ মহারাজ পিতৃব্য পরমধার্ম্মিক শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদত্ত সিংহ। মধুবনী, জেলা দরভাঙ্গা।

২। শ্রীলশ্রীযুক্ত দ্বারবঙ্গাধিপতি মহারাজ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর।

৩। দ্বারবঙ্গ রাজবংশোদ্ভব শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু একরাদেশ্বর সিংহ। বরগোড়িয়া, মধুবন্নী।

৪। দ্বারবঙ্গ রাজবংশোদ্ভব শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞাননাথ ঝা। পাহিটোল, মধুবনী।

৫। শ্রীলশ্রীযুক্ত স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, কে সি এস্ আই। কলিকাতা।

৬। শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর। মুক্তাগাছা। ময়মনসিংহ।

৭। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, জমিদার। টাকী-শ্রীপুর।

৮। শ্রীযুক্ত বাবু পুলিন বিহারী রায় মহাশয় জমিদার, নড়াইল, যশোহর।

৯। শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় মহাশয়; জমিদার, নড়াইল, যশোহর।

১০। শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী; মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

১১। শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষদাদাস মিত্র। চৌখাম্বা, কাশী।

১২। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু। ঐ ঐ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

তন্ত্রকল্পদ্রুমঃ।

চতুর্থ খণ্ডঃ।

অথ স্বর্ণাকর্ষণভৈরবপঞ্চাঙ্গ প্রারম্ভঃ।

শ্রীশিব উবাচ।

অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রং স্বর্ণাকর্ষণভৈরবং। নত্বাহং পদ্মনিলয়ং শিবশক্ত্যাত্মকং মহৎ ॥ ১ ॥ যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ স্বর্ণসিদ্ধী-শ্বরো ভবেৎ। শান্তিকং পৌষ্টিকং চৈব বশ্যাকর্ষণমোহনং ॥২॥ মারণোচ্চাটনং দ্বেষঃ স্তম্ভনঞ্চ প্রশস্যতে। এবং ক্রমেণ দেবেশি মন্ত্রোদ্ধারক্রমং শৃণু ॥ ৩ ॥ প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য বাগ্‌ভবং তদনন্তরং। ভূকামং চ ত্রয়ং মায়াবীজত্রয়সমন্বিতং ॥ ৪ ॥ সংবীজং চৈব বংবীজমাপদুদ্ধারণায় চ। অজামলবদ্ধায় বৈ পদং ব্রূয়াত্ততঃপরং ॥ ৫ ॥ মম দারিদ্র্যদ্বেষণায় ব্রূয়াচ্চ ততঃপরং। ওঁ শ্রীমহাভৈরবায় নমোহন্তো মন্ত্র ঈরিতঃ ॥ ৬ ॥ লোকেশ্বরায় পশ্চাৎ স্বর্ণাকর্ষণভৈরবায়। এবং মন্ত্রং তথারত্য

শিব বলিলেন। আমি মহৎ পুরুষ প্রকৃত্যাত্মক নারায়ণকে নমস্কার করিয়া স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের মহামন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহার বিজ্ঞানমাত্রে অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিলে ধন প্রাপ্তি হয় এবং শান্তি, পুষ্টি, বশীকরণ, আকর্ষণ, মোহন, মারণ, উচ্চাটন, বি

অষ্টপঞ্চদশাক্ষরৈঃ॥ ৭॥ প্রকাশম্। ওঁ ঐঁ লং ক্লাঁ ক্লীঁ ক্লূঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ সং বং আপদুদ্ধারণায় অজামলবদ্ধায় মম দারিদ্র্য-দ্বেষণায় ওঁ শ্রীমহাভৈরবায় নমঃ লোকেশ্বরায় স্বর্ণাকর্ষণভৈর-বায়॥ অস্যর্ষিরীশ্বরঃ প্রোক্তঃ ছন্দঃ পংক্তিরুদীরিতং। দেবতা শ্রীমহাদেবঃ স্বর্ণাকর্ষণভৈরবঃ॥ ৮॥ হ্রাঁ বীজং হ্রীঁ শক্তিঃ স্যাৎ হ্রূঁ চ কীলক মেব চ। দারিদ্র্যনাশনার্থে চ বিনিয়োগোঽস্য ভাবনা॥ ৯॥ কুর্য্যান্মূলমনোর্বর্ণত্রিতয়েনাঙ্গকল্পনং। অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি ভক্তাভীষ্টপ্রদায়কং॥ ১০॥ মাণিক্যদ্রুমকল্পমূল-ভবনে মাণিক্যসিংহাসনে। দিব্যাঙ্গীকরহেমচম্পকরুচা দেব্যা সমালিঙ্গিতঃ॥ ১১॥ ভক্তেভ্যঃ করহেমপাত্রভরিতং স্বর্ণং দধানো ভৃশং। স্বর্ণাকর্ষণভৈরবো বিজয়তে স্বর্গাপবর্গৈক ভূঃ॥১২॥ এবং ধ্যায়ন্মহেশানি অযুতং প্রজপেন্মনুং। দশাংশং হোময়েৎ

স্তম্ভনও হয়॥ মন্ত্রঃ—ওঁ ঐঁ লং ক্লাঁ ক্লীঁ ক্লূঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ সং বং আপদুদ্ধারণায় অজামলবদ্ধায় মম দারিদ্র্য দ্বেষণায় ওঁ শ্রীমহাভৈরবায় নমঃ লোকেশ্বরায় স্বর্ণাকর্ষণভৈরবায় ৫ × ১০ × ৮ = ৫৮ এই ৫৮ অক্ষরী মন্ত্র॥ ইহার ঋষি ঈশ্বর, ছন্দপংক্তি, দেবতা মহাদেব স্বর্ণা-কর্ষণভৈরব॥ ১—৮॥ বীজ হ্রাঁ, শক্তি হ্রীঁ, কীলক হ্রূঁ, দারিদ্র্যনাশে প্রয়োগ॥ ৯॥ উক্ত ত্র্যবয়ব মন্ত্রদ্বারা দেবের অঙ্গকল্পনা অর্থাৎ ধ্যান করিবে॥ অনন্তর ভক্তের অভীষ্টদায়ক ধ্যান কহিতেছি॥১০॥ মাণিক্যের কল্পবৃক্ষ মূলস্থ ভবনে মাণিক্যের সিংহাসনে চার্ব্বঙ্গী কর-দ্বারা সুন্দর সুবর্ণ চম্পকধারিণী দেবী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ভক্তদিগকে প্রদান করিবার জন্য হস্তে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ সুবর্ণের পাত্রধারী স্বর্গ ও মোক্ষের একমাত্র ফলদায়ক স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরব বিরাজ করিতেছেন॥ ১২॥ হে মহেশ্বরি! এইরূপ ধ্যান করিয়া দশসহস্র মূলমন্ত্র জপ

পশ্চাৎ তর্পয়েচ্চ দশাংশতঃ ॥ ১৩ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চান্মন্ত্রসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ। অথ পূজাক্রমং বক্ষ্যে সাধকানাং হিতায় চ ॥ ১৪ ॥ স্বাত্মনঃ পুরতো ভাগং গোময়েনোপলিপ্য চ। অথ ত্রিকোণমালিখ্য তন্মধ্যে কর্ণিকাযুতং ॥ ১৫ ॥ ষট্-কোণান্তং সুবৃত্তঞ্চ লিখেৎ পদ্মদলাষ্টকং। তদ্বহিশ্চতুরস্রং স্যাদেবং মন্ত্রাসনং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ কর্ণিকায়াং যজেদ্দেবং স্বর্ণাকর্ষণভৈরবং। পূজয়েদক্ষতৈর্গন্ধৈঃ পুষ্পধূপৈশ্চ দীপকৈঃ ॥ ১৭ ॥ ততস্তদাজ্ঞাং সংপ্রাপ্য যজেদাবরণং ক্রমাৎ। ত্রিকোণ-মর্চ্চয়েদ্গন্ধাক্ষতপুষ্পোদকাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥ ভুবনেশীং চাগ্নি-কোণে দক্ষে সব্যে চ ভূশ্রিয়ৌ। ষট্কোণাগ্রে যজেৎ পূর্ব্বং কোণাদ্যেরঙ্গষট্ককং ॥ ১৯ ॥ অষ্টারেষু চ দেবেশি অসিতা-

করিবে; তৎপরে সহস্র হোম এবং একশত তর্পণ করিবে ॥১৩॥ তদনন্তর ব্রাহ্মণভোজন করাইবে তাহা হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই; অতঃপর সাধকদিগের হিতের জন্য পূজার পদ্ধতি বলিতেছি ॥ ১৪ ॥ সাধক আপনার সম্মুখস্থ স্থান গোময় দিয়া শুদ্ধ করিয়া সেই স্থানে নিম্নলিখিত যন্ত্র অঙ্কিত করিবে; একটী ত্রিকোণ, তন্মধ্যে একটী শূন্য ॥ ১৫ ॥ ত্রিকোণের বাহিরে ষট্কোণ, তাহার বাহিরে একটী বৃত্ত অর্থাৎ গোলরেখা, তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্ম, তাহার বাহিরে আবার অষ্টদল, তাহার বাহিরে চতুরস্র, অর্থাৎ চতুষ্কোণ এবং চতু-র্দ্বারযুক্ত চক্র, এইরূপ মন্ত্রের আসন অর্থাৎ যন্ত্র হইবে ॥ ১৬ ॥ কর্ণি-কাতে স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবদেবের পূজা করিবে; আতপতণ্ডুল গন্ধপুষ্প ধূপদীপ দিয়া পূজা করিবে ॥ ১৭ ॥ তদনন্তর তাঁহার অনুমতি লইয়া ক্রমে ক্রমে আবরণ দেবতাদিগের পূজা করিবে; গন্ধপুষ্প আ- তণ্ডুল এবং জল প্রভৃতির দ্বারা ত্রিকোণ পূজা করিবে। ১৮॥ ভু[illegible]-

ঙ্গাদিভৈরবান্। তদ্বহিশ্চাষ্টপত্রেষু ব্রাহ্ম্যাদ্যামাতৃকা যজেৎ॥ ২০॥ তদ্বহিশ্চতুরস্রেষু লোকপালান্ প্রপূজয়েৎ। এবং ক্রমেণ দেবেশি পূজয়েন্নিত্যযত্নতঃ॥ ২১॥ ততঃস্ব মূর্দ্ধ্নি দেবেশি চার্চ্চয়েদ্গুরুপাদুকাং। পূজনার্থমথো কুর্য্যা দর্ঘ্যপাত্রাদিসাধনম্॥ ২২॥ সাধারং শালিকং পাত্রং সদ্বিতীয়মনুক্রমাৎ। অমৃতেশীং চ তন্মধ্যে অকথাদিত্রয়ত্রিকং॥ ২৩॥ নবাত্মানন্দমিথুনং তন্মধ্যাদমৃতং মনুং। দ্রব্যসংস্কারমন্ত্রশ্চ সহাক্ষমালাদ্বয়ং তথা আনন্দভৈরবায় নমঃ সহাক্ষমালোবরয়াং সুধাদেব্যৈ বৌষট্॥ ইতি মন্ত্রদ্বয়ং দেবি অমৃতীকরণং ভবেৎ॥ ২৪॥

কোণে ভুবনেশ্বরীর, দক্ষিণে অর্থাৎ ঈশানকোণে লক্ষ্মীর এবং বামে অর্থাৎ বায়ুকোণে সরস্বতীর পূজা করিবে; ষট্‌কোণে অঙ্গ দেবতাদিগের পূজা করিবে॥ ১৯॥ হে দেবি! অষ্ট আরে অর্থাৎ ভিতরের অষ্টদলে অসিতাঙ্গ প্রভৃতি ভৈরবদিগের এবং তাহার বাহিরের অষ্ট পত্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাদিগের পূজা করিবে॥ ২০॥ তাহার বাহিরে চতুরস্রে ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালদিগের পূজা করিবে; এইরূপে প্রতিদিন যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে॥ ২১॥ তৎপরে সাধক আপনার মস্তকের উপরে গুরুপাদুকার পূজা করিবে; তদনন্তর পূজার জন্য অর্ঘ্যপাত্রাদি স্থাপন করিবে॥ ২২॥ সামান্যার্ঘ্য (১) শালিতণ্ডুলের পূর্ণপাত্র (২) বিশেষার্ঘ্য (৩) মদ্য (৪) মাংস (৫) মৎস্য (৬) মুদ্রা (৭) শক্তি (৮) আনন্দভৈরবএবং আনন্দভৈরবীর (৯) এই নয়টী পাত্র দ্বিতীয় খণ্ডের ভৈরবী চক্রোক্ত রীত্যনুসারে স্থাপিত করিয়া মদ্যপাত্রে অমৃতীকরণ করিবে এবং তন্মধ্যে অকথাদি ত্রিকোণ [illegible] অ—ঃএই ১৬ অক্ষর ১ রেখায়, ক—ত এই ১৬ অক্ষর দ্বিতীয় রেখায় এবং থ—স এই ১৬ অক্ষর তৃতীয় রেখায় লিখিয়া

অন্তেঽমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতস্রাবিণি অমৃতং হ্যাকর্ষয়াকর্ষয় সাং সীং সূং অমৃতেশ্বরি স্বাহা॥ পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বিন্দুভিশ্চাষ্টবারকৈঃ ॥ ২৫ ॥ তদ্বিন্দুগন্ধপুষ্পৈশ্চ মূলমন্ত্রমনুক্রমাৎ। অর্চ্চয়েৎ কর্ণিকামধ্যে স্বর্ণাকর্ষণভৈরবং ॥ ২৬ ॥ সশক্তিকং যজেৎ পশ্চাৎ পাত্রহেমং মহেশ্বরং। সর্ব্বাভরণসম্পন্নং মুক্তাহারোপশোভিতং ॥ ২৭ ॥ মদোন্মত্তং সুখাসীনং ভক্তানাং বরদায়কং। এবং ক্রমেণ দেবেশি যজেদাবরণং ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥ গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপৈর্দীপালিপিশিতাদিভিঃ ॥ ২৯ ॥ পক্কৈর্ভক্ষ্যৈশ্চ ভোজ্যাদ্যৈশ্চরুকৈশ্চণকাদিভিঃ। নৈবেদ্যং চ কুলেশানি ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৩০ ॥ অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যথা বিভববিস্তরং।

মধ্যে হ ক্ষ লিখিবে॥ সহাক্ষমালালয়ং আনন্দভৈরবায় নমঃ। ১। সহাক্ষমালোবরয়ীং সুধাদেব্যৈ বৌষট্॥ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতস্রাবিণি অমৃতং হ্যাকর্ষয়াকর্ষয় সাং সীং সূং অমৃতেশ্বরি স্বাহা।২। এই দুইটী অমৃতীকরণমন্ত্র॥ গন্ধপুষ্প প্রভৃতি এবং অমৃত অর্থাৎ সংস্কৃত মদ্যবিন্দু দ্বারা অষ্টদলে অষ্ট অঙ্গদেবতাদিগের আটবার পূজা করিবে॥ ২৩-২৪-২৫॥ ঐ সকল দ্রব্য এবং মূলমন্ত্রদ্বারা কর্ণিকার মধ্যে স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের পূজা করিবে॥ ২৬॥ তৎপরে সুবর্ণপাত্র, সকল প্রকার অলঙ্কার এবং মুক্তার হারদ্বারা সুশোভিত, মদোন্মত্ত, সুখে উপবিষ্ট, ভক্তদিগের বরদাতা, শক্তির সহিত মহেশ্বরের পূজা করিবে॥ ২৭॥ এইরূপে ক্রমে ক্রমে আবরণ দেবতাদিগের পূজা করিবে॥ ২৮॥ গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ মদ্য মাংস প্রভৃতি দ্বারা॥ ২৯॥ পক্কান্ন ভক্ষ্যভোজ্য পরমান্ন ছোলা নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা ষোড়শোপচারে॥ ৩০॥ অনন্তর যথাসাধ্য হোমের বিষয় বলিতেছি; পণ্ডিত-

মণ্ডপস্যোত্তরে ভাগে মণ্ডলং কারয়েদ্বুধঃ ॥ ৩১ ॥ স্থণ্ডিলে বাথ কুণ্ডে বা প্রোক্ষয়েদ্গন্ধবারিণা। তন্মধ্যে স্থাপয়েদগ্নিং বিশ্বাদিং বিশ্বতো মুখং ॥৩২॥ স্বাত্মানং গন্ধপুষ্পাদ্যৈরলঙ্কৃত্য চ সাধকঃ। মূলাধারগতং বিশ্বমুখং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ ॥ ৩৩ ॥ অণ্ডরূপে নির্গ-ময্য বহ্ন্নাসাপুটাধ্বনা। সংসাধ্যাজ্যং দক্ষহস্তে কৃত্বা ব্রহ্মা-গ্নিনা সহ। তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবং স্বর্ণাকর্ষণভৈরবং ॥ ৩৪ ॥ স্থাপয়েৎ পুরতোঃ দেবি শালিকং পাত্রমুত্তমং। আজ্যপাত্রং

ব্যক্তি মণ্ডপের উত্তরাংশে মণ্ডল, স্থণ্ডিল, অথবা কুণ্ড করিয়া তাহাতে চন্দন এবং জলের ছিটা দিয়া তন্মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের আদি এবং মুখস্বরূপ অগ্নি রাখিবে ॥ ৩২ ॥ সাধক আপনাকেও গন্ধপুষ্প প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করিয়া বিশ্বমুখ মন্ত্র অর্থাৎ অগ্নিবীজ রং উচ্চারণ করিতে করিতে হোমের ঘৃতের সহিত পূরক কুম্ভক রেচকদ্বারা মূলাধার চক্রস্থ ব্রহ্মাগ্নির সংযোগ করিবে। করিবার রীতি এইরূপ :— দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট অবরুদ্ধ করিয়া বাম-নাসাপুট দ্বারা ধীরে ধীরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে "হংসঃ" ১৬ বার জপ করিয়া কনিষ্ঠা এবং অনামিকা অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা বামনাসাপুট বন্ধ করিয়া কুম্ভক, পূর্ণকুম্ভের জল যেমন টল টল করে না স্থির থাকে সেইরূপ প্রাণবায়ুকে স্থির করিয়া উক্ত মন্ত্র ৬৪ বার জপ করিয়া, দক্ষিণহস্ত ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ করতলে ঘৃতের পাত্র লইয়া বামাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বামনাসাপুট টিপিয়া ধরিয়া "রং" এই অগ্নিবীজ ৩২ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুটদ্বারা ধীরে ধীরে সেই ঘৃতের উপরে নিশ্বাস ত্যাগ করিবে; এবং তন্মধ্যে স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের আবির্ভাব হইতেছে এইরূপ ভাবিবে। কিন্তু যখন যে নাসাপুটে নিশ্বাস চলিবে তখন সেই নাসাপুটদ্বারা ঘৃতে নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। এক এক ঘণ্টা

তথা বামে স্থাপয়েৎ কর্ম্মসাধনং ॥ ৩৫ ॥ কুণ্ডং সংপূজ্য যত্নেন জুহুয়াচ্চ যথা ক্রমং। মূলমন্ত্রেণ জুহুয়াদ্দ্রব্যশুদ্ধিপুরঃসরং ॥ ৩৬ ॥ আজ্যাহুতিং যথা শক্ত্যা জুহুয়াৎ পায়সং ততঃ। করবীরৈর্জাতিপুষ্পৈর্জবাদাড়িমসম্ভবৈঃ ॥ ৩৭ ॥ রক্তপ্রসূনৈর্জুহুয়াৎ সৌভাগ্যং নিধিমশ্নুতে। শুদ্ধদ্রব্যেণ জুহুয়াল্লভতে সকলং ফলম্ ॥ ৩৮ ॥ আজ্যঞ্চ জুহুয়াদ্দেবি ঐহিকামুষ্মিকং ফলম্। মন্ত্রসিদ্ধিঞ্চ লভতে চন্দনাদিধনৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৩৯ ॥ পূর্ণাহুতিং ততঃ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ। পুনরগ্নিং সমাকৃষ্য বহ্নিনাসাপুটেন তু ॥ ৪০ ॥ মূলাগ্নিনা চ সংযোজ্য স্মরেচ্চিৎ পাবকং স্থিরং। সমাপ্য তং স্বয়ং মন্ত্রী কুর্য্যান্ন্যাসং ষড়ঙ্গকং ॥ ৪১ ॥

এক এক নাসাপুটে নিশ্বাস বয় ; এক ঘণ্টা অন্তর বাম দক্ষিণে ও তিথিভেদে নিশ্বাস পড়িতে থাকে ; স্বরোদয়শাস্ত্রে ইহার বিবরণ আছে ॥ ৩২—৩৪ ॥ সম্মুখে পূর্ণপাত্র এবং বামে ঘৃতের পাত্র রাখিবে ॥ ৩৫ ॥ যত্নপূর্ব্বক কুণ্ডের পূজা করিয়া দ্রব্যশুদ্ধিপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে ক্রমে ক্রমে হোম করিবে ॥ ৩৬ ॥ ঘৃতের হোম করিয়া পায়সের হোম করিবে ; করবীর, মালতী, জবা, ডালিমফুল, কিম্বা রক্তবর্ণ পুষ্প দিয়া হোম করিলে, সৌভাগ্য এবং ধন প্রাপ্তি হয় ; শুদ্ধদ্রব্যের অর্থাৎ শোধিত মদ্যের হোম করিলে সকল ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৭-৩৮ চন্দনাদি কাষ্ঠের অগ্নিতে ঘৃতের হোম করিলে ঐহিক এবং পারলৌকিক ফল হয় এবং মন্ত্রসিদ্ধি হয় ॥ ৩৯ ॥ তদনন্তর মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া যে নাসাপুটে নিশ্বাস চলিতেছে সেই নাসাপুট দ্বারা অগ্নির তেজ আকর্ষণ করিয়া মূলাধার চক্রস্থ অগ্নির সহিত সংযোগ করিয়া দেহের অন্তরস্থ ব্রহ্মাগ্নির চিন্তা করিবে ; সাধক স্বয়ং তাহা সমাধা করিয়া

পুনরাগত্য দেবেশি বদ্ধাসনং সমং ততঃ। ধ্যায়েদ্দেবং পরানন্দং স্বর্ণাকর্ষণভৈরবং ॥ ৪২ ॥ মূলমন্ত্রেণ গন্ধাদ্যৈ পুষ্পাঞ্জলিং সমর্পণং। স্বাসনং গন্ধপুষ্পাদ্যৈরলঙ্কৃত্যসশক্তিকঃ ॥ ৪৩ ॥ পূর্ণপাত্রং করে কৃত্বা স্মরেদানন্দভৈরবং। স্বশক্তিং বিনিবেদ্যাদৌ তংস্বীকুর্য্যাৎ সুখী ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥ যথাশান্তি(শক্তি)মূলমন্ত্রজপং কৃত্বাথ বিন্যসেৎ। স্তোত্রৈর্বহুবিধৈঃস্তুত্বা 'ক্ষমস্বেতি সমুচ্চরন্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উমামহেশ্বর সংবাদে স্বর্ণাকর্ষণভৈরব পটলং সম্পূর্ণম্।

ষড়ঙ্গন্যাস করিবে ॥ ৪০—৪১ ॥ তদনন্তর বদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরমানন্দ স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের ধ্যান করিবে ॥ ৪২ ॥ মূলমন্ত্রে গন্ধপুষ্প প্রভৃতি লইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া স্বীয় আসনে গন্ধপুষ্প ইত্যাদি দিয়া স্বীয়া শক্তির সহিত পূর্ণপাত্র হস্তে লইয়া আনন্দভৈরবকে স্মরণ করিবে ; তৎপরে স্বকীয়া শক্তিকে নিবেদিত দ্রব্যাদি প্রথমতঃ দিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ এবং ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া বহুবিধ স্তোত্র পাঠ দ্বারা স্বণাকর্ষণভৈরবকে তুষ্ট করিয়া "ক্ষমস্ব" অর্থাৎ ত্রুটি ক্ষমা কর বলিবে ॥ ৪৫ ॥

ইতি রুদ্রযামলতন্ত্রে উমা এবং মহেশ্বরের প্রশ্নোত্তরে স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ স্বর্ণাকর্ষণ-ভৈরব পদ্ধতিঃ ॥

শিব উবাচ ॥ প্রাতরুত্থায় দেবেশি গুরুস্মরণপূর্ব্বকং। পশ্চাত্তু সাধকো ভক্তি-পূর্ব্বকং ভৈরবং ধ্যায়েৎ ॥ ওঁ অস্য শ্রীস্বর্ণাকর্ষণ-ভৈরবমন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ হরিহর-ব্রহ্মাত্মক স্বর্ণাকর্ষণ-ভৈরবো দেবতা হ্রীঁ বীজং সঃ শক্তিঃ বং কীলকং স্বর্ণাকর্ষণ প্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং। ওঁ ঐঁ তর্জনীভ্যাং। ওঁ ক্লাং হ্রাঁ মধ্যমাভ্যাং। ওঁ ক্লীঁ হ্রীঁ অনামিকাভ্যাং ॥ ওঁ ক্লূঁ হ্রূঁ কনিষ্ঠিকাভ্যাং ॥ ওঁ সঃ বং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ॥ ওঁ আপদুদ্ধারণায় হৃদয়ে। ওঁ অজামলবদ্ধায় শিরসি। ওঁ লোকেশ্বরায় শিখায়ৈ। ওঁ স্বর্ণাকর্ষণভৈরবায় কবচায়। ওঁ মম দারিদ্র বিদ্বেষণায় নেত্রত্রয়ায়।

শিব বলিলেন। হে দেবি সাধক প্রাতঃকালে গুরুর স্মরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভৈরবের ধ্যান করিবে। ওঁ অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! এই স্বর্ণাকর্ষণ ভৈবব মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, হরি-হর-ব্রহ্মাত্মক স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরব দেবতা, হ্রীং বীজ, সঃ শক্তি, বং কীলক, স্বর্ণাকষণ ভৈরবের প্রসন্নতা সিদ্ধির জন্য জপে বিনি-য়োগ। ওঁ ওঁ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে নমঃ। ওঁ ঐং তর্জনীদ্বয়ে নমঃ। ওঁ ক্লাং হ্রাং মধ্যমাদ্বয়ে নমঃ। ওঁ ক্লীং হ্রীং অনামিকাদ্বয়ে নমঃ। ওঁ ক্লূঁ হ্রূঁ কনিষ্ঠাদ্বয়ে নমঃ। ওঁ সঃ বং করতল পৃষ্ঠদ্বয়ে নমঃ। হৃদয়ে ওঁ আপদুদ্ধারণায় নমঃ। শিরে ওঁ অজামলবদ্ধায় নমঃ। শিখায় ওঁ লোকেশ্বরায় নমঃ। কবচে ওঁ স্বর্ণাকর্ষণ ভৈববায় নমঃ।

ওঁ শ্রীমহাভৈরবায় নমঃ অস্ত্রায়॥ রং রং রং তেজোজ্বলৎ প্রকাশ্যায় নমঃ॥ ধ্যানম্॥ পীতবর্ণং চতুর্বাহুং ত্রিনেত্রং পীত-বাসসং। অক্ষয়ং স্বর্ণমাণিক্য তড়িৎ স্ফুরিত পাত্রকং। অভীপ্সিত মহাশূলং চামরং তোমরদ্বয়ং। সততং চিন্তয়েদ্দেবং ভৈরবং সর্ব্বসিদ্ধিদং॥ দশধা মূলং প্রজপ্য॥ প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং প্রতিমন্ত্রেণ সংযমী। সমর্প্য স্নানসন্ধ্যাশ্চ জপ-তর্পণকর্ম্ম চ। পশুভির্বিমুখো ভূত্বা জপমণ্ডপমাবিশেৎ॥ মণ্ডপদ্বারি দক্ষিণশাখায়াং গং গণপতয়ে নমঃ। ওঁ দুং দুর্গায়ৈ নমঃ॥ বামশাখায়াং বং বটুকায় নমঃ। ক্ষং ক্ষেত্রপালায় নমঃ॥ দ্বারোপরি ওঁ সং সরস্বত্যৈ নমঃ। গং গঙ্গায়ৈ নমঃ। যং যমুনায়ৈ নমঃ॥ ইতি দ্বারপূজা॥

নেত্রত্রয়ে ওঁ মম দারিদ্র বিদ্বেষণায় নমঃ। মস্তকের চতুর্দ্দিকে ওঁ শ্রীমহাভৈরবায় নমঃ। রং রং রং তেজোজ্বলৎ প্রকাশায় নমঃ॥

ধ্যান। তাঁহার পীতবর্ণ, চারি হস্ত, তিন চক্ষু, পীত বস্ত্র। তিনি অশেষ স্বর্ণ এবং মাণিক্যপূর্ণ স্ফুরিত বিদ্যুৎ-প্রভাপাত্র বিশিষ্ট। অভিলষিত মহাশূল চামর এবং তোমরদ্বয় ধারী, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভৈরবকে সদা ধ্যান করিবে॥ সাধক ১০ বার মূল মন্ত্র জপ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের ৪০।৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত “প্রাতঃপ্রভৃতি সায়ান্তং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জপ সমর্পণানন্তর স্নান-সন্ধ্যা-জপ-তর্পণ করিয়া পশুদিগের প্রতি বিমুখ হইয়া জপ-মণ্ডপে প্রবেশ করিবে॥ মণ্ডপদ্বারের দক্ষিণ শাখায় গং গণপতয়ে নমঃ। ওঁ দুং দুর্গায়ৈ নমঃ॥ বাম শাখায় বং বটু-কায় নমঃ। ক্ষং ক্ষেত্রপালায় নমঃ॥ উপরে ওঁ সং সরস্বত্যৈ নমঃ। গং গঙ্গায়ৈ নমঃ॥ যং যমুনায়ৈ নমঃ॥ ইতি দ্বার পূজা॥ শুদ্ধাসনে উপ-

শুদ্ধাসনে উপবিশ্য ভূতশুদ্ধিং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং মাতৃকান্যাসং কুর্য্যাৎ। মূল মন্ত্রেণ ন্যাসং বিধায় পূজামারভেত। ততশ্চ দক্ষিণে ভাগে ত্রিকোণ ষট্‌কোণ-মণ্ডলে অক্ষমুদ্রয়া বিভাব্য গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য তদুপরি বল্লভং প্রতিষ্ঠাপ্য গন্ধাক্ষতাদিভিঃ সংপূজ্য মুখে স্পৃষ্ট্বা। অমৃতৈশ্বর্য্যায় আনন্দভৈরবায় সপ্তবারং জপিত্বা ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য তদনন্তরং মুদ্রাদ্বিতীয়ং নিক্ষিপ্য উদ্বধ্যস্বেতি জপিত্বা ইতি প্রথমঃ দ্বিতীয়ঃ সংস্কারবিধিঃ॥ অথ শঙ্খং প্রতিষ্ঠাপ্য অগ্র্যোদকেন পূজয়েৎ॥ ততঃ শ্রীপাত্রস্য কলশমভিসংপূজ্য যন্ত্রোদ্ধারং কুর্য্যাৎ। ত্রিকোণং প্রথমষট্‌কোণং দ্বিরষ্টাপত্রসংযুতং। চতুর্দ্বারং পুনঃ কৃত্বা মধ্যে বিন্দুং বিনিক্ষিপেৎ। অথ দেবান্ বিধায়াদৌ

বেশন করিয়া ভূতশুদ্ধি-প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মাতৃকান্যাস করিবে। মূল মন্ত্রে ন্যাস করিয়া পূজা আরম্ভ করিবে॥ দক্ষিণাংশে ত্রিকোণ-ষট্‌কোণ মণ্ডলে অক্ষমুদ্রায় ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া তাহার উপরে মদ্যপাত্র স্থাপন করিয়া চন্দন প্রভৃতি দিয়া পূজা করিয়া মুখে স্পর্শ করিয়া অমৃতৈশ্বর্য্যায় আনন্দ ভৈরবায় সাত বার জপিয়া ধেনু মুদ্রা দেখাইবে। তদনন্তর মাংস নিক্ষেপ করিয়া উদ্বধ্যস্ব এই মন্ত্র জপ করিবে॥ ইহাই প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্কারের বিধি॥ তৎপরে শঙ্খ স্থাপন করিয়া অগ্রে দেয় অর্থাৎ প্রথম মকার এবং জল দিয়া পূজা করিবে। তৎপরে শ্রীপাত্রের কলসের পূজা করিয়া মন্ত্রোদ্ধার করিবে। প্রথমে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে ষট্‌কোণ, তাহার বাহিরে অষ্টদল, তাহার বাহিরে আবার অষ্টদল, তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার করিয়া ত্রিকোণের মধ্যে একটী শূন্য দিবে॥ তদনন্তর প্রথম যন্ত্রের অঙ্গ দেবতাদিগের পূজা করিবে॥ মাথায়

যন্ত্রস্যাঙ্গং প্রপূজয়েৎ। আকাশায় নমঃ মূর্দ্ধ্নি, সমীরণায় নমঃ মুখে, বরুণায় নমঃ বাহৌ, চৈকজনায় নমঃ হৃদয়ে, বিশ্বভূশায় নমঃ উদরে, ব্রহ্মণে নমঃ কট্যাং, জনার্দ্দনায় নমঃ পাদয়োঃ॥ ইত্যঙ্গপূজা॥ চতুর্দ্বারে প্রেতভূতবেতালেভ্যো নমঃ। শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। অসুরেভ্যঃ পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ওঁ। ওঁ পিশাচেভ্যঃ পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। শ্রীবেতালেভ্যঃ পূজ্যা এতাঃ সমস্তা দেবতাশ্চতুর্দ্বারে চক্রে সমুদ্রায় সায়ুধায় সপরিবারায় সালঙ্কারায় সর্ব্বোপচারৈঃ সংপূজ্য সংতর্পিপতে সন্তু নম ইতি প্রথমাবরণং॥ অথ দ্বিতীয়াবরণং॥ বৃতিত্রয়ং পূজয়ামি ওঁ নিশিসিদ্ধ্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। সমুদ্রায় সায়ুধায় সপরিবরায় সালঙ্কারায় সর্ব্বোপচারৈঃ সংপূজ্য সংতর্পিতে সন্তু নমঃ॥ ইতি দ্বিতীয়াবরণং॥ বহিরষ্টদলে ওঁ আদিত্যায় স্বশক্তিসহিতায়

আকাশায় নমঃ। মুখে সমীরণায় নমঃ। বাহুদ্বয়ে বরুণায় নমঃ। হৃদয়ে একজনায় নমঃ। উদরে বিশ্বভূশায় নমঃ। কটিতে ব্রহ্মণে নমঃ। দুই পায়ে জনার্দ্দনায় নমঃ॥ ইতি অঙ্গ পূজা॥ চতুর্দ্বারে প্রেত ভূত বেতালেভ্যো নমঃ। শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। অসুরেভ্যঃ পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ওঁ। ওঁ পিশাচেভ্যঃ পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। শ্রীবেতালেভ্যঃ পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। চতুর্দ্বার চক্রে সর্ব্বোপচারে মুদ্রা-অস্ত্র-পরিবার এবং অলঙ্কারের সহিত এই সকল দেবতাদিগের পূজা করিয়া সংতর্পিতে সন্তু নমঃ বলিবে॥

ইতি প্রথমাবরণের পূজা।

অথ দ্বিতীয়াবরণের পূজা। বৃতিত্রয়ং—সংতর্পিতে সন্তু নমঃ॥

ইতি দ্বিতীয়াবরণের পূজা।

শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ চন্দ্রমসে স্বশক্তি-সহিতায় শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥ ওঁ ভৌমায় স্বশক্তিসহিতায় শ্রীং পাং॥ ওঁ বুধায় স্বশক্তিসহিতায় শ্রীং পাং॥ ওঁ বৃহস্পতয়ে স্বশক্তিসহিতায শ্রীং পাং॥ ওঁ শুক্রায় স্বশক্তিসহিতায় শ্রীং পাং॥ ওঁ শনৈশ্চরায় স্বশক্তিসহিতায় শ্রীং পাং॥ ওঁ রাহবে কেতবে স্বশক্তিসহিতায় শ্রীপাদুং॥ ইতি তৃতীয়াবরণং॥ সমুদ্রায় ইতি অথান্তর্দলে চতুর্থাবরণং॥ ওঁ অসিতাঙ্গ ভৈরবায় ব্রহ্মাণী শক্তি সহিতায় শ্রীপাদুং॥ ওঁ রুরু ভৈরবায় মাহেশ্বরী শক্তি সহিতায় শ্রীপাদুং॥ ওঁ চণ্ডভৈরবায় কৌমারী শক্তি সহিতায় শ্রীং পাং॥ ওঁ ক্রোধ ভৈরবায় নারসিংহী শক্তিসহিতায় শ্রীং পাং॥ ওঁ উন্মত্ত ভৈরবায় বারাহীশক্তি সহিতায় শ্রীং পাং॥ ওঁ কপাল ভৈরবায় ইন্দ্রাণী শক্তি সহিতায় শ্রীং পাং॥ ওঁ ভীষণ ভৈরবায় চামুণ্ডা শক্তি সহিতায় শ্রীং পাং॥ ওঁ সংহার ভৈরবায় চণ্ডিকা

বাহিরের অষ্টদলে। ওঁ আদিত্যায়—নমঃ। ১। ওঁ চন্দ্রমসে—নমঃ। ২। ওঁ ভৌমায়—নমঃ। ৩। ওঁ বুধায়—নমঃ। ৪। ওঁ বৃহস্পতয়ে—নমঃ। ৫। ওঁ শুক্রায়—নমঃ। ৬। ওঁ শনৈশ্চরায়—নমঃ। ৭। ওঁ রাহবে কেতবে—নমঃ। ৮। পূর্ব্বোক্তরূপে মুদ্রা প্রভৃতির সহিত এই সকল গ্রহদেবতাদিগের পূজা করিবে॥

ইতি তৃতীয় আবরণের পূজা।

অথ ভিতরের অষ্টদলের পূজা। ওঁ অসিতাঙ্গ—নমঃ। ১। ওঁ রুরু—নমঃ। ২। ওঁ চণ্ড—নমঃ। ৩। ওঁ ক্রোধ—নমঃ। ৪। ওঁ উন্মত্ত—নমঃ। ৫। ওঁ কপাল—নমঃ। ৬। ওঁ ভীষণ—নমঃ। ৭। ওঁ

শক্তি সহিতায় শ্রীং পাং ॥ ওঁ সমুদ্রায় সায়ুধায় সপরিবারায় সালঙ্কারায় সর্বোপচারৈঃ সংপূজ্য সংতর্পিতে সন্তু নমঃ ইতি চতুর্থাবরণং। অথ ষট্‌কোণে পঞ্চমাবরণং ॥ ওঁ আপদুদ্ধারণায় শ্রীং পাং ॥ ওঁ অজামলবদ্ধায় শ্রীং পাং ॥ ওঁ লোকেশ্বরায় শ্রীং পাং ॥ ওঁ স্বর্ণাকর্ষণায় শ্রীং পাং ॥ ওঁ মম দারিদ্র বিদ্বেষণায় শ্রীং পাং ॥ অথ ক্ষেত্রপাল ভৈরবায় শ্রীং পাং ॥

অথ বিন্দুসপ্তমাবরণং ॥ মূলমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রেণ সপ্তবারং পূজয়েৎ ॥ ধেনুযোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য স্বমূলং কৃত্য ভূর্জাতঃ গোভূত্বা মনসা সংতুয়ঃ পঞ্চমুদ্রাং প্রদর্শ্য যৎ কুমারী সুলক্ষণা সুবাসিনী শ্রীং পাং ॥ তথা ত্রিঃ স্নাতঃ স্বীকুর্য্যাৎ। স্তোত্র-

---

সংহার—নমঃ ৫৮। পূর্ব্ববৎ মুদ্রা-অস্ত্র-পরিবার এবং অলঙ্কারের সহিত সর্ব্বোপচারে ইহাঁদিগের পূজা করিয়া সংতর্পিতে সন্তু নমঃ বলিবে।

ইতি চতুর্থাবরণের পূজা।

অথ ষট্‌কোণে পঞ্চম আবরণের পূজা। ওঁ আপদুদ্ধারণায়—নমঃ।১। ওঁ অজামলবদ্ধায়—নমঃ।২। ওঁ লোকেশ্বরায়—নমঃ।৩। ওঁ স্বর্ণাকর্ষণায়—নমঃ।৪। ওঁ মম দারিদ্র বিদ্বেষণায়—মমঃ।৫। ওঁ ক্ষেত্রপাল—নমঃ।৬।

অথ বিন্দু সপ্তমাবরণের পূজা। মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্রে সাত বার পূজা করিবে। ধেনু-মুদ্রা এবং যোনিমুদ্রা দেখাইয়া ঊর্দ্ধ কোণে মন্দর, দক্ষিণ কোণে কৈলাস, বাম কোণে হিমালয়ের (প্রমাণ রুদ্রযামল) পূজা করিয়া ও পঞ্চ মুদ্রা দেখাইয়া, সুলক্ষণা এবং উত্তম বস্ত্র পরিধায়িনী কুমারীর শ্রী পাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। তদনন্তর নিবেদিত দ্রব্য তিন

পাঠাদিকং ধূপদীপ নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্য রস পানফলতাম্বূল নীরাজন্ করণম্॥ হোমদ্রব্যং কথ্যতে॥ শালি পরিমাণং॥ পললং জাতী মধু পীতপুষ্পং ইদং দ্রব্যং পূর্ণাহুতিং দদতো বলিপূজাপাত্রস্থানে ত্রিকোণং ষট্‌কোণমণ্ডলং কৃত্বা তদুপরি পাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য সর্বান্নোদকেন সপ্রথম দ্বিতীয়ং নিক্ষিপ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ সংপূজ্য ধেনু-যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য বটুকং ক্ষেত্রপালং চ সপ্তবারং তর্পয়িত্বা ততো বলিপাত্রং গৃহীত্বা বহির্দ্বার নিবেশিনীং গত্বা শুচৌ দেশে গন্ধপুষ্পাক্ষতা-দিভিঃ সংপূজ্য ভো ভো ক্ষেত্রপাল সপরিবার আগচ্ছ। ইমাং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা॥ ইতি বলিং দত্বা আচম্য শান্তি-স্তবং পঠেৎ॥ পূজাস্থানে উপবিশ্য নির্ম্মাল্যং শিরসি ধৃত্বা ভক্ষ্যং ভোজ্যং ভক্ষয়েদিতি সুখং বিহরেৎ।

ইতি রুদ্রযামলে উমামহেশ্বর সংবাদে স্বর্ণাকর্ষণ-
ভৈরব পদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা।

বার গ্রহণ করিবে। স্তোত্র পাঠ প্রভৃতি করিবে, ধূপ-দীপ নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য রস পানীয় ফল তাম্বূল দিবে, আরতি করিবে। সমান ভাগ তণ্ডুল এবং তিল চূর্ণ, জাতী, মধু এবং পীতপুষ্প এই সকল দিয়া পূর্ণাহুতি দিয়া বলির পাত্র রাখিবার স্থানে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে ষট্‌কোণ যন্ত্র আঁকিয়া তাহার উপর পাত্র রাখিয়া তাহাতে জল মদ্য এবং মাংস দিয়া গন্ধ পুষ্প আতপ চাউল প্রভৃতি দিয়া পূজা করিয়া এবং ধেনু ও যোনি-মুদ্রা দেখাইয়া বটুকের এবং ক্ষেত্রপালের সাত সাতবার তর্পণ করিয়া বলি-পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাঙ্গণে গিয়া একটী শুদ্ধ স্থানে গন্ধপুষ্প আতপ চাউলাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভো—স্বাহা পর্য্যন্ত বলিয়া বলি দিয়া আচমন করিয়া শান্তিস্তব পাঠ করিবে। তারপর পূজাস্থানে উপবেশন করিয়া মস্তকে নির্ম্মাল্য ধারণ করিয়া পান ভোজন করিবে॥

ইতি রুদ্রযামলে উমা মহেশ্বর সংবাদে স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরব পদ্ধতি সমাপ্ত।

অথ স্বর্ণাকর্ষণ-ভৈরবকবচং।

শ্রীর্জয়তি ॥ শ্রীপার্বত্যুবাচ ॥ বদ মে দেব দেবেশ কবচং ভৈরবস্য চ। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ সাধকানাং শিবং ভবেৎ ॥১॥ শ্রীঈশ্বর উবাচ ॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং পরমাদ্ভুতম্। স্বর্ণাকর্ষণ দেবস্য ভৈরবস্য মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥ যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। বাং কল্পোত্তরো নাম কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ ॥ ৩ ॥ পংক্তিচ্ছন্দো দেবতা চ স্বর্ণাকর্ষণ-ভৈরবঃ ॥ সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥ শিরো মে ভৈরবঃ পাতু ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ শ্রিয়ং চ মে। বদনং সকলং পাতু আপদুদ্ধারণায় চ ॥ ৫ ॥ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ কণ্ঠদেশং মে নাভিং সং বং ধনস্য চ। লোকেশ্বরায় বাহুং মে স্বর্ণাকর্ষণ বৈ ত্বচং ॥ ৬ ॥ ভৈরবায়েতি নাভিং মে মম দারিদ্র

পার্ব্বতী বলিলেন। হে দেব দেবতাদিগের ঈশ্বর আমাকে ভৈরবের কবচ বলুন, যাহা জানিলে সাধকদিগের মঙ্গল হয় ॥ ১ ॥ ঈশ্বর বলিলেন, হে দেবি আমি মহাত্মা স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের পরমাদ্ভুত কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর, যাহা জানিবা মাত্রে সাধকের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এই কবচের নাম কল্পতরু, ঋষি শিব, ছন্দ পংক্তি, দেবতা স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরব, সকলকার্য্যের সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন ॥২।৩।৪॥ ভৈরব আমার মস্তক রক্ষা করুন। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ আমার শ্রী রক্ষা করুন। আপদুদ্ধারণায় আমার বদন ও সকল রক্ষা করুন। হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ আমার কণ্ঠ, সং নাভি, এবং বং ধন রক্ষা করুন। লোকেশ্বরায় আমার হস্তের ঊর্দ্ধভাগ এবং স্বর্ণাকর্ষণ আমার ত্বক রক্ষা করুন ॥৫।৬॥

শত্রবে। বিদ্বেষণায় জঠরং মহাভৈরবায় নমঃ ॥ ৭ ॥ পাদযুগ্মং সদা পাতু শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ বীজরূপধৃক্। ভৈরবো মে সদা পাতু সর্ব্বাঙ্গ-সর্বসন্ধিষু ॥ ৮ ॥

ভুবনেশো ভুবঃ স্থানে পৃথিবীং সর্বথা লভেৎ। শ্রিয়ং শ্রিয়তরং ভূত্যৈ করোতু মম সর্বভাক্ ॥ ৯ ॥ পূর্বে মাং পাতু সততং ভৈরবশ্চ সিতাঙ্গকঃ ॥ আগ্নেয়ং তু রুরুর্নাম দক্ষিণে চণ্ডভৈরবঃ ॥ ১০ ॥ নৈঋর্তে ক্রোধনঃ পাতু উন্মত্তঃ পাতু পশ্চিমে। কপালী বায়ুকোণে চ উত্তরে ভীষণঃ স্বয়ং ॥ ১১ ॥ ঈশে পাতু সদা দেবঃ সংহারাখ্য-মহেশ্বরঃ। ঊর্দ্ধে মে বটুকঃ পাতু পাতালে চরণায়ুধঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মাণীপুত্রকঃ পাতু মহেশীপুত্রকঃ শ্রিয়ং। কৌমারী পুত্রকো বন্ধুং বৈষ্ণবীপুত্রকো ধনং ॥ ১৩ ॥ বারাহীপুত্রকো

ভৈরবায় আমার নাভি, এবং দারিদ্র আমার শত্রুগণ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। বিদ্বেষণায় মহা-ভৈরবায় নমঃ আমার জঠর রক্ষা করুন ॥৭॥ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ বীজরূপ ধারী আমার দুই পা, ভৈরব আমার সর্ব্বাঙ্গ এবং সর্ব্বসন্ধিস্থান সর্ব্বদা রক্ষা করুন্ ॥ ৮ ॥ ভুবনের ঈশ্বর কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন্। এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আমার সর্ব্বসিদ্ধি করুন্ ॥ ৯ ॥ শুক্লাঙ্গ ভৈরব পূর্ব্বদিকে, রুরু অগ্নিকোণে, চণ্ড ভৈরব দক্ষিণে, ক্রোধন নৈঋর্তে, উন্মত্ত পশ্চিমে, কপালী বায়ুকোণে, ভীষণ উত্তরে, সংহার মহেশ্বর ঈশানে, ঊর্দ্ধে বটুক, এবং চরণায়ুধ পাতালে, সর্ব্বত্র আমাকে রক্ষা করুন্ ॥ ১০। ১১। ১২ ॥

ব্রহ্মাণীর পুত্র ও মহেশীর পুত্র আমার সম্পত্তি, কুমারীর পুত্র বন্ধু, বৈষ্ণবীর পুত্র ধন, বারাহীর পুত্র বিদ্যা, ইন্দ্রাণীর পুত্র ভ্রাতাদিগকে,

অথ ভৈরব সহস্রনাম

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ ওঁ কৈলাসশিখরে রম্যে দেবদেবং জগদ্‌গুরুং। পপ্রচ্ছ পার্বতী শম্ভুং শঙ্করং লোকশঙ্করং ॥ ১ ॥ দেব্যুবাচ ॥ দেবদেব মহাদেব সর্বজ্ঞ সুখদায়ক। আপদ্দুঃখ-দরিদ্রাদি-পীড়িতানাং নৃণাং বিভো ॥ ২ ॥ যদ্ধিতং সুখসম্পত্তি-ধনধান্যকরং সদা। স্বর্ণাকর্ষণভৈরবং ভক্তানামিষ্টদায়কং ॥৩॥ বিশেষতো রাজকুলে শান্তিপুষ্টিপ্রদায়কং। বালগ্রহাদিশমনং নানাসিদ্ধিকরং নৃণাং ॥ ৪ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ মমানন্দকরং পরং। শ্রীশ্বর উবাচ ॥ স্তবরাজং মহাদেবি ভোগস্বর্গপ্রদং নৃণাং ॥ ৫ ॥ স্মরণাৎ স্তবরাজস্য স্বর্ণপ্রাপ্তিশ্চ তৎক্ষণাৎ। স্মরণাৎ স্তবরাজস্য

শ্রীগণেশায় নমঃ। কৈলাস পর্ব্বতের রম্য শিখরে পার্ব্বতী দেবের দেব জগদ্গুরু শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী বলিলেন। হে দেবের দেব মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ ও সুখদায়ক। আপদ্ দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত মনুষ্যদিগের হিতকারী ও সুখ-সম্পত্তি-ধন-ধান্য সর্ব্বদা বৃদ্ধিকারী এবং ভক্তদিগের অভীষ্টদায়ক বিশেষতঃ রাজকুলে শান্তি-পুষ্টিপ্রদায়ক ও বালকদিগের কষ্টপ্রদ গ্রহ প্রভৃতির শান্তিকারী ও মনুষ্যদিগের নানা প্রকার সিদ্ধিকারী এবং আমার পরমানন্দকারী স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের সহস্রনাম সম্পূর্ণরূপে বলুন ॥ ১। ২। ৩। ৪ ॥

শিব বলিলেন। হে মহাদেবি মনুষ্যদিগের ভোগ এবং স্বর্ণপ্রদ স্তবরাজ শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ এই স্তবরাজের স্মরণমাত্রে তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ

ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ ॥৬॥ বিদ্রবন্ত্যতি তে ভীতাঃ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ। একতঃ পন্নগাঃ সর্বে গরুড়শ্চৈকতস্তথা ॥ ৭ ॥ একতো গণসংঘাতাশ্চণ্ডবাতো যথৈকতঃ। একতঃ পর্বতাঃ সর্বে দম্ভোলিস্ত্বেকতস্তথা ॥ ৮ ॥

একতো দৈত্যসংঘাতা হ্যেকতঃ স্যাৎ সুদর্শনঃ। একতঃ কাষ্ঠসংঘাতা একতোঽগ্নিকণো যথা ॥ ৯ ॥ ঘনান্ধকার একত্র তপনস্ত্বেকতস্তথা। একতো রোগসংঘাতাঃ সুধা স্যাদেকতস্তথা ॥ ১০ ॥ তথৈবাস্য প্রভাবস্তু স্মৃতিমাত্রেণ দৃশ্যতে। স্তবরাজং ভৈরবস্য জপন্ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥১১॥ মহাভৈরবনামানি অযুতান্যর্বুদানি চ। ন গ্রাহৈরভিভূয়েত ভূতপ্রেতাদিভির্গ্রহৈঃ॥১২॥

সাম্রাজ্য-সর্বসম্পত্তি-সমৃদ্ধ্যা বসতে সুখং। তৎ কুলং

প্রাপ্তি হয়। লোকে যেমন কালরুদ্র হইতে পলায়ন করে সেইরূপ এই স্তবরাজের স্মরণ মাত্রে ভূত প্রেত এবং পিশাচেরা ভয়ে পলায়ন করে ॥ এক গরুড়কে দেখিয়া যেমন সর্প সমূহ পলায়ন করে ॥ ৬।৭। যেমন শিবের অনুচর বর্গের মধ্যে একজনকেও দেখিয়া চণ্ড-বাত পলায়ন করে। একমাত্র বজ্র যেমন পর্ব্বত সমূহকে চূর্ণ করে। সুদর্শন চক্র যেমন দৈত্যদিগকে ধ্বংস করিয়াছিল। একমাত্র অগ্নির কণা যেমন কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে। এক মাত্র সূর্য্য যেমন ঘন অন্ধকার নষ্ট করে এবং একমাত্র অমৃত যেমন সমস্ত রোগকে নষ্ট করে ॥ ৮। ৯। ১০ ॥ সেইরূপ এই স্তবরাজের প্রভাব ইহার স্মৃতি মাত্রে দৃশ্য হয়। ভৈরবের এই স্তবরাজ পাঠ করিতে করিতে সিদ্ধ হয় ॥ ১১ ॥ ভৈরবের নাম দশ সহস্র, দশকোটি আছে। তত্রাচ কেবল এই সহস্র নামের প্রভাবে লোকে কুম্ভীর হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্তু, ভূত প্রেত ইত্যাদি, এবং শনি রাহু প্রভৃতি গ্রহগণ দ্বারা

নন্দতে পুংসাং পুত্রপৌত্রাদিভির্ধ্রুবং ॥ ১৩ ॥ শ্রীপার্বত্যুবাচ।
যত্ত্বয়া কথিতং দেব ভৈরবকল্পমুত্তমং। অগণ্যমহিমা সত্যং
শ্রুতো মে বহুধা বিভো ॥ ১৪ ॥ তস্য নামান্যনন্তানি অযুতান্য-
র্বুদানিচ। সন্তি সত্যং পুরা জ্ঞাতং যথার্থে পরমেশ্বর ॥ ১৫ ॥
সারসারং সমুদ্ধৃত্য তেষু নাম সহস্রকং। সর্বান্ কামান-
বাপ্নোতি ব্রূহি মে করুণাকর ॥ ১৬ ॥

যস্ত্বিদং কীর্ত্তয়েন্নিত্যং সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ। সর্বান্ কামান-
বাপ্নোতি সর্বসিদ্ধিং চ বিন্দতি ॥ ১৭ ॥ সাধকঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ
সর্বথার্কসমদ্যুতিঃ। অপ্রদৃশ্যশ্চ ভবতি সংগ্রামে রণমূর্দ্ধস্থ (মধ্য-
তঃ) ॥১৮॥ নাগ্নিচৌরভয়ং তস্য গ্রহরাজভয়ং তথা। ন চ মারী-
ভয়ং তস্য ব্যাঘ্রচৌরভয়ং ন হি ॥১৯॥ শত্রূণাং তস্য সংঘেভ্যো
ভয়ং ক্বাপি ন জায়তে। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্য-পুত্রপৌত্রাদি-

নষ্ট হয় না ॥ ১২ ॥ সমস্ত রাজ্য, সর্ব্বসম্পত্তি এবং সমৃদ্ধি সম্পন্ন
হইয়া সুখে বাস করে। এবং পুরুষদিগের কুল পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা
নিশ্চয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩ ॥ পার্ব্বতী বলিলেন। হে দেব আপনি
যে উত্তর ভৈরবের কল্প বলিলেন তাহার অগণ্য এবং সত্য মহিমা
আমি অনেকবার শুনিয়াছি ॥ ১৪ ॥ তাঁহার যে অনন্ত অযুত এবং
অর্ব্বুদ নাম আছে হে পরমেশ্বর তাহাও আমি জানি যথার্থ ॥ ১৫ ॥
সেই সকল নামের সার হইতে সার সংগ্রহ করিয়া সহস্র নাম আমাকে
বলুন। যে ইহা নিত্য পাঠ করে সে কোন দুঃখ পায় না এবং
তাহার সকল অভিলাষ পূর্ণ হয় ও সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ১৬। ১৭ ॥ তাহার
শ্রদ্ধা এবং সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলতা হয়। যুদ্ধস্থলে তাহার দিকে
কেহ দৃষ্টি করিতে পারে না ॥ ১৮ ॥ তাহার অগ্নিভয় গ্রহভয় মারীভয়
ব্যাঘ্র এবং চোরের ভয় থাকে না ॥ ১৯ ॥ শত্রুদিগের মধ্যে তাহার

সম্পদঃ ॥২০॥ ভবন্তি কীর্ত্তনাদ্ যস্য তদ্‌ব্রূহি করুণাকর। শ্রীশ্বর উবাচ॥ নাম্নাং সহস্রং দেবস্য স্বর্ণদস্য ময়া কৃতম্ ॥২১॥ বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ সম্যক্ সারাৎসারতরং শুভং। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বোপদ্রব নাশনং ॥ ২২ ॥ স্বর্ণপ্রাপ্তিপ্রদং চৈব সাধকানাং শুভাবহং। সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্ব্বব্যাধিনিবারণং ॥ ২৩ ॥ আয়ুষ্করং পুষ্টিকরং শ্রীকরং চ যশস্করং। ভৈরবস্তবরাজস্য মহাভৈরব ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

ভৈরবো দেবতা চৈবানুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রকীর্ত্তিতম্। ঋষিং শিরসি বিন্যস্য ছন্দস্তু পরতোন্যসেৎ ॥ ২৫ ॥ দেবতাং হৃদয়ে ন্যস্য ততোন্যং ন্যাসমাচরেৎ। ভৈরবং শিরসি ন্যস্য ললাটে স্বর্ণদায়কং ॥২৬॥ নেত্রয়োর্ভূতহননং সারমেয়ানুগং ভ্রুবোঃ ॥

কোথাও ভয় উৎপন্ন হয় না। যাহা পাঠ করিলে আয়ু আরোগ্য ঐশ্বর্য্য পুত্র পৌত্রাদি এবং সম্পদ এই সকল হয় হে করুণাকর তাহা আমাকে বল॥ শিব বলিলেন। সার হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের আমার কৃত শুভ, সর্ব্বপাপ ক্ষয়কারী, পুণ্য এবং স্বর্ণপ্রদ, সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব নাশকারী, শুভ এবং মঙ্গলকারী, সর্ব্বব্যাধি নিবারক, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকর, শ্রীকর, এবং যশস্কর সহস্রনাম সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি॥ ২০। ২১। ২২। ২৩॥

ভৈরবের এই সহস্র নাম স্তবের মহাভৈরব ঋষি, ভৈরব দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দ॥ শিরে মহাভৈরব ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে স্বর্ণাকর্ষণায় নমঃ। বলিয়া ঋষি-ছন্দ-দেবতার নাম করিয়া তৎপরে অন্যান্য ন্যাস করিবে॥ ২৪। ২৫॥ নিম্নলিখিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নিম্নলিখিত দেবগণের নাম এবং চতুর্থ্যন্তপদ উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ অমুক দেবায় তৎপরে নমঃ বলিয়া ন্যাস করিবে।

কর্ণয়োর্ভূতনাথং চ স্বর্ণদং চ কপোলয়োঃ ॥ ২৭ ॥ নাসা-পুটৌষ্ঠয়োশ্চৈব স্বর্ণাকর্ষণভৈরবং। অনাদিভূতমাস্যে চ শক্তিহস্তং গলে ন্যসেৎ ॥২৮॥ স্কন্ধয়োর্দৈত্যদলনং বাহ্বোরতুল-তেজসং। পাণ্যোঃ কপালিনং ন্যস্য হৃদয়ে মুণ্ডমালিনং ॥ ২৯ ॥ শান্তং বক্ষস্থলে ন্যস্য স্তনয়োঃ কামনাশনং। উদরে ভৈরবং ন্যস্য ক্ষেত্রেশং পার্শ্বয়োস্তথা ॥ ৩০ ॥

ক্ষেত্রপালং পৃষ্ঠেদেশে ক্ষেত্রজ্ঞং নাভিদেশকে। জানুনো-র্বসুরূপং চ স্বর্ণাকর্ষণভৈরবং ॥ ৩১ ॥ পূর্বে ডমরুহস্তং চ দক্ষিণে দণ্ডধারিণং। স্বর্ণাভং পশ্চিমায়াং চ ঘণ্টাবাদিনমুত্তরে ॥ ৩২ ॥ আগ্নেয্যামগ্নিবর্ণং চ নৈঋর্তে চ দিগম্বরং। বায়ব্যে সর্বভূতান্তমৈশান্যাং চাষ্টসিদ্ধিদং ॥ ৩৩ ॥ ঊর্দ্ধং খেচারিণং

যথা—শিরে ভৈরবায় নমঃ। ললাটে স্বর্ণদায়কায় নমঃ। নেত্রদ্বয়ে ভূতহননায় নমঃ। ভ্রূদ্বয়ে সারমেয়ানুগায় নমঃ। কর্ণদ্বয়ে ভূতনাথায় নমঃ। গণ্ডদ্বয়ে স্বর্ণদাত্রে নমঃ ॥ ২৬। ২৭ ॥ নাসাপুট এবং ওষ্ঠে স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবায় নমঃ। মুখে অনাদিভূতায় নমঃ। গলায় শক্তি-হস্তয়ে নমঃ ॥ ২৮ ॥

স্কন্ধদ্বয়ে দৈত্যদলনায় নমঃ। দুই বাহুতে অতুল তেজসে নমঃ। দুই হস্তে কপালিনে নমঃ। হৃদয়ে মুণ্ডমালিনে নমঃ। বক্ষস্থলে শান্তায় নমঃ। দুই স্তনে কামনাশায় নমঃ। উদরে ভৈরবায় নমঃ। দুই পার্শ্বে ক্ষেত্রেশায় নমঃ। পৃষ্ঠে ক্ষেত্রপালায় নমঃ। নাভিতে ক্ষেত্রজ্ঞায় নমঃ। দুই জানুতে বসুরূপায় স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবায় নমঃ ॥ ২৯। ৩০। ৩১ ॥ পূর্বে ডমরুহস্তায় নমঃ। দক্ষিণে দণ্ডধারিণে নমঃ। পশ্চিমে স্বর্ণাভায় নমঃ। উত্তরে ঘণ্টাবাদিনে নমঃ ॥ ৩২ ॥

অগ্নিকোণে অগ্নিবর্ণায় নমঃ। নৈঋর্তে দিগম্বরায় নমঃ। বায়ুকোণে

ন্যস্য পাতালে রৌদ্ররূপিণং। এবং বিন্যস্য দেবেশি ষড়ঙ্গেষু ততো ন্যসেৎ ॥ ৩৪ ॥

হৃদয়ে স্বর্ণদাতারং রাজ্যদাতারং মূর্দ্ধনি। আনন্দপূর্বনাথায় নাথায়াথ শিখাসু চ ॥ ৩৫ ॥ লক্ষ্মীকান্তপ্রিয়ং চৈব কবচে বিন্যসেত্তথা। স্বর্ণাকর্ষণভৈরবায় ন্যসেন্নেত্রত্রয়ে তথা ॥ ৩৬ ॥ শ্রীমদানন্দনাথায় অস্ত্রে চৈব প্রয়োজয়েৎ। এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা যথাবত্তদনন্তরং ॥৩৭॥ ধ্যানং তস্য প্রবক্ষ্যামি যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ॥ ৩৮ ॥ পারিজাতদ্রুমতটে সংস্থিতে মণিমণ্ডপে। সিংহাসনগতং ধ্যায়েদ্ভৈরবং স্বর্ণদায়কং ॥ ৩৯ ॥ গাঙ্গেয়-পাত্রং ডমরুং ত্রিশূলং বরং বরং সংদধতং ত্রিনেত্রং। দেব্যা যুতং তপ্তসুবর্ণবর্ণং স্বর্ণাখ্যকং ভৈরবমাশ্রয়েম ॥ ৪০ ॥ ইতি

সর্ব্বভূতান্তকায় নমঃ। ঈশান কোণে অষ্টসিদ্ধিদাত্রে নমঃ। ঊর্দ্ধে খেচারিণে নমঃ। পাতালে রৌদ্ররূপিণে নমঃ ॥ হে দেবেশি এইরূপে ন্যাস করিয়া ষড়ঙ্গে ন্যাস করিবে ॥ ৩৩। ৩৪ ॥ যথা হৃদয়ে স্বর্ণদাত্রে নমঃ। মস্তকে রাজ্যদাত্রে নমঃ। শিখায় আনন্দপূর্ব্বনাথায় নমঃ ॥ ৩৫ ॥ কবচে লক্ষ্মীকান্তায় নমঃ। নেত্রত্রয়ে স্বর্ণাকর্ষণ ভৈর-বায় নমঃ ॥ ৩৬ ॥

মস্তকের চতুর্দ্দিকে শ্রীমদানন্দ নাথায় নমঃ॥ এইরূপে ন্যাস করিয়া তদনন্তর ॥ ৩৭ ॥ ধ্যান করিবে; তাঁহার ধ্যান আমি বলিতেছি যেরূপে ধ্যান করিয়া নরলোকে স্তব পাঠ করিবে॥ পারিজাত বৃক্ষ-মূলে মণিমণ্ডপে রত্ন সিংহাসনে ভৈরবীর সহিত বিরাজিত স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের এইরূপ ধ্যান করিবে ॥ ৩৮। ৩৯ ॥ তিনি গাঙ্গেয় পাত্র, ডমরু, শ্রেষ্ঠ ত্রিশূল এবং বর ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার তিন চক্ষু এবং তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ ॥ ৪০ ॥

ধ্যানং মহারাজ স্বর্ণাভং নাগকুণ্ডলং ॥ শ্রীভৈরবীসমাযুক্তং রত্নসিংহাসনস্থিতং ॥ ৪১ ॥ এবং ধ্যাত্বাথ সন্তুষ্টো জপেৎ কামানবাপ্নুয়াৎ। সাধকঃ সর্ব্বলোকেষু সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥

আনন্দং সর্বগাত্রাণি শিরঃ শৃঙ্গাঙ্গ দেবতা হ্রীঁ বীজং ক্লীঁ শক্তিঃ সং কীলকং মম কামনাসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ ॥৪৩॥ ওঁ নমস্তে ভৈরবায় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মনে। নমস্ত্রৈলোক্য-বন্দ্যায় বরদায় বরাত্মনে ॥ ৪৪ ॥ রত্নসিংহাসনস্থায় দিব্যাভরণ-শোভিনে। দিব্যমাল্যবিভূষায় নমস্তে দিব্যমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৫ ॥ নমস্তেঽনেকহস্তায় অনেকশিরসে নমঃ। নমস্তেঽনেকভ্রাত্রে চ কবীশ্বরায় তে নমঃ ॥ ৪৬ ॥ নমস্তে নীলকণ্ঠায় অনেকাংশায় তে নমঃ। নমস্তেঽনেকপার্শ্বায় অনেকাদিত্যতেজসে

তিনি কর্ণে সর্পের কুণ্ডল পরিধান করিয়া ভৈরবীর সহিত রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন ॥ ৪১ ॥ এইরূপে ধ্যান করিয়া হৃষ্টমনে জপ করিবে, তাহা হইলে সাধক সর্ব্বত্র বাঞ্ছিত ফল পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪২ ॥ আনন্দ নাথায় নমঃ সর্ব্বগাত্রে, মস্তকে মহাভৈর-বায় নমঃ। হ্রীঁ বীজ, ক্লীঁ শক্তি, সং কীলক। কামনাসিদ্ধির জন্য জপে প্রয়োজন ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক ভৈরবকে নমস্কার। ত্রিভুবনে পূজ্য বরস্বরূপ বরদাতাকে নমস্কার ॥ ৪৪ ॥

আপনি রত্ন সিংহাসনে বিরাজিত আছেন, দিব্য আভরণ এবং মালা দ্বারা শোভা পাইতেছেন, এবং আপনার দিব্য মূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৫ ॥ আপনার অনেক হস্ত, অনেক মস্তক, অনেক ভ্রাতা, আপনি কবির ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥ আপনার নীল কণ্ঠ, অনেক অংশ, অনেক পার্শ্ব, এবং অনেক সূর্য্যের তেজ, আপনাকে

॥ ৪৭ ॥ ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ। ভূতাবাসো ভূত ইতি ভূরিশো ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ৪৮ ॥

ভূতাধ্যক্ষো ভূতপতির্ভূধরো ভূধরাত্মকঃ (জঃ)। ভূপতির্ভাস্করো ভীরুর্ভীমো ভূমির্বিভূতিদঃ ॥ ৪৯ ॥ ভূতো ভূকম্পনো ভূমিনামা ভূতাভিভাবকঃ ॥ ভগনেত্রো ভবো ভাক্তা ভূদেবো ভগবান্ রথী ॥ ৫০ ॥ ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনং ভোক্তা ভিক্ষুর্ভূপ্ ভোজনপ্রিয়ঃ। ভূতিমুখ্যো ভৃঙ্গিরীটির্ভক্তসাধিতবিগ্রহঃ ॥৫১॥ ভূতচারী নিশাচারী প্রেতচারী ভয়ানকঃ। ভবাত্মা ভূর্ভুবোলক্ষ্মীর্ভূতিমান্ ভববিক্রমঃ ॥ ৫২ ॥ পদ্মগর্ভো মহাগর্ভো বিশ্বগর্ভোঽথ ভূরভূঃ। ভূতত্বো ভুবনাধীশো ভূতিকৃদ্ভ্রান্তিনাশনঃ। ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গো ভূশয়ো ভূতবাহনঃ ॥ ৫৩ ॥ ক্ষেত্রজ্ঞো ভুবনাধীশো ভূতিদো ভূতিভৃৎ প্রভুঃ। ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রবিঘ্ননিবারণঃ ॥ ৫৪ ॥ ক্ষান্তঃ ক্ষুদ্রঃ ক্ষেত্রপশ্চ ক্ষুদ্রঘ্নঃ ক্ষেত্রপঃ ক্ষমী। ক্ষোভণো মারণঃ স্তম্ভো মোহনো নমনো বশী ॥ ৫৫ ॥ ক্ষপণঃ ক্ষান্তিদঃ ক্ষামঃ ক্ষমী ক্ষেত্রধরোঽক্ষরঃ। কঙ্কালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠা কলানিধিঃ ॥ ৫৬ ॥ কালঃ করালঃ কঙ্কালী কমনীয়ঃ কলানিধিঃ। কালঃ কালাকৃতির্বায়ুঃ কপর্দ্দী কামশাসনঃ ॥ ৫৭ ॥ কুবেরবন্ধুঃ কামাত্মা কর্ণিকারপ্রিয়ঃ কপিঃ। কামদেবঃ কামপালঃ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ ॥ ৫৮ ॥

কল্যাণপ্রকৃতিঃ কল্পঃ কল্পাদিঃ কমলেক্ষণঃ। কমণ্ডলু-

নমস্কার ॥ ৪৭ ॥ এই বলিয়া প্রণাম করিয়া পরবর্ত্তী সহস্রনাম পাঠ করিবে।

ধরঃ কেতুঃ কালযোগী ত্বকল্মষঃ ॥ ৫৯ ॥ করণং কারণং কর্ত্তা কৈলাসপতিরীশ্বরঃ। কামভূঃ কামদোঽচিন্ত্যঃ কিরীটী কৌশিকস্তথা ॥ ৬০ ॥ কপিলঃ কুশলঃ কর্ত্তা কুমারঃ কপটঃ ক্ষমঃ। কলাদ্যদৃক্কলাধারঃ কালকণ্ঠঃ কপালভৃৎ ॥ ৬১ ॥ কৈলাসশিখরাবাসঃ কুবেরঃ কীর্ত্তিভূষণঃ। কালজ্ঞানী কলাবাসঃ কোপিতঃ কান্তবিগ্রহঃ ॥ ৬২ ॥ কবচী কণ্টকী কুষ্ঠী কার্য্যকোবিদবিক্রমঃ। কালভক্ষঃ কলঙ্কারিঃ কিঙ্কিণীকৃতবাসুকিঃ ॥৬৩॥ গণেশ্বরশ্চ গৌরীশো গিরীশো গিরিবাধকঃ। গিরিধন্বা গুহো গোপ্তা গুণরাশিগুর্ণাকরঃ ॥৬৪॥ গম্ভীরো গহনো গোপ্তা গায়ত্রীবল্লভো গতিঃ। গ্রীষ্মো গৃহপতির্গুপ্তো গেয়ো গব্যপতিস্ত্বগঃ ॥ ৬৫ ॥ গণবাহো গুণগ্রাহী গণনো গুণরাশিপঃ। অগ্রগামীশ্বরোঽরোগী খট্বাঙ্গী গগনালয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ অমোঘোঽমোঘফলদো ঘণ্টারো ঘটকপ্রিয়ঃ। চন্দ্রপীঠশ্চন্দ্রমৌলিশ্চিত্রবেশশ্চিরন্তনঃ ॥ ৬৭ ॥

বিত্তেশপশ্চিত্রবাহুরচলশ্ছিন্নসংশয়ঃ। চতুর্বেদশ্চতুর্বাহুশ্চতুরশ্চতুরপ্রিয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ চামুণ্ডাজনকশ্চণ্ড-শ্চলবংক্ষণসংচলঃ। অচিন্ত্যমহিমাচিন্ত্য-শ্চরাচর-চরিত্রগুঃ ॥ ৬৯ ॥ চন্দ্রসংজীবনশ্চিত্র উমাচার্য্যশ্চতুর্মুখঃ। ওজস্তেজোদ্যুতিধরো জিতকামো জনপ্রিয়ঃ ॥ ৭০ ॥ অজাতশত্রুরোজস্বী জিতকালো জগদ্ধিতঃ। জমদগ্নির্জলনিধি-র্জটিলো জীবিতেশ্বরঃ ॥৭১॥ জননো জন্যজন্মাদিরর্জ্জুনো জম্মবিজ্ভপঃ। জন্মাধিপো জটী জ্যোতির্জন্মমৃত্যুভয়াপহঃ ॥ ৭২ ॥ জীবিতান্তকরো জ্যেষ্ঠো জগন্নাথো জনেশ্বরঃ। ত্রিবর্গসাধনস্তার্ক্ষ্য-স্তদ্গুণ-স্তন্তুবর্দ্ধনঃ ॥ ৭৩ ॥ তপস্বী তারকস্তারস্তীব্রঃ স্বাত্মনি সংস্থিতঃ।

তপনস্তাপনস্তুষ্টঃ শ্বানযোনিরতন্দ্রিতঃ ॥ ৭৪ ॥ উত্তমাঙ্গ স্তিমিরহা ব্রতী বেদস্তনূনপাৎ। অন্তর্হিত-স্তমিস্রশ্চ তেজ-স্তেজোময়স্তনী ॥ ৭৫ ॥ তরুণার্থকরস্তিগ্মস্তত্ত্বং তত্ত্বগৃহে চরঃ। তেজোরাশিঃ শত্রুবাণ স্তুতিথিশ্চাতিথিপ্রিয়ঃ ॥ ৭৬ ॥ আত্মযোগশয়ো ব্যানস্তীর্থং দেবময়ঃ শিবঃ; স্থানদস্তপনঃ স্থাণুঃ স্থবিষ্ঠঃ স্থবিরঃ স্থিরঃ ॥ ৭৭ ॥

ত্রিলোকেশস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিশূলী ত্রিদশাধিপঃ। ত্রিলো-চনস্ত্রয়ীবেদ্যস্ত্রিবর্গস্থস্ত্রিবর্গদঃ ॥ ৭৮ ॥ দূরশ্চ বাদস্থানধ্রো দুর্দ্দর্শো দুঃসহোদয়ঃ। পরোদেবো দৈবদেবা দুন্দুভি-র্দুন্দুভিপ্রিয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ দৃঢ়ায়ুধারী ধনদো দক্ষো দুঃস্বপ্ননাশনঃ। দুর্নেয়ো দুর্গমো দুর্গো দুরাবাসো দুরাসদঃ ॥ ৮০ ॥ দমো দময়িতা দান্তো দাতা দানং দয়াকরঃ। দুর্বাসা দ্বিজো দেবকায়ো দুর্নিক্ষো দুর্ভগোদয়ঃ ॥৮১॥ দেহী দাহো দানবারি-র্দেবেন্দ্রশ্চারিমর্দনঃ। দেবাসুরগুরুর্দেবো দেবাসুরনমস্কৃতঃ ॥ ৮২॥ দেবাসুরেশ্বরো দিব্যো দেবাসুবমহেশ্বরঃ। সর্বদেবময়ো দণ্ডো নক্ষত্রোঽক্ষর এবচ ॥ ৮৩ ॥

নক্ষত্রমালিকাকেশো নাগহারঃ পিনাকধৃক্। ব্যয়-নির্বাহকো ন্যায়ো নশোন্যায়ো নিরঞ্জনঃ ॥ ৮৪ ॥ নীরাবণো হতিবিজ্ঞানো নরসিংহো নিপাতনঃ। নন্দী নন্দীশ্বরো নগ্নো নগ্নব্রতধরো নরঃ ॥ ৮৫ ॥ নির্মমো নিরহংকারো নির্মোহো নিরুপদ্রবঃ। নিষ্কণ্টকঃ কৃতানন্দো নির্ধ্যাতব্যো জনার্দ্দনঃ ॥ ৮৬ ॥ অনঘো নিষ্কলো নিষ্ঠো নীলকায়ো নিরা-ময়ঃ। অনিরুদ্ধস্তনাদ্যন্তো নৈকাত্মা নৈককর্ম্মকৃৎ ॥ ৮৭ ॥ নগরেতা নখী নন্দী হ্যানন্দবনবর্দ্ধনঃ। যোগো বিরাগী বৈরাগী

ত্যাগী গৌরীবরাঙ্গনঃ ॥ ৮৮ ॥ কম্বুকণ্ঠো গ্রহশ্চোগ্রশ্চণ্ডঃ খণ্ড-ভৃদন্তকৃৎ। তাণ্ডবাণ্ডং বররুচী রুরুমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ৮৯ ॥ পরমেশ্বরঃ পশুপতিঃ পিনাকী পুরশাসনঃ। পুরাৎসৃতো দেবকীরঃ পরমেষ্ঠী পরায়ণঃ ॥ ৯০ ॥ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বস্থঃ পঞ্চজন্তুঃ প্রভঞ্জনঃ। মস্করশ্চ পরংব্রহ্ম পারিজাতঃ পরাৎ-পরঃ ॥ ৯১ ॥ প্রতিষ্ঠিতঃ প্রমাণজ্ঞঃ প্রমাণং পরমার্য্যপঃ। পঞ্চব্রহ্ম সৎপতিশ্চ পরমাত্মা পরায়ণঃ ॥ ৯২ ॥ পিনাকপাণিঃ প্রাংশুশ্চ প্রত্যয়ঃ পরবীরহা। প্রভাকরঃ প্রত্যক্ষশ্চ প্রণবশ্চ পুরঞ্জয়ঃ ॥ ৯৩ ॥

পবিত্রপাণিঃ পাপারিঃ প্রত্যয়ার্চিরপাংনিধিঃ। পুলস্ত্যঃ পুলহোঽগস্ত্যঃ পুরুহূতঃ পুরুষ্টুতঃ ॥ ৯৪ ॥ পদ্মাকরঃ পর-জ্যোতিঃ পরাপরফলপ্রদঃ। পরাপরজ্ঞঃ পরদঃ পরশক্রঃ পরং পদম্ ॥ ৯৫ ॥ পূর্ণঃ পূরয়িতা পুণ্যঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। পুরন্দরঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ প্রমাদী পাপনাশনঃ ॥ ৯৬ ॥ পরশীলঃ পরগুণঃ পাদুরাগঃ পুরন্দরঃ। পরার্থব্যক্তিঃ প্রভবঃ পুরুষঃ পুরুজঃ পিতা ॥ ৯৭ ॥ পিঙ্গলঃ পবনঃ প্লক্ষস্থতলঃ পূষদন্তহা। পরমার্থগুরুঃ প্রীতিঃ প্রীতিমাংশ্চ পুরাতনঃ ॥ ৯৮ ॥ পরাশরঃ পদ্মগর্ভঃ পরঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। উপপ্লবোঽভয়করঃ পরমার্থৈক-পণ্ডিতঃ ॥ ৯৯ ॥ মহেশ্বরো মহাদেবো মৃদ্গালো মধুরো মৃদুঃ। মত্তাশয়ো মহাযোগী মহাকর্ম্মা মহৌষধং ॥ ১০০ ॥

মহর্ষিঃ কপিলাচার্য্যো মৃগধামা মহালয়ঃ। মহানিধি-র্মহাভূতির্মহানীতির্মহামতিঃ ॥ ১০১ ॥ মহাগ্রহো মহাগন্তা মহাভূতোঽমৃতো যমঃ। অমৃতাংশোঽমৃতবপুর্মরীচি র্মোহ-জালহা ॥ ১০২ ॥ মহাতপা মহাকায়ো মৃগবাণাপণে খলঃ।

মহাবলো মহীপাতা মহাযোগী মহামনাঃ ॥ ১০৩ ॥ মহা-মায়ো মহাশান্তো মতির্নাদো মহোৎসবঃ। মাৎসর্য্যহিন্মহা-বীর্য্যো মহাশক্তির্মহাদ্যুতিঃ ॥ ১০৪ ॥ উন্মত্তকীর্ত্তিরুন্মত্তো মঘবানমিতোমতিঃ। মহাভাগোঽমৃতোমন্ত্রী মঙ্গলো মঙ্গলপ্রিয়ঃ ॥ ১০৫ ॥ অমোঘদণ্ডো মধ্যস্থো মহেশোঽমোঘ-বিক্রমঃ। অমেয়োঽরিষ্টমথনো মুকুন্দঃ সর্ব্বপাপহা ॥ ১০৬ ॥ মাতামহো মাতরিশ্বা মণিপূরো মহাশয়ঃ। মহামহা মহা-গর্ভো মহাকল্পো মহাধনুঃ ॥ ১০৭ ॥ মনো মনোময়োমানী মেরুপট্টো মৃড়োমনঃ ॥ মহাশোভো মহাজ্ঞানী মহাকালঃ কলিপ্রিয়ঃ ॥ ১০৮ ॥ মহাবটুর্মহাত্যাগী মহাকোশী মহাগতিঃ। শিখণ্ডী কবচী শূলী জটী মুণ্ডীচ কুণ্ডলী ॥১০৯॥ মেঘমালী চক্র-খড়্গী মালী মায়া মহামণিঃ ॥ মহেস্বাসো মহানন্তো মহাচারো মহাভুজঃ ॥১১০॥ মথকর্ত্তা মথধ্বংসী মধুরো মঘবপ্রিয়ঃ। ব্রহ্ম-সৃষ্টির্ব্রহ্মবীর্য্যো বাণহস্তোঽচলো বলী ॥ ১১১ ॥ কাররূপো ঽচলোন্মাদী ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মবর্চ্চসী। বহুরূপোবহু ময়ো ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাত্মকঃ ॥ ১১২ ॥ ব্রহ্মগর্ভোঽক্ষরো দম্ভো ব্রহ্মজ্যোতির্বৃহ-স্পতিঃ। বীজবুদ্ধির্ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥ ১১৩ ॥ যুগাদিকৃদ্‌যুগাবর্ত্তো যুগাধ্যক্ষো যুগাপহা। যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্ঞো যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ ॥ ১১৪ ॥ যোগাচার্য্যো যোগিগম্যো যোগী যোগ্যশ্চ যোগবিৎ। যোগাঙ্গো যোগহারাঙ্গো যক্ষো যুক্তিময়ো যমঃ ॥ ১১৫ ॥ রৌদ্রো রৌদ্রঋষী রাহু রতিরত্নো রণপ্রিয়ঃ। লোকবন্ধুর্লোকনাথো লক্ষণজ্ঞোঽপ্যলক্ষণঃ ॥১১৬॥ লোলমায়ো লোককর্ত্তা লোলো লালিত এবচ। পরপো বর-দোঽবদ্যো বিদ্বান্বিশ্বো মহেশ্বরঃ ॥ ১১৭ ॥

বেদান্তসারসন্দোহো বিততাঙ্গো বিশারদঃ। বিশ্বমূর্ত্তি-র্বেদবেদ্যো বামদেবো বিমোচকঃ ॥ ১১৮ ॥ বিশ্বরূপো বিরূ-পাক্ষো বাণীশো হব্যবাহনঃ। বৃষাঙ্কশ্চ বিশালাক্ষো বিশ্বদর্শী বিলোচনঃ ॥ ১১৯ ॥ বিশাখো বিশ্বস্থগ্বিশ্বো বিজিতাত্মাহব্যয়ঃ পুমান্। ব্যাঘ্রচর্মধরো ব্যাপী বাঙ্ময়ৈকনিধির্বিভুঃ ॥ ১২০ ॥ বর্ণাশ্রমগুরুর্বর্ণো বরদো বায়ুবাহনঃ। বিশ্বকর্ম্মা বিনীতাত্মা দেশশাস্ত্রার্থ তত্ত্ববিৎ ॥ ১২১ ॥ বসুর্বসুমনাঃ পালো বিরামো বিদ্রুমচ্ছবিঃ। বিমোচকশ্চ বিজয়ো বিশিষ্টো বৃষবাহনঃ ॥১২২॥ বিশ্বেশো বিবধো বাদী বেদাঙ্গো বেদবিন্ময়ঃ। বিশ্বেশ্বরো বীর-ভদ্রো বীরাসনবিধির্বিরাট্ ॥ ১২৩ ॥ ব্যবসায়ো ব্যবস্থানো বীরচূড়ামণির্বিরাট্। বালখিল্যো বিশ্বদেহো বিরামো বসু-দো বসুঃ ॥ ১২৪ ॥ বিবেচনো বেদবেদ্যো বেদো বাচস্পতি-র্বশী। বিদ্বত্তমো বিত্তময়ো বিশ্রুতির্বিমলোদয়ঃ ॥ ১২৫ ॥ বৈবস্বতো বশিষ্ঠশ্চ বিভূতির্বিগতজ্বরঃ। বিশ্বহর্ত্তা বিশ্বমোদী বিশ্বামিত্রো দ্বিজেশ্বরঃ ॥ ১২৬ ॥ বীরোৎপত্তির্বিশ্বসহো বিশ্বা-বাসো বসুশ্রবাঃ। বজ্রহস্তো বজ্ররূপো বিপাকো বিশ্বকারকঃ ॥ ১২৭ ॥ বৃহদশ্বো ব্যালকল্পো বিশল্যো লোকশল্যকৃৎ। বিরূপো বিকৃতো বেগী বিরিঞ্চির্বিষ্টরশ্রবাঃ ॥ ১২৮ ॥ অব্যক্ত-লক্ষণোহব্যক্তো ব্যক্তো বৈশ্যো বিশাংপতিঃ। বিবুধাগ্রসরো বেদো বিশ্বগর্ভো বিচক্ষণঃ ॥ ১২৯ ॥ বিষমাক্ষো বিলোমাক্ষো বৃষদো বৃষবর্দ্ধনঃ। বিবিক্তদো বসন্তশ্চ বিবস্বান্ বিতমস্তমঃ ॥ ১৩০ ॥ বেদবেদ্যো বিশ্বরূপো বিবিক্তো বিশ্বভাজনঃ। বিষয়স্থো বিবিক্তস্থো বিদ্যারাশিঃ পতিপ্রিয়ঃ ॥ ১৩১ ॥ শিবঃ শর্বঃ সদাচারঃ. শম্ভুরীশান ঈশ্বরঃ। শ্রুতিধর্মোক্তসংবাদী সহ-

ত্র্যক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ১৩২ ॥ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদেবশ্চ শঙ্করঃ শূল-ধারকঃ। শুচিরাশিঃ স্কন্দগুরুঃ শ্রীকণ্ঠঃ সূর্য্যতাপনঃ ॥১৩৩॥

ঈশাননিলয়ঃ স্বস্তী সামবেদস্বরার্থবিৎ। বাগ্নিঃ স্বনীতিঃ শুদ্ধাত্মা সোমঃ সোমতরঃ সুখী ॥ ১৩৪ ॥ সদাশিবঃ সমাবৃত্তঃ সুকীর্ত্তিশ্ছিন্নসংশয়ঃ। সর্ব্বকামী সদাবাসঃ সর্ব্বায়ুধবিশা-রদঃ ॥ ১৩৫ ॥ সুলভঃ সূদনঃ শুদ্ধঃ শুভাংশুঃ শূদ্র-বিগ্রহঃ। সুবর্ণঃ স্বাশ্রয়ঃ শক্রঃ শক্রজিচ্ছত্রুতাপনঃ ॥ ১৩৬ ॥ শনিঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বলোকপ্রজাপতিঃ। সিদ্ধঃ সর্ব্বে-শ্বরঃ স্বস্তি স্বস্তিকৃৎ স্বতিভূঃ স্বধা ॥ ১৩৭ ॥

বসুর্ব্বসুমনাঃ সত্যং সর্ব্বপাপহরো হরঃ। সর্ব্বাদিঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিঃ সর্ব্বাবাসশ্চতুষ্পথঃ ॥ ১৩৮॥ সংবৎসরকরঃ শ্রীমান্ শান্তঃ সংবৎসরঃ শিশুঃ। স্পষ্টাক্ষরঃ সর্ব্বহারী সংগ্রামঃ সংগমঃ প্লবঃ ॥ ১৩৯ ॥ ইষ্টো বিশিষ্টঃ শিষ্টেষ্টঃ সুলভঃ সুলভায়নঃ। সুব্রহ্মণ্যঃ সুরগণঃ সুশরণ্যঃ সুধাপতিঃ ॥ ১৪০ ॥ শরণ্যঃ শাশ্বতঃ স্কন্দঃ শিপিবিষ্টঃ শিবাশ্রয়ঃ। সংসারচক্রভৃৎ সারঃ শঙ্করঃ সর্ব্বসাধকঃ ॥ ১৪১ ॥ অস্ত্রং শস্ত্রং সপ্তগণঃ সবিতা সকলাগমঃ। সুবীরঃ সপ্তদো বীরঃ ষড়্বিংশঃ সর্ব্বলোক-ধৃক্ ॥ ১৪২ ॥ সম্রাট্ সুসেনঃ শক্রঘ্নঃ সুরশক্রঃ শুভোদয়ঃ। সমর্থঃ সুগমঃ শুক্রঃ সদ্যোগা সরসন্ময়ঃ ॥ ১৪৩ ॥ শাস্ত্রনেত্রং সুখশশ্রুঃ স্বধিষ্ঠানষড়াশ্রয়ঃ। প্রাংশুঃ সপ্তপতির্বৃদ্ধঃ শমনঃ শিখিসারথিঃ ॥ ১৪৪ ॥ সুপ্রতীকঃ সুবৃদ্ধাত্মা সংস্পৃষ্টঃ সুখবাঙ্-নিধিঃ। সুখানিলঃ সুসম্পন্নঃ সুরভিঃ শিশিরাত্মকঃ ॥১৪৫॥ সর্ব্বদেবময়ঃ শৈলঃ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রভঞ্জনঃ। শিবালয়ঃ সূর্য্যরূপঃ সহস্রসুখনাশকঃ। সহস্রবাহুঃ সর্ব্বেশঃ শারমঃ সর্ব্বলোক-

ধৃক্ ॥ ১৪৬ ॥ ইত্যংশঃ সুরসেব্যাশঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ। শিবধ্যাননিরতঃ শ্রীমান্ শিখী শ্রীচণ্ডিকাধিপঃ ॥ ১৪৭ ॥ শ্মশাননিলয়ঃ সেতুঃ সর্ব্বদেবো মহেশ্বরঃ। সুবিষ্টভীঃ সুরারাধ্যঃ সুকুমারঃ সুলোচনঃ ॥ ১৪৮ ॥ সকলঃ সুমতঃ স্বর্ম স্বর্মস্বং রমথঃ স্বনঃ। সামগঃ সকলাধারঃ সামগানপ্রিয়ঃ শুচিঃ ॥ ১৪৯ ॥ সঙ্গতিঃ সৎকৃতঃ শাস্তঃ সভূমিঃ সৎপরায়ণঃ। শ্রীবল্লভঃ শিবারম্ভঃ শান্তভদ্রঃ সমংজয়ঃ ॥ ১৫০ ॥ সত্যবাক্ সাত্ত্বিকঃ সত্যঃ সর্ব্বজিচ্ছ্রুতিসাগরঃ।

সহস্রার্চ্চিঃ সদাজিষ্ণুঃ সপ্তাম্বরঃ স্বনেশ্বরঃ ॥ ১৫১॥ সংহারকারণঃ শুদ্ধঃ শত্রুঘ্নঃ স্বর্ণদায়কঃ। সুরেশঃ শরণং শর্ম সর্ব্বো দেবঃ সতাংগতিঃ ॥ ১৫২ ॥ সংবৃতো সংবৃতঃ শিল্পী সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিস্বর্ণদঃ। শান্তবুদ্ধিঃ শুদ্ধবুদ্ধিঃ স্তব্যঃ স্তোতা স্তবপ্রিয়ঃ ॥ ১৫৩ ॥ রসজ্ঞঃ স্বর্ণরূপশ্চ শুদ্ধিরাট্ শুদ্ধিমান্ বষট্। স্থূলঃ সূক্ষ্মঃ সহস্রার্কপ্রকাশঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ১৫৪ ॥ সারমেয়ানুগঃ শম্ভুঃ প্রেতবাহঃ সহস্রকৃৎ। গ্রহাত্মকো রুদ্ররূপো বস্বষ্টস্বর্ণকৃদ্বশী ॥ ১৫৫ ॥ আদিত্যঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বাগ্র্যঃ স্বর্ণসিদ্ধিদঃ। সদারুষ্টঃ স্বর্ণদাতা ঘুর্ঘুরো রক্তলোচনঃ ॥ ১৫৬ ॥ পাদুকাসিদ্ধিদঃ পাতঃ পারুষ্যাবিনিষূদনঃ। অষ্টসিদ্ধির্ম্মহাসিদ্ধিঃ সুপ্রসিদ্ধিশ্চ স্বর্ণদঃ ॥ ১৫৭ ॥ ভূতবেতালঘাতী চ বেতালানুচরো রবিঃ। কালঃ কালাগ্নিরুদ্রশ্রীঃ স্বর্ণাকর্ষণভৈরবঃ ॥ ১৫৮ ॥ কালমালঃ কলামালস্ত্র্যম্বকস্ত্রিপুরান্তকঃ। সর্ব্বাভিচারহন্তা চ পরকৃত্যনিষূদনঃ ॥ ১৫৯ ॥ মন্ত্রমালী সর্পমালী স্বর্ণাকর্ষণ-ভৈরবঃ। শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রীলঃ শ্রীনিবাসঃ সদাশিবঃ ॥ ১৬০ ॥ শ্রীমন্তঃ শ্রীস্বরূপাকৃৎ শ্রীহরো দুর্মুখঃ

শিবঃ। শ্রীশান্তঃ শ্রীবরাহশ্চ শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়াংবরঃ ॥ ১৬১ ॥ স্বর্ণদঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধো ভক্তানাং স্বর্ণদায়কঃ ॥ ১৬২ ॥

নাম্নাং সহস্রং স্বর্ণস্য ভৈরবস্য মহাত্মনঃ। ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং স্বর্ণদায়কম্ ॥ ১৬৩ ॥ ভৈরবস্য বরারোহে বরং নাম সমস্রকং। পঠেদ্বা পাঠয়েদ্যস্তু শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্বিদ্বান্ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনম্ ॥ ১৬৪ ॥ সর্ব্বাণ্যেতস্য পাদাগ্রে লুঠন্তি ধরণীতলে। এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালমথবা নিশি ॥ ১৬৫ ॥ পঠেদ্যঃ প্রযতাহারঃ সর্ব্বসিদ্ধিং স বিন্দতি। পূতিকামো ভূতিকামঃ ষণ্মাসং চ জপেৎ সুধীঃ ॥ ১৬৬ ॥ অথ শত্রুবিনাশার্থং জপেৎ ত্রিরাত্রমুত্তমং। মাসত্রয়েণ সর্ব্বেষাং রিপূণা-মস্তকোভবেৎ ॥ ১৬৭ ॥ মাসত্রয়ং জপেদ্দেবি ভৃশং নিশ্চলমানসঃ। ধনং পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬৮ ॥ মহা-

---

অথ সহস্রনাম পাঠের ফল। হে দেবি আমি তোমাকে মহাত্মা স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের স্বর্ণদায়ক সহস্রনাম বলিলাম। এক্ষণে রহস্য শ্রবণ কর ॥ ১৬৩ ॥ যে ব্যক্তি এই সহস্রনাম একমনে পাঠ করে বা করায় বা শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্ব দুঃখ এবং পাপ নাশ হয় ॥ ১৬৪ ॥ সর্ব্বপ্রকার ধনরত্ন তাহার পায়ের সামনে মাটিতে গড়াগড়ি যায়। যে ব্যক্তি আহারের নিয়ম পূর্ব্বক এই স্তোত্র ছয়মাস একসন্ধ্যা, দ্বিসন্ধ্যা, কিম্বা ত্রিসন্ধ্যা অথবা রাত্রিতে পাঠ করে, তাহার সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ১৬৫ । ১৬৬ ॥ শত্রুবিনাশার্থে রাত্রির প্রথমে, মধ্যে এবং শেষে পাঠ করিবে। তিন মাস এইরূপ করিলে শত্রু-নাশ হয় ॥ ১৬৭ ॥ তিন মাস একচিত্তে উত্তমরূপে পাঠ করিলে নিশ্চয় ধন স্ত্রী পুত্র লাভ হয় ॥ ১৬৮ ॥ কারাগার হইতে মুক্ত হয়, এবং

কারাগৃহে বদ্ধঃ পিশাচৈর্যো নিবারিতঃ। শতমাবর্ত্তনাদ্বাপি পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ১৬৯ ॥ স্বপ্নে শ্রীভৈরবঃ সাক্ষাদভক্তানাং বরপ্রদঃ। যং যং কাময়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥ ১৭০ ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ। সর্ব্বকামপ্রদো দেবি ভৈরবঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥ ১৭১ ॥ সৎকুলীনায় শান্তায় মৃদবে সত্যবাদিনে। স্তোত্র-দানাৎ সংপ্রহৃষ্টো ভৈরবোঽভূন্মহেশ্বরঃ ॥ ১৭২ ॥

ইতি রুদ্রযামলে তন্ত্রে উমামহেশ্বর সংবাদে স্বর্ণাকর্ষণ-ভৈরব সহস্রনাম স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥ শুভমস্তু।

ভূতাবেশ নিবারিত হয়। বিধিপূর্ব্বক এই স্তোত্র একশত বার পাঠ করিলে ইহার পুরশ্চরণ হয় ॥ ১৬৯ ॥ ভৈরব ভক্তগণের স্বপ্নাবস্থায় তাহাদিগকে দর্শন এবং অভিলষিত বর দেন ॥ ইহা সত্য, পুনঃ পুনঃ বলিতেছি ইহা সত্য ॥ ১৭০। ১৭১ ॥ সৎকুলীন, শান্ত, মৃদুস্বভাব, এবং সত্যবাদীকে এই স্তোত্র দিলে ভৈরব তুষ্ট, অন্যথা রুষ্ট হন ॥ ১৭২ ॥

ইতি রুদ্রযামল তন্ত্রে উমামহেশ্বর-সংবাদে স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের সহস্রনাম স্তোত্র সমাপ্ত ॥

অথ স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরব স্তোত্রম্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ ভগবন্ প্রমথাধীশ শিবতুল্যপরাক্রম। পূর্ব্বমুক্তস্ত্বয়া মন্ত্রো ভৈরবস্য মহাত্মনঃ॥ ১॥ ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি তস্য স্তোত্রমনুত্তমং। তৎ কেনোক্তং পুরা স্তোত্রং পঠনাত্তস্য কিং ফলম্॥ ২॥ তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি মে নন্দিকেশ্বর॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ॥ ইদং ব্রহ্মন্ মহাভাগ লোকানামুপকারকং॥ ৩॥ স্তোত্রং বটুকনাথস্য দুর্লভং ভুবনত্রয়ে। সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়কং॥ ৪॥ দারিদ্র্যনাশনং পুংসামাপদামপহারকং। অষ্টৈশ্বর্য্যপ্রদং নৃণাং পরাজয়বিনাশনং॥ ৫॥ মহাকীর্ত্তিপ্রদং নিত্যমপকীর্ত্তিপ্রণাশনং। মহাকান্তিপ্রদং পুংসামসৌন্দর্য্যবিনা-

---

মার্কণ্ডেয় বলিলেন। হে ভগবন্ নন্দিকেশ্বর! আপনার শিবের তুল্য পরাক্রম। আপনি পূর্ব্বে মহাত্মা স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের মন্ত্র বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি তাঁহার স্তোত্র শুনিতে ইচ্ছা করি। তাহা প্রথমে কে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহা পাঠ করিলে কি ফল হয়, তাহাও আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাকে বলুন। নন্দী বলিলেন। হে ব্রহ্মন্ (মার্কণ্ডেয়)! লোকদিগের উপকারক বটুকনাথের অর্থাৎ স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের এই স্তোত্র ত্রিভুবনে দুর্লভ। ইহা দ্বারা সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, এবং সকল রকম সম্পদ হয়॥ ১—৪॥

দারিদ্র্য এবং আপদ দূর হয়। অষ্ট ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ অণিমা গরিমা ইত্যাদি দর্শনশাস্ত্রোক্ত আট রকম ঐশী শক্তি হয়। সর্ব্বত্র জয় হয়॥ ৫॥ অকীর্ত্তি নষ্ট হইয়া কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয়। অসৌন্দর্য্য গিয়া

শনং ॥ ৬ ॥ খড়্গাদ্যষ্টমহাসিদ্ধিপ্রদায়কমনুত্তমং। ভুক্তি-মুক্তিপ্রদং স্তোত্রং ভৈরবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭ ॥ ন বক্তব্যং নিরাচারপুত্রাণামপি সর্ব্বথা। শুচয়ে গুরুভক্তায় শুচয়েঽপি তপস্বিনে ॥ ৮ ॥ মহাভৈরবভক্তায় সেবিনে নির্ধনায় চ। নিজভক্তায় বক্তব্যম্ অন্যথা শাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥ স্তোত্রমেতদ্ভৈরবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মনঃ। শৃণুষ্বাবহিতো ব্রহ্মন্ সর্ব্বকামপ্রদায়কং ॥ ১০ ॥ ওঁ অস্য শ্রীস্বর্ণাকর্ষণ ভৈরব স্তোত্রমন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীস্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবো দেবতা হ্রীঁ বীজং ক্লীঁ শক্তিঃ সঃ কীলকং মম সর্ব্বকামসিদ্ধয়ে জপে পাঠে বা বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ নমস্তেঽস্তু ভৈরবায় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মনে ॥ ১১ ॥ নমস্ত্রৈলোক্যবন্দ্যায় বরদায়

সৌন্দর্য্য হয় ॥৬॥ খড়্গাদি অষ্টসিদ্ধি এবং ভোগ ও মুক্তি উভয়ই হয়। পুত্র হইলেও যদি তাহারা আচারভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে অন্যের কথা দূরে থাক তাহাদিগকেও কদাচ এই স্তোত্র দেওয়া উচিত নয়। শুদ্ধাচারী গুরুভক্তকে, তপস্বীকে, শিবের ভক্তকে, ব্রাহ্মণ গুরু এবং দেবতার সেবাকারীকে, দুঃখীকে এবং নিজের ভক্তকে এই স্তোত্র দিবে। এই সকল লোক ব্যতিরিক্ত অন্য কাহাকেও দিলে শিবের শাপ লাগিবে ॥ ৭—৯ ॥

হে ব্রহ্মন্ (মার্কণ্ডেয়)! ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবের স্বরূপ ভৈরবের এই স্তোত্র মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥ স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের এই স্তোত্রমন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরব দেবতা, হ্রীঁ বীজ, ক্লীঁ শক্তি, সঃ কীলক, সকল কার্য্য সিদ্ধির জন্য জপে বা পাঠে প্রয়োজন ॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক ভৈরবকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

পরাত্মনে। রত্নসিংহাসনস্থায় দিব্যাভরণশোভিনে ॥ ১২ ॥ দিব্যমাল্যবিভূষায় নমস্তে দিব্যমূর্ত্তয়ে। নমস্তেঽনেকহস্তায় অনেকশিরসে নমঃ ॥ নমস্তেঽনেকনেত্রায় অনেকবিভবে নমঃ ॥ ১৩ ॥ নমস্তেঽনেককণ্ঠায় অনেকাংসায় তে নমঃ। নমো-ঽস্ত্বনেকপার্শ্বায় অনেকাদিত্যতেজসে ॥ ১৪ ॥

অনেকায়ুধযুক্তায় অনেকসুরসেবিনে। অনেকগুণযুক্তায় মহাদেবায় তে নমঃ ॥ ১৫ ॥ নমো দারিদ্র্যকালায় মহাসম্পৎ-প্রদায়িনে। শ্রীভৈরবীসংযুতায় ত্রিলোকীশায় তে নমঃ ॥ ১৬ ॥ দিগম্বর নমস্তুভ্যং দিগীশায় নমো নমঃ। নমোঽস্তু দৈত্যকালায় পাপকালায় তে নমঃ ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বজ্ঞায় নমস্তুভ্যং নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। অজিতায় নমস্তুভ্যং জিতামিত্রায় তে নমঃ ॥ ১৮ ॥ নমস্তে রুদ্রপুত্রায় গণনাথায় তে নমঃ। নমস্তে

ত্রিভুবনের বন্দনীয় বরদাতা পরমাত্মা রত্নসিংহাসনস্থ এবং উত্তম অলঙ্কার দ্বারা শোভিত ভৈরবকে নমস্কার ॥ ১২ ॥ আপনি উত্তম মালা ধারণ করিয়া আছেন, আপনার উত্তম মূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার। আপনার অনেক হস্ত মস্তক চক্ষু এবং ঐশ্বর্য্য, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥ আপনার অনেক কণ্ঠ স্কন্ধ ও পার্শ্ব এবং অনেক সূর্য্যের তেজ, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥ আপনার অনেক অস্ত্র, অনেক গুণ, অনেক দেবগণ আপনার সেবা করেন, আপনি মহাদেব, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥ আপনি দারিদ্র্য গ্রাস করেন, প্রচুর সম্পত্তি দান করেন, আপনি ভৈরবীর সহিত সংযুক্ত এবং ত্রিভুবনের ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥ দিক আপনার বস্ত্র, আপনি দিকের ঈশ্বর, দৈত্যদিগের এবং পাপের অন্তক, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার দিব্য চক্ষু, আপনি অজিত এবং জিতামিত্র,

বীরবীরায় মহাবীরায় তে নমঃ ॥১৯॥ নমোঽস্ত্বনন্তবীর্য্যায় মহা-ঘোরায় তে নমঃ। নমস্তে ঘোরঘোরায় বিশ্বঘোরায় তে নমঃ ॥২০॥ নম উগ্রায় শান্তায় ভক্তানাং শান্তিদায়িনে। গুরবে সর্ব্বলোকানাং নমঃ প্রণবরূপিণে ॥২১॥ নমস্তে বাগ্‌ভবাখ্যায় দীর্ঘকামায় তে নমঃ। নমস্তে কামরাজায় য়োষিৎকামায় তে নমঃ ॥২২॥

দীর্ঘমায়াস্বরূপায় মহামায়ায় তে নমঃ। সৃষ্টিমায়াস্বরূ-পায় বিসর্গসমমায়িনে ॥২৩॥ রুদ্রলোকসুপূজ্যায় আপদু-দ্ধারণায় চ। নমো যামলবদ্ধায় সুবর্ণকর্ষণায় তে ॥২৪॥ নমো নমো ভৈরবায় মহাদারিদ্র্যনাশিনে। উন্মূলনে কর্ম্মঠায় অলক্ষ্ম্যাঃ সর্ব্বদা নমঃ ॥২৫॥ নমো লোকত্রয়েশায় স্বানন্দনিহিতায় তে। নমঃ শ্রীবীজরূপায় সর্ব্বকামপ্রদা-

---

আপনাকে নমস্কার ॥ ১৮॥ আপনি রুদ্রের পুত্র, শিবের অনুচর-বর্গের প্রভু, বীরের বীর, মহাবীর, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥ আপ-নার অনন্তবীর্য্য, আপনি মহাঘোর, ঘোরের ঘোর, বিশ্বঘোর, আপনাকে নমস্কার ॥ ২০ ॥

আপনি উগ্র, শান্ত, ও ভক্তদিগের শান্তিদাতা, সর্ব্বলোকের গুরু এবং প্রণবরূপী, আপনাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ আপনি বাগ্‌ভব, দীর্ঘকাম, কামরাজ ও যোষিৎকাম, আপনাকে নমস্কার ॥ ২২ ॥ আপনি ক্লীঁ হ্রীঁ সং বং স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥ আপনি রুদ্রলোকে পূজ্য, আপদ হইতে উদ্ধার কর্ত্তা, যামলবদ্ধ, সুবর্ণের আকর্ষক, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৪ ॥ আপনি ভৈরব, মহাদারিদ্র্যনাশক, অলক্ষ্মীর উন্মূলনকরণে কার্য্যদক্ষ, আপনাকে সর্ব্বদা নমস্কার ॥ ২৫ ॥ আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, আত্মানন্দে নিরত আছেন। আপনি

য়িনে ॥ ২৬॥ নমো মহাভৈরবায় শ্রীভৈরব নমো নমঃ। ধনাধ্যক্ষ নমস্তুভ্যং শরণ্যায় নমো নমঃ ॥ ২৭ ॥ নমঃ প্রসন্নরূপায় আদিদেবায় তে নমঃ। নমস্তে মন্ত্ররূপায় নমস্তে রত্নরূপিণে ॥ ২৮ ॥ নমস্তে স্বর্ণরূপায় সুবর্ণায় নমো নমঃ। নমঃ সুবর্ণবর্ণায় মহাপুণ্যায় তে নমঃ ॥ ২৯ ॥ নমঃ শুদ্ধায় বুদ্ধায় নমঃ সংসারতারিণে। নমো দেবায় গুহ্যায় প্রবলায় নমো নমঃ ॥ ৩০ ॥ নমস্তে বলরূপায় পরেষাং বলনাশিনে। নমস্তে স্বর্গসংস্থায় নমো ভূর্লোকবাসিনে ॥ ৩১ ॥ নমঃ পাতালবাসায় অনাধারায় তে নমঃ। নমো নমঃস্তবাস্তায় অনন্তায় নমো নমঃ ॥ ৩২ ॥ দ্বিভুজায় নমস্তুভ্যং ভুজত্রয়-সুশোভিনে। নমোঽণিমাদিসিদ্ধায় স্বর্ণহস্তায় তে নমঃ ॥ ৩৩ ॥ পূর্ণচন্দ্রপ্রতীকাশ-বদনাম্ভোজশোভিনে। নমস্তে স্বর্ণরূপায় স্বর্ণা-

---

লক্ষ্মীর বীজস্বরূপ সকল অভিলাষ পূর্ণ করেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥ আপনি ভৈরব মহাভৈরব ধনাধ্যক্ষ শরণ্য, আপনাকে বারম্বার নমস্কার ॥ ২৭ ॥ আপনি সন্তুষ্টচিত্ত আদিদেব, মন্ত্র এবং রত্নের স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৮ ॥ আপনি স্বর্ণের আকর, সুবর্ণবর্ণ, মহাপুণ্যবান্, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥ আপনি শুদ্ধবুদ্ধি, সংসারের ত্রাণকর্ত্তা, গুহ্য ও প্রবল দেব, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০ ॥ আপনি শক্তিমান্, অন্যের বল নাশ করেন, স্বর্গে অধিষ্ঠান এবং ভূলোকে বাস করেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥ আপনি পাতালবাসী অনাধার অনন্ত। স্তবই আপনার অবয়ব, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩২ ॥ আপনার দুই হস্ত। ত্রিভুজ অর্থাৎ আপনি ত্রিকোণ যন্ত্রে শোভান্বিত। আপনি অণিমাদি সিদ্ধ; আপনার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা-পূর্ণ পাত্র, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আপনার মুখকমল কান্তিযুক্ত।

লঙ্কারশোভিনে ॥ ৩৪ ॥ নমঃ স্বর্ণাকর্ষণায় স্বর্ণাভায় নমো নমঃ। নমস্তে স্বর্ণকণ্ঠায় স্বর্ণাভাম্বরধারিণে ॥ ৩৫ ॥ স্বর্ণ-সিংহাসনস্থায় স্বর্ণপাদায় তে নমঃ। নমঃ স্বর্ণাভপার্শ্বায় স্বর্ণ-কাঞ্চী-সুশোভিনে ॥৩৬॥ নমস্তে স্বর্ণজঙ্ঘায় ভক্তকামদুঘাত্মনে। নমস্তে স্বর্ণভক্তানাং কল্পবৃক্ষস্বরূপিণে ॥ ৩৭ ॥ চিন্তামণিস্বরূ-পায় নমো ব্রহ্মাদিসেবিনে। কল্পদ্রুমাধঃ সংস্থায় বহুস্বর্ণ-প্রদায়িনে ॥ ৩৮ ॥ ভয়কালায় ভক্তানাং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা-য়িনে। নমো হেমাকর্ষণাখ্য-ভৈরবায় নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥ স্তবেনানেন সন্তুষ্টো ভব লোকেশ ভৈরব। পশ্য মাং করুণা-বিষ্টঃ শরণাগতবৎসল ॥ ৪০ ॥ শ্রীভৈরব ধনাধ্যক্ষ শরণং ত্বাং ভজাম্যহং। প্রসীদ সকলান্ কামান্ প্রযচ্ছ মম সর্ব্বদা ॥৪১॥

আপনি স্বর্ণাবয়ব এবং স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা শোভান্বিত, আপনাকে নমস্কার ॥৩৪॥ স্বর্ণাভ, স্বর্ণকণ্ঠ, স্বর্ণাম্বর ধারী স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবকে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥ আপনি স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট, চরণে ও পার্শ্বে স্বর্ণের আভা-বিশিষ্ট এবং সুবর্ণের চন্দ্রহার দ্বারা সুশোভিত, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥ স্বর্ণের ন্যায় আপনার জঙ্ঘা, আপনি ভক্তদিগের কামধেনু, এবং স্বর্ণের ভক্তদিগের কল্পবৃক্ষস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥ আপনি চিন্তামণিস্বরূপ, ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবগণ আপনার আরাধনা করেন, আপনি কল্পবৃক্ষের মূলে অধিষ্ঠিত, এবং বহুস্বর্ণ প্রদান করেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৮ ॥

ভয়ের অন্তক, ও ভক্তদিগের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবকে নমস্কার ॥ ৩৯ ॥ হে লোকেশ্বর ভৈরব এই স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট হও। হে ভক্তবৎসল কৃপাদৃষ্টিতে আমাকে দেখ ॥ ৪০ ॥ হে ধনের অধিপতি ভৈরব আমি তোমার শরণ লইলাম এবং তোমাকে ভজনা

ময়া শ্রীভৈরবস্যেদং স্তোত্রমুক্তং সুদুর্লভং। মন্ত্রাত্মকং মহা-পুণ্যং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্ ॥ ৪২ ॥ যঃ পঠেন্নিত্যমেকাগ্রং পাতকৈঃ স বিমুচ্যতে। লভতে চ মতিং লক্ষ্মীমষ্টৈশ্বর্য্যাণ্য-বাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩ ॥ চিন্তামণিমবাপ্নোতি ধেনুং কল্পতরুং ধ্রুবং। স্বর্ণরাশিমবাপ্নোতি শীঘ্রমেব স মানবঃ ॥ ৪৪ ॥ সন্ধ্যায়াং যঃ পঠেৎ স্তোত্রং দশাবৃত্ত্যা নরোত্তমঃ। স্বপ্নে শ্রীভৈরবস্তস্য সাক্ষাদ্ভূত্বা জগদ্গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥ স্বর্ণরাশিং দদাত্যেব তৎক্ষণং নাস্তি সংশয়ঃ। সর্বদা যঃ পঠেৎ স্তোত্রং ভৈরবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥ লোকত্রয়ীং বশীকুর্য্যাদচলাং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ। ন ভয়ং লভতে ক্বাপি বিঘ্নভূতাদিসম্ভবং ॥ ৪৭ ॥ ম্রিয়ন্তে শত্রবো ঽবশ্যমলক্ষ্মীনাশমাপ্নুয়াৎ। অক্ষয়ং লভতে সৌখ্যং সর্বদা মানবোত্তমঃ ॥৪৮॥ অষ্টপঞ্চাশদর্ণাঢ্যো মন্ত্ররাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

করি। আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং সর্ব্বদা আমার সকল অভি-লাষ পূর্ণ কর ॥ ৪১ ॥ শ্রীভৈরবের এই অতি দুর্লভ মন্ত্রাত্মক মহাপুণ্য এবং সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়ক স্তোত্র কথিত হইল ॥ ৪২ ॥ যে ইহা নিত্য একাগ্রচিত্তে পাঠ করে, সে পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং সুমতি, লক্ষ্মী ও অষ্টৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় ॥৪৩॥ আরও সে মনুষ্য শীঘ্র চিন্তামণি, ধেনু কল্পতরু এবং স্বর্ণরাশি নিশ্চয় লাভ করে ॥ ৪৪ ॥ যে ব্যক্তি এই স্তোত্র সন্ধ্যার সময়ে দশবার পাঠ করে, ভৈরব স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিয়া, স্বর্ণরাশি দিয়া যান্। যে সর্ব্বদা মহাত্মা ভৈরবের স্তোত্র পাঠ করিবে ত্রিভুবন তাহার বশীভূত হয়, লক্ষ্মী অচলা হন এবং সে কোথাও বিঘ্ন ও ভূতপ্রেতাদিসম্ভূত ভয় পায় না ॥ ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ ॥

অবশ্য তাহার শত্রুদিগের মৃত্যু হয়, অলক্ষ্মী যায়, এবং সে সর্ব্বদা অশেষ সুখভোগ করে ॥ ৪৮ ॥ যে এই স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবের ৫৮ অক্ষরী

দারিদ্র্যদুঃখশমনঃ স্বর্ণাকর্ষণকারকঃ ॥৪৯॥ য এনং সংজপেদ্ধী-মান্ স্তোত্রং বা প্রপঠেৎ সদা। মহাভৈরবসাযুজ্যং সোঽ-ন্তকালে লভেদ্ধ্রুবং ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরব স্তোত্রং
সম্পূর্ণম্ ॥ শুভমস্তু ॥

অথ দারিদ্রদহনস্তোত্রপ্রারম্ভঃ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়, কর্ণা-মৃতায় শশিশেখরধারণায়। কর্পূরকান্তিধবলায় জটাধরায়, দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥ গৌরীপ্রিয়ায় রজনীশ-কলাধরায়, কালান্তকায় ভুজগাধিপকঙ্কণায় ॥ গঙ্গাধরায়

মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করে কিম্বা এই স্তোত্র সর্ব্বদা পাঠ করে, তাহার দারিদ্র্য দুঃখ থাকে না এবং সে পরকালে ভৈরবের সাযুজ্যরূপ মুক্তি পায় ॥ ৪৯। ৫০ ॥

ইতি রুদ্রযামলে স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরব স্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

যিনি জগতের ঈশ্বর, নরকরূপ সমুদ্র হইতে রক্ষা করেন, কপালে চন্দ্রের কলা অর্থাৎ অংশ ধারণ করেন, যাঁহার কর্পূরের ন্যায় ধবল কান্তি, যিনি মস্তকে জটা ধারণ করেন, যিনি দারিদ্রদুঃখ দহন করেন, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১ ॥ যিনি গৌরীর প্রিয়, শশাঙ্ক-শেখর, কালান্তক অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাবিষ্ণ্বাদি সমস্ত জগৎ যাঁহাতে লীন হয়, সর্পরাজ যাঁহার হস্তের কঙ্কণ, যিনি গঙ্গাকে

গজরাজবিমর্দ্দনায়, দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥ ভক্তিপ্রিয়ায় ভবরোগভয়াপহায়, উগ্রায় দুর্গভবসাগরতারণায়। জ্যোতির্ম্ময়ায় গুণনামসুনৃত্যকায়, দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৩॥ চর্ম্মাম্বরায় শবভস্মবিলেপনায়, ভালেক্ষণায় মণিকুণ্ডলমণ্ডিতায়। মঞ্জীরপাদযুগলায় জটাধরায়, দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥ পঞ্চাননায় ফণিরাজবিভূষণায়, হেমাংশুকায় ভুবনত্রয়বন্দিতায়। আনন্দভূমিবরদায় তমোময়ায়, দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥ ভানুপ্রিয়ায় ভবসাগরতারণায়, কালান্তকায় কমলাসনপূজিতায়। নেত্রত্রয়ায় শুভলক্ষণলক্ষিতায়, দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥ রামপ্রিয়ায় রঘুনাথবরপ্রদায়, নামপ্রিয়ায় নরকার্ণবতারণায়। পুণ্যেষু পুণ্যভরিতায় সুরার্চিতায়,

---

জটার মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন, গজেন্দ্রকে মর্দ্দন করিয়াছিলেন ॥২ ॥ যিনি ভক্তিপ্রিয়, ভবে বারম্বার আসা যাওয়ারূপ রোগ হইতে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর ক্লেশ হইতে যিনি মুক্ত করেন, যিনি উগ্র, দুঃখে গমনীয় ভবসাগরের যিনি কাণ্ডারী, যিনি জ্যোতির্ম্ময়, সমুদ্রমন্থনকালে যিনি ডমরু বাজাইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন এবং যাঁহার ডমরু হইতে স্বর ও হল্‌বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ৩॥ চর্ম্ম যাঁহার কাপড়, যিনি শবদাহের ভস্ম মাখেন, ত্রিনেত্র, যাঁহার কর্ণ মণিকুণ্ডলদ্বারা সুশোভিত, চরণযুগল নূপুর দ্বারা সুশোভিত ॥ ৪ ॥ যাঁহার পঞ্চমুখ, ফণিরাজ যাঁহার ভূষণ, চন্দ্রশেখর, ত্রিভুবনের বন্দিত, আনন্দ-ভূমি-বরদাতা, তমোগুণবিশিষ্ট সংহার কর্ত্তা ॥ ৫ ॥ ভানুপ্রিয়, ভবসাগরের কাণ্ডারী, কালান্তক, পদ্মযোনিকর্ত্তৃক পূজিত, সুলক্ষণসম্পন্ন ॥ ৬ ॥ রামের প্রিয় বরদাতা ও নামপ্রিয়, দেবগণের

দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৭ ॥ মুক্তেশ্বরায় ফলদায় গণেশ্বরায়, গীতপ্রিয়ায় বৃষভেশ্বরবাহনায়। মাতঙ্গচর্ম্মবসনায় মহেশ্বরায়, দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥ বশিষ্ঠেন কৃতং স্তোত্রং সর্বরোগনিবারণম্। সর্বসম্পৎকরং শীঘ্রং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম্ ॥ ৯ ॥ ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং স হি স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥ ইতি বশিষ্ঠবিরচিতং দারিদ্রদহন স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

ইতি ভৈরবপঞ্চাঙ্গং সমাপ্তম্।

পূজিত ॥ মুক্তেশ্বর, পাপপুণ্যের ফলদাতা, গণেশ্বর, গীতিপ্রিয়, বৃষভবাহন, মাতঙ্গ-চর্ম্ম-বসন শিবকে নমস্কার ॥ ৭ ৮ ॥ বশিষ্ঠের কৃত সর্ব্বরোগনিবারণকারী সর্ব্বসম্পদপ্রদ পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধিকারী এই স্তোত্র যে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, তাহার স্বর্গলাভ হয় ॥ ৯। ১০ ॥

ইতি বশিষ্ঠ বিরচিত দারিদ্রদহন স্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

ইতি স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরব পঞ্চাঙ্গ সমাপ্ত ॥

অথ সূক্তবিধানম্।

লক্ষ্মীসূক্তম্।

তত্র মাসবিচারঃ। আশ্বিন কার্ত্তিকাগ্রহায়ণ মাঘফাল্গুন বৈশাখশ্রাবণমাসাঃ প্রশস্তাঃ। তত্র প্রতিপদারভ্য দ্বাদশী-পর্য্যন্তং যত্র তিথিবৃদ্ধিহ্রাসৌ ন স্তঃ, তত্রারম্ভো বিধেয়ঃ। ততঃ সিতপ্রতিপদারভ্যাষ্টমীপর্য্যন্তং প্রত্যহং শ্রীসূক্তং পঞ্চ-দশর্চং পঞ্চসপ্ততি ৭৫ সংখ্যং জপেৎ। ততো নবম্যাং দশম্যাঞ্চ সপ্তষষ্টি ৬৭ সংখ্যং জপেৎ। তত একাদশ্যাং ষট্‌ষষ্টি ৬৬ সংখ্যং জপেৎ। এবং দ্বাদশসহস্রসংখ্যাপূর্ত্তির্ভবিষ্যতি।

অথ প্রয়োগঃ। শ্রীঁ নমঃ ইতি ত্রিরাচম্য প্রাণানায়ম্য দেশ-

প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে মাসবিচার। আশ্বিন ॥ ১ ॥ কার্ত্তিক ॥ ২ ॥ অগ্রহায়ণ ॥ ৩ ॥ মাঘ ॥ ৪ ॥ ফাল্গুন ॥ ৫ ॥ বৈশাখ ॥ ৬ ॥ শ্রাবণ ॥ ৭ ॥ এই অনুষ্ঠানে এই সাত মাস প্রশস্ত ॥ দ্বিতীয়তঃ তিথি-বিচার। শুক্লপক্ষের প্রতিপদবধি দ্বাদশী পর্য্যন্ত চন্দ্রের বৃদ্ধি-প্রাপ্তিকাল প্রশস্ত ॥ শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদবধি অষ্টমী পর্য্যন্ত ৮ দিন প্রত্যহ পশ্চাল্লিখিত শ্রীসূক্তের প্রথমাবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত ঋগ্বেদের ১৫টী ঋচা ৭৫ বার জপ করিবে ॥ তৎপরে নবমী ও দশমী এই দুই দিন উক্ত ১৫টী ঋচা প্রত্যহ ৬৭ বার জপ করিবে। তৎপরে একাদশীর দিনে উক্ত ১৫ ঋচা ৬৬ বার জপ করিবে ॥ এইরূপে বার হাজার জপ হইবে যথা—১৫ × ৭৫ × ৮ = ৯০০০ + ১৫ × ৬৭ × ২ = ২০১০ + ১৫ × ৬৬ × ১ = ৯৯০ = ১২০০০ ॥ এক্ষণে প্রয়োগ কার্য্যের রীতি কথিত হইতেছে। যথা—শ্রীঁ নমঃ বলিয়া তিনবার আচমন

কালো সংকীর্ত্ত্যাভীষ্টকামনাসিদ্ধ্যর্থং মহালক্ষ্মী প্রাত্যর্থং পুরশ্চরণাঙ্গত্বেন মন্ত্রন্যাসাদিকং করিষ্যে ইতি সংকল্পঃ। ওঁ হিরণ্যবর্ণামিতিসূক্তস্য পঞ্চদশর্চ্চস্যাদ্যায়াঃ শ্রীঋষিস্ততশ্চতুর্দশানামানন্দকর্দ্দমচিক্লীতেন্দিরাসুতা ঋষয়ঃ, আদ্যাস্ত্রিস্রোঽনুষ্টভঃ চতুর্থী বৃহতী পঞ্চমীষষ্ঠ্যৌ ত্রিষ্টুভৌ ততোষ্টাবনুষ্টুভোঽন্ত্যা প্রস্তারপংক্তী, আদ্যায়াঃ শ্রীরগ্নিশ্চ দেবতে অন্যাসাং শ্রীর্দেবতা, মমাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ক্রমেণ ওঁ হিরণ্যবর্ণামিতি শিরসি। তাম্ম আবহেতি নেত্রয়োঃ। অশ্বপূর্ণামিতি কর্ণয়োঃ। কাংসোস্মিতামিতি নাসিকায়াম্। চন্দ্রাং প্রভাসামিতি মুখে। আদিত্যবর্ণে ইতি গ্রীবায়াং। উপৈতু মাং দেবসখঃ ইতি বাহ্বোঃ। ক্ষুৎপিপাসামিতি হৃদয়ে। গন্ধদ্বারামিতি নাভৌ। মনসঃ কামমিতি গুহ্যে। কার্দ্দমেনেতি

করিয়া প্রাণায়াম করিবে অর্থাৎ শ্রীঁ ১৬ বার অসর্থপক্ষে ৪ বার জপ করিতে ২ পূরক। ৬৪ অথবা ১৬ বার জপ করিতে ২ কুম্ভক। এবং ৩২ বার অথবা ৮ বার জপ করিতে ২ রেচক করিবে। পূরক কুম্ভক রেচকের বিবরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তৎপরে দেশ এবং কাল উল্লেখ করিয়া অভীষ্ট কামনা সিদ্ধির জন্য এবং লক্ষ্মীর প্রীতির জন্য মন্ত্রন্যাসাদি পঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণ অর্থাৎ জপ ॥ ১ ॥ হোম ॥ ৩ ॥ তর্পণ ॥৩॥ অভিষেক ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণাদি ভোজন ॥ ৫ ॥ করিতেছি। এই বলিয়া সংকল্প করিবে ॥

উদাহরণ। ওঁ তৎসদদ্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয় প্রহরার্দ্ধে শ্বেতবরাহকল্পে জম্বুদ্বীপে ভরতখণ্ডে হ্যার্য্যাবর্ত্তৈকদেশান্তরগতে কলিযুগে কলিপ্রথমচরণে পুণ্যক্ষেত্রেঽমুকসংবৎসরেঽমুকর্ত্তাবমুকে মাস্যমুকপক্ষে ঽকমুবাসরে ঽমুকনক্ষত্রে ঽমুকযোগে ঽমুককরণে ঽমুকামুকরাশিস্থ-

গুদে। আপঃ সৃজন্ত্বিতি ঊর্বোঃ। আর্দ্রাং পুষ্করিণীমিতি জানুনোঃ। আর্দ্রাং যষ্করিণীমিতি জঙ্ঘয়োঃ। তাম্ম আবহেতি পাদয়োঃ। যা লক্ষ্মীঃ সিন্ধুসংভূতেতি ত্রিধা ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। প্রণবেন ত্রিঃ করৌ সংমার্জ্য ওঁ হিরণ্ময্যৈ নমোঽঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ চন্দ্রায়ৈ নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ রজতস্রজায়ৈ নমো মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হিরণ্যস্রজায়ৈ নমোঽনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ হিরণ্যাক্ষায়ৈ নমঃ কনিষ্ঠিকাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হিরণ্যবর্ণায়ৈ নমঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

রাব্যদিগ্রহস্থিত বেলায়ামমুকগোত্রোৎপন্নামুক শর্ম্মা জন্মলগ্নাৎ বর্ষলগ্নাদ্গোচরাদমুকামুক স্থানস্থিত সূর্য্যাদিগ্রহ তজ্জনিতারিষ্ট নিবৃত্তি পূর্ব্বক দশান্তর্দশোপদশা দিনদশাজনিতাঽরিষ্ট জ্বরপীড়া দাহপীড়া নেত্রকর্ণোদরাদিপীড়া নিবৃত্তিপূর্ব্বকাল্পায়ুর্নিবৃত্তি পূর্ব্বকাধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিক জনিত ক্লেশ-কায়িকবাচিক মানসিক-ত্রিবিধাঘৌঘ-নিবৃত্তিপূর্ব্বকং শরীরারোগ্যার্থং পরমৈশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত্যর্থং চ পুরশ্চরণাঙ্গত্বেন মন্ত্রন্যাসাদিকং করিষ্যে॥ ইতি সংকল্পঃ। ওঁ হরিণ্যবর্ণা ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋচার প্রথম ঋচার শ্রী ঋষি। তৎপরে চতুর্দ্দশ ঋচার আনন্দ কর্দ্রম (কর্দ্দম) চিক্লীত ইন্দিরাসুত এই কয়জন ঋষি। প্রথম তিন ঋচার অনুষ্টুপ্ ছন্দ। চতুর্থ ঋচার বৃহতীছন্দ। পঞ্চমী ষষ্ঠী এই দুই ঋচার ত্রিষ্টুপ্ছন্দ। তৎপরন্তু আটটী ঋচার অনুষ্টুপ্ ছন্দ। শেষের অর্থাৎ পঞ্চদশ সংখ্যক ঋচার প্রস্তারপংক্তি ছন্দ॥ প্রথম ঋচার শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং অগ্নি এই দুই দেবতা। অন্য ঋচাগুলির লক্ষ্মী দেবতা। আমার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য জপে প্রয়োজন॥

এবং হৃদয়াদৌ ষড়ঙ্গং কৃত্বা ধ্যায়েদ্‌যথা। অরুণকমল-সংস্থা তদ্রজঃপুঞ্জবর্ণা, করকমলধৃতেষ্টাভীতিযুগ্মাম্বুজা চ। মণিমুকুটবিচিত্রালংকৃতাকল্পজালৈর্ভবতু ভুবনমাতা সংততং শ্রীঃ শ্রিয়ে নঃ॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য বাহ্য-পূজাং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা ষট্‌কোণগর্ভমষ্টদলং বাহ্যভূপুরাত্মক-যন্ত্রং নির্মায় ওঁ হিরণ্যবর্ণামিত্যাবাহনং। আবাহনী-স্থাপনী-সন্নিধিকরণী-সংনিরোধিনী-সম্মুখীকরণী-অবগুণ্ঠিনী-যোনিমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য ওঁ তাম্ম আবহ ইত্যাসনম্। অশ্বপূর্ণামিত্যর্ঘ্যম্।

মন্ত্রন্যাস যথা। ওঁ হিরণ্যবর্ণা—মমাবহ বলিয়া মস্তক স্পর্শ করিবে॥ ১॥ ওঁ তাম্মআবহ—পুরুষানহম্ বলিয়া দুই চক্ষু॥ ২॥ ওঁ অশ্বপূর্ণা—জুষতাম্ বলিয়া দুই কর্ণ॥৩॥ কাংসোস্মিতাং—শ্রিয়ম্ বলিয়া নাসিকা॥৪॥ চন্দ্রাং প্রভাসাং—বৃণোমি বলিয়া মুখ॥৫॥ আদিত্যবর্ণে—অলক্ষ্মীঃ বলিয়া গ্রীবা॥ ৬॥ উপৈতুমাং—দদাতুমে বলিয়া দুই বাহু॥ ৭॥ ক্ষুৎপিপাসা—মে গৃহাৎ বলিয়া হৃদয়॥ ৮॥ গন্ধদ্বারা—শ্রিয়ম্ বলিয়া নাভি॥ ৯॥ মনসঃ কাম—শ্রয়তাং যশঃ বলিয়া উপস্থ॥ ১০॥ কার্দ্দমেন—পদ্মমালিনীম্ বলিয়া মলদ্বার॥১১॥ আপঃস্যজন্তু—মে কুলে বলিয়া দুই ঊরু॥ ১২॥ আর্দ্রাং পুষ্করিণীং—মমাবহ বলিয়া দুই জানু॥ ১৩॥ আর্দ্রাং যস্করিণীং—মমাবহ বলিয়া দুই জঙ্ঘা॥ ১৪॥ তাম্মআবহ—পুরুষানহম্ বলিয়া দুই পা॥১৫॥ যা লক্ষ্মীঃ সিন্ধু সংভূতা—জুষতাং গৃহম্ বলিয়া মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত এবং পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তিনবার স্পর্শ করিবে॥ ১৬॥ ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার হস্ত ধৌত করিয়া হিরণ্ময্যৈ নমোঽঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ বলিয়া দুই তর্জ্জনী দ্বারা দুই অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে॥ ১॥ ওঁ চন্দ্রায়ৈ নমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা বলিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুই তর্জ্জনী॥ ২॥ ওঁ রজতস্রজায়ৈ

কাংশোস্মিতামিতি পাদ্যম্। চন্দ্রাং প্রভাসামিত্যাচমনম্। আদিত্যবর্ণে ইতি মধুপর্কম্। উপৈতুমামিতি স্নানম্। ক্ষুৎ-পিপাসামিতি বস্ত্রম্। গন্ধদ্বারেতি ভূষণম্। মনসঃ কাম-মিতি গন্ধং। কর্দ্দমেনেতি পুষ্পম্। ইতি পুষ্পান্তাং পূজাং বিধায় আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। আগ্নেয়াদি ষট্ কোণেষু ষড়ঙ্গপূজনম্। ওঁ হিরণ্যায়ৈ নমঃ। ওঁ চন্দ্রায়ৈ নমঃ। ওঁ হিরণ্যস্রজায়ৈ নমঃ। ওঁ হিরণ্যাক্ষায়ৈ নমঃ। ওঁ হিরণ্য-বর্ণায়ৈ নমঃ ॥ ৬ ॥ ইতি প্রথমাবরণম্ ॥ পূর্ব্বাদ্যষ্টদলেষু। ওঁ

নমো মধ্যমাভ্যাং বষট্ বলিয়া মধ্যমা ॥ ৩ ॥ ওঁ হিরণ্যস্রজায়ৈ নমো-ঽনামিকাভ্যাং হুঁ বলিয়া দুই অনামিকা ॥ ৪ ॥ ওঁ হিরণ্যাক্ষায়ৈ নমঃ কনিষ্ঠিকাভ্যাং বৌষট্ বলিয়া দুই কনিষ্ঠা ॥ ৫ ॥ ওঁ হিরণ্যবর্ণায়ৈ নমঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ বলিয়া করতল এবং পৃষ্ঠ অর্থাৎ করতল দ্বারা করতল এবং করপৃষ্ঠ দ্বারা করপৃষ্ঠ স্পর্শ করিবে ॥ ৬ ॥ এই-রূপে হৃদয় প্রভৃতি ষড়ঙ্গে ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে॥ অর্থাৎ ওঁ হিরণ্ময্যৈ নমো হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা হৃদয় ॥ ১ ॥ ওঁ চন্দ্রায়ৈ নমঃ শিরসে স্বাহা বলিয়া মস্তক ॥ ২ ॥ ওঁ রজতস্রজায়ৈ নমঃ শিখায়ৈবষট্ বলিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পৃষ্ঠ দ্বারা শিখা ॥৩॥ ওঁ হিরণ্য স্রজায়ৈ নমঃ কবচায় হুঁ বলিয়া দুই করতল দ্বারা বাহু-মূল ॥ ৪ ॥ ওঁ হিরণ্যাক্ষায়ৈ নমো নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু, অনামিকা দ্বারা বাম চক্ষু এবং মধ্যমা দ্বারা ভ্রূ মধ্যের উপরি স্থান ॥ ৫ ॥ এবং ওঁ হিরণ্যবর্ণায়ৈ নমোঽস্ত্রায় ফট্ বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা এবং অনামিকা অঙ্গুলিত্রয় মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া বামকরতলে আঘাত করিবে। ॥ ৬ ॥ ধ্যান। জগন্মাতা লক্ষ্মী অল্প লাল বর্ণ পদ্মে উপবিষ্টা আছেন; অল্প

পদ্মায়ৈ নমঃ। ওঁ পদ্মবর্ণায়ৈ নমঃ। ওঁ পদ্মস্থায়ৈ নমঃ। ওঁ আর্দ্রায়ৈ নমঃ। ওঁ তর্পয়ন্ত্যৈ নমঃ। ওঁ তৃপ্তায়ৈ নমঃ। ওঁ জ্বলন্ত্যৈ নমঃ। ওঁ স্বর্ণপ্রাকারায়ৈ নমঃ॥ ৮॥ ইতি দ্বিতীয়াবরণম্।

ততঃ পূর্ব্বাদিষু ইন্দ্রায় নমঃ। অগ্নয়ে নমঃ। যমায় নমঃ। নৈর্ঋত্যায় নমঃ। বরুণায় নমঃ। বায়বে নমঃ। কুবেরায় নমঃ। ঈশনায় নমঃ। পুনঃ নৈর্ঋত্যে ওঁ অনন্তায় নমঃ। পুনরীশানে

লাল বর্ণ পদ্মের রেণু রাশির সদৃশ তাঁহার বর্ণ; তিনি চারিটী কররূপ কমল দ্বারা বর অভয় এবং দুইটী পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন; তাঁহার মস্তকে রত্নযুক্ত মুকুট শোভা পাইতেছে; তিনি নানাবিধ মনোহর অলঙ্কারে ভূষিতা, তিনি আমাদিগকে সম্পত্তি দান করেন। এইরূপে তাঁহার ধ্যান করিয়া এবং মানসোপচারে পূজা করিয়া বাহ্য পূজা করিবে। ষট্‌কোণ তাহার বাহিরে অষ্টদল, তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ এবং চতুর্দ্বারযুক্ত যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ওঁ হিরণ্যবর্ণাং—মমাবহ বলিয়া আবাহনী॥ ১॥ স্থাপনী॥ ২॥ সন্নিধিকরণী॥ ৩॥ সন্নিরোধিনী॥ ৪॥ সম্মুখীকরণী॥ ৫॥ অবগুণ্ঠিনী॥ ৬॥ এবং যোনি॥ ৭॥ মুদ্রা দেখাইয়া ওঁ তাম্ম আবহ—পুরুষানহম্ বলিয়া আসন॥ ১॥ ওঁ অশ্বপূর্ণাং—জুষতাম্ বলিয়া অর্ঘ্য॥ ২॥ ওঁ কাংসোস্মিতাং—শ্রিয়ম্ বলিয়া পাদ্য॥ ৩॥ ওঁ চন্দ্রাং প্রভাসাং—বৃণোমি বলিয়া আচমনীয়॥ ৪॥ ওঁ আদিত্যবর্ণে—অলক্ষ্মীঃ বলিয়া মধুপর্ক॥ ৫॥ উপৈতুমাং —দদাতু মে বলিয়া স্নানীয়॥ ৬॥ ওঁ ক্ষুৎ পিপাসা—মে গৃহাৎ বলিয়া বস্ত্র॥ ৭॥ ওঁ গন্ধদ্বারাং—শ্রিয়ম্ বলিয়া ভূষণ॥ ৮॥ ওঁ মনসঃ কাম—শ্রয়তাং যশঃ বলিয়া গন্ধ॥ ৯॥ ওঁ কর্দ্দমেন—পদ্মমালিনীম্ বলিয়া পুষ্প॥ ১০॥ এই দশোপচারে লক্ষ্মীর পূজা করিয়া আবরণ দেবী-দিগের পূজা করিবে॥ যথা। প্রথমতঃ আগ্নেয় প্রভৃতি ষট্‌কোণে

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ইতি তৃতীয়াবরণম্॥ পুনঃ পূর্ব্বাদিষু ওঁ বজ্রায়নমঃ। শক্তয়ে নমঃ। দণ্ডায় নমঃ। খড়্গায় নমঃ। পাশায় নমঃ। অঙ্কুশায় নমঃ। গদায়ৈ নমঃ। ত্রিশূলায় নমঃ। চক্রায় নমঃ। পদ্মায় নমঃ। ইতি চতুর্থাবরণম্। ততঃ ওঁ সাঙ্গায়ৈ সপরিবায়ৈ সায়ুধায়ৈ সবাহনায়ৈ বিষ্ণু সহিতায়ৈ শ্রীলক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ইতি পুনঃ সমুদায়েন সংপূজ্য ওঁ আপঃস্রজন্ত্বিতি ধূপম্। ওঁ আর্দ্রাং পুষ্করিণীমিতি দীপম্। ওঁ আর্দ্রাং যস্করিণী-

---

ষড়ঙ্গ পূজা করিবে॥ যথা॥ অগ্নিকোণে ওঁ হিরণ্যায়ৈ নমঃ॥ ১॥ দক্ষিণে ওঁ চন্দ্রায়ৈ নমঃ॥ ২॥ নৈর্ঋত্যে ওঁ রজতস্রজায়ৈ নমঃ॥ ৩॥ বায়ুকোণে ওঁ হিরণ্যস্রজায়ৈ নমঃ॥ ৪॥ উত্তরে ওঁ হিরণ্যাক্ষায়ৈ নমঃ॥ ৫॥ ঈশানে ওঁ হিরণ্যবর্ণায়ৈ নমঃ॥ ৬॥ প্রথমাবরণে এই পর্য্যন্ত॥ তৎপরে দ্বিতীয়াবরণের অষ্টদলের পূর্ব্ব দিকের দলে ওঁ পদ্মায়ৈ নমঃ॥ ১॥ অগ্নিকোণে ওঁ পদ্মবর্ণায়ৈ নমঃ॥ ২॥ দক্ষিণে ওঁ পদ্মস্থায়ৈ নমঃ॥ ৩॥ নৈর্ঋত্যে ওঁ আর্দ্রায়ৈ নমঃ॥ ৪॥ পশ্চিমে ওঁ তর্পয়ন্ত্যৈ নমঃ॥ ৫॥ বায়ুকোণে ওঁ তৃপ্তায়ৈ নমঃ॥ ৬॥ উত্তরে ওঁ জ্বলন্ত্যৈ নমঃ॥ ৭॥ ঈশান কোণে ওঁ স্বর্ণপ্রাকারায়ৈ নমঃ॥ ৮॥ তৎপরে বাহিরের আবরণের পূর্ব্বে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ॥ ১॥ অগ্নিকোণে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ॥ ২॥ দক্ষিণে ওঁ যমায় নমঃ॥ ৩॥ নৈর্ঋত্যে ওঁ নৈর্ঋত্যায় নমঃ॥ ৪॥ পশ্চিমে ওঁ বরুণায় নমঃ॥ ৫॥ বায়ুকোণে ওঁ বায়বে নমঃ॥ ৬॥ উত্তরে ওঁ কুবেরায় নমঃ॥ ৭॥ ঈশান কোণে ওঁ ঈশানায় নমঃ॥ ৮॥ অতিরিক্ত আর একবার নৈর্ঋত কোণে ওঁ অনন্তায় নমঃ॥ ৯॥ এবং আর একবার ঈশান কোণে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥ ১০॥ পুনর্বার উপরোক্ত পূর্বাদি দশদিকে ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবগণের অস্ত্রের পূজা করিবে। যথা ওঁ বজ্রায় নমঃ॥ ১॥ ওঁ

মিতি নৈবেদ্যম্। ততস্তাম্বূলাদিকং নিবেদ্য আরাত্রিকং কৃত্বা পঞ্চদশভির্ঋগ্‌ভিরাজ্যং হুত্বা দেব্যৈ আচমনং দত্ত্বা ওঁ তাম্ম আবহেত্যনেন ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জনম্। কৃতাঞ্জলিঃ শ্রীসূক্তং পঠেৎ॥ পুরশ্চরণে হবনদ্রব্যন্তু কমল-পায়স-শ্বেততিল-বিল্ব-পত্রফলকাষ্ঠ-ত্রিমধু॥ পূজাদ্রব্যন্তু দুগ্ধ-দধি-লাজ-সিতা-সুগন্ধ-শ্বেতপুষ্প-কমলাদীনি চ গ্রাহ্যাণি। দশাংশহোমতর্পণ-মার্জ্জন-ব্রাহ্মণভোজনং কুমারীপূজনং সুবাসিনীপূজনং চ কর্ত্তব্যম্।

শক্তয়ে নমঃ॥ ২॥ ওঁ দণ্ডায় নমঃ॥ ৩॥ ওঁ খড়গায় নমঃ॥ ৪॥ ওঁ পাশায় নমঃ। ৫॥ ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ॥ ৬॥ ওঁ গদায়ৈ নমঃ॥ ৭॥ ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ॥ ৮॥ ওঁ চক্রায় নমঃ॥ ৯॥ ওঁ পদ্মায় নমঃ॥ ১০॥ ইতি চতুর্থাবরণের পূজা॥ তৎপরে ওঁ সাঙ্গায়ৈ সপরিবারায়ৈ সায়ুধায়ৈ সবাহনায়ৈ বিষ্ণু সহিতায়ৈ শ্রীলক্ষ্ম্যৈ নমঃ পাদ্যঅর্ঘ্য প্রভৃতি দিয়া সহচরী, পরিবার, অস্ত্র, বাহন, এবং বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মীর পূজা করিয়া ও আপঃ সৃজন্তু—বাসয় মেকুলে বলিয়া ধূপ॥১১॥ ওঁ আর্দ্রাং পুষ্করিণীং—জাতবেদো মমাবহ বলিয়া দীপ॥ ১২॥ ওঁ আর্দ্রাং যষ্করিণীং—জাতবেদো মমাবহ বলিয়া নৈবেদ্য॥ ১৩॥ তাম্বূলাদি নিবেদন এবং আরাত্রিক করিয়া উক্ত পঞ্চদশ ঋগ্মন্ত্র দ্বারা ঘৃতের হোম করিয়া দেবীকে আচমনীয় দিয়া॥১৪॥ ওঁ তাম্মআবহ—পুরুষানহম্ বলিয়া তৎ-পরে ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জন করিয়া যোড়হস্তে শ্রীসূক্ত পাঠ করিবে॥ পুরশ্চরণে হোমের দ্রব্য—পদ্মফুল, পায়স, শ্বেত তিল, বিল্বপত্র, বিল্ব-ফল, বিল্বকাষ্ঠ, এবং ত্রিমধু অর্থাৎ ঘৃত শর্করা এবং মধু॥ পূজার দ্রব্য—দুগ্ধ, দধি, খৈ, চিনি, সুগন্ধ, শ্বেতপুষ্প, পদ্মফুল ইত্যাদি॥ দশাংশ হোম অর্থাৎ ১২০০০ বার হাজার জপে বার শত হোম, এক-শত কুড়ি তর্পণ, দ্বাদশ বার মার্জ্জন, এবং যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ ভোজন

প্রতিদিনপাঠেতু হিরণ্যবর্ণামিতি প্রথমর্চমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা ততঃ সর্ব্বং পঠেৎ। দশপাঠঃ প্রতিদিনম্॥

ইতি শ্রীসূক্তবিধানম্॥

অথ লক্ষ্মীসূক্তমৃগ্বেদস্থং লিখ্যতে।

ধনাদি লক্ষণালঙ্কারেণ শ্রীদঃ পরমাত্মা স্তূয়তে। লক্ষ্ম্যাদি সুখকামোজন এবং স্তুবীত॥

ওঁ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্। চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥ ১॥ তাম্ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্। যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বম্পুরুষানহম্॥ ২॥ অশ্বপূর্ণাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রমোদিনীম্। শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্॥ ৩॥ কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারামার্দ্রাং জ্বলন্তীন্তৃপ্তাংতর্পয়ন্তীম্। পদ্মস্থিতাম্পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে, শ্রিয়ম্॥ ৪॥ চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ংলোকে দেবজুষ্টামুদারাম্। তাম্পদ্মনেমিং শরণমহম্প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাম্ত্বাং বৃণোমি॥ ৫॥ আদিত্যবর্ণে তপসোধিজাতো বনস্পতিস্তব

কুমারী পূজা এবং সধবা পূজা কর্ত্তব্য॥ প্রতিদিন পাঠে ওঁ হিরণ্যবর্ণাং—জাতবেদো মমাবহ এই প্রথম ঋক্ ১০৮ বার জপ করিয়া সমস্ত অর্থাৎ পনরটী ঋক্ দশবার পাঠ করিবে॥

ইতি শ্রীসূক্তবিধান।

বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ। তস্য ফলানি তপসা নুদন্তু মায়ান্তরায়াশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ॥ ৬॥

উপৈতু মান্দেবসখঃ কীর্ত্তিশ্চ মণিনা সহ। প্রাদুর্ভূতোসি রাষ্ট্রেস্মিন্ কীর্ত্তিশ্চ মণিনা সহ। প্রাদুর্ভূতোসি রাষ্ট্রেস্মিন্ কীর্ত্তিং বৃদ্ধিং দদাতু মে ॥৭॥ ক্ষুৎপিপাসামলা জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীর্নাশয়াম্যহম্। অভূতিমসমৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বান্নির্ণুদ মে গৃহাৎ॥ ৮॥ গন্ধদ্বারান্দুরাধর্ষান্নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানান্তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ ৯॥ মনসঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্যমশীমহি। পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ ॥ ১০ ॥ কর্দ্দ্রমেন (কর্দ্দমেন) প্রজাভূতা ময়ি সম্ভব (সম্ভ্রম) কর্দ্দ্রম (কর্দ্দম)। শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরম্পদ্মমালিনীম্ ॥১১॥ আপঃ সৃজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে। ধনানিচ দেবীম্মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে॥ ১২ ॥ আর্দ্রাম্পুষ্করিণীং পুষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্। সূর্য্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥ ১৩॥ আর্দ্রাং যস্করিণীং যষ্টিম্পিঙ্গলাম্পদ্মমালিনীম্। চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥ ১৪॥ তাম্ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্। যস্যাং হিরণ্যম্প্রভূতং গাবোদাস্যোঽশ্বান্বিন্দেয়ম্পুরুষানহম্ ॥ ১৫॥ যা লক্ষ্মীঃ সিন্ধুসংভূতা ভূতধেনুঃ প্রভুর্বসুঃ। পদ্মা বিশ্বাবসুর্দেবী সদা নো জুষতাং গৃহম্॥ ১৬॥ যঃ শুচিঃ প্রযতো ভূত্বা জুহুয়াদাজ্যমন্বহম্। শ্রিয়ঃ পঞ্চদশর্চ্চং চ শ্রীকামঃ সততং জপেৎ॥ ১৭॥ সরসিজনিলয়ে সরোজহস্তে, ধবলতরাংশুকগন্ধমাল্যশোভে। ভগবতি হরিবল্লভে মনোজ্ঞে, ত্রিভুবনভূতিকরি প্রসীদ মহ্যম্॥ ১৮॥

পদ্মাননে পদ্মিনি পদ্মসম্ভবে পদ্মপ্রিয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি। বিশ্বপ্রিয়ে বিশ্বমনোহনুকূলে স্বপাদপদ্মং ময়ি সন্নিধৎস্ব ॥ ১৯ ॥ চন্দ্রাভাং লক্ষ্মীমীশানাং সূর্য্যাভাং শ্রিয়মীশ্বরীম্। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-সংকাশাং শ্রিয়ং দেবীমুপাস্মহে ॥ ২০ ॥ পদ্মাননে পদ্মউরু পদ্মাক্ষি পদ্মসম্ভবে। তন্মে ভজসি পদ্মাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্ ॥ ২১ ॥ অশ্বদায়ি গোদায়ি ধনদায়ি মহাধনে। ধনং মে লভতাং দেবি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥ ২২ ॥ পুত্রং পৌত্রং ধনং ধান্যং হস্ত্যশ্বাদি গবে রথম্। প্রজানাং ভবতী মাতা আয়ুষ্মন্তং করোতু মাং ॥ ২৩ ॥ ধনমগ্নির্দ্ধনং সূর্য্যো ধনং বসুঃ ধনমিন্দ্রো বৃহস্পতির্বরুণো ধনমশ্নুতে ॥ ২৪ ॥

বৈনতেয় সোমং পিব সোমং পিবতু বৃত্রহা। সোমং পিবস্ব সোমিনো মহ্যং বিদধাতু সোমিনঃ ॥ ২৫ ॥ ন ক্রোধো নচ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভা মতিঃ। ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং শ্রীসূক্তং জপেৎ ॥ ২৬ ॥ শ্রীবর্চ্চসমায়ুষ্যমারোগ্য মাবিদস্ধাত্ববমানং মহীয়তে ধান্যং, ধনং পশুং বহুপুত্রলাভং শতসংবৎসরং দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২৭ ॥ সৌবর্ণং পদ্ম পদ্মা সকল মলকৃতং যুগ্মশঃ পাণিযুগ্মে, বিভ্রন্তী শোভয়োদ্গ্রাহিত জলধি-জলাচ্ছন্ন গাত্রী বিধাত্রী ॥২৮॥ বাহুদ্বন্দ্বকরা দয়ার্দ্রহৃদয়া ভক্তি-প্রিয়োল্লাসিনী। লক্ষ্মীর্ম্মে হৃদয়ে বসত্বনুদিনং চন্দ্রা হিরণ্ময্যপি ॥২৯॥ ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতীয়োযান্বিন্দ্র তে হরী ॥৩০॥ ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহো রাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্ ঈষ্ণন্নিষাণামুম্ম ঈশান সর্ব্বলোকং মঈশান ওমিতি বদেৎ ॥

ইতি ঋগ্বেদোক্ত শ্রীলক্ষ্মীসূক্তং সমাপ্তম্ ॥

অথ ধনদামন্ত্রঃ।

তত্তূর্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লজ্জাবীজং সমুদ্ধরেৎ। লক্ষ্মী-বীজং ততো দেবী সম্বোধ্যাচ রতিপ্রিয়া। বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজোত্তমোত্তমঃ॥ ১ ॥ তন্ত্রান্তরে। তত্তূর্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লক্ষ্মীপ্রণবমেব চ। মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বোধ্যাচ রতিপ্রিয়া। বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজো-ত্তমোত্তমঃ। লক্ষ্মীপ্রণবং শ্রীবীজং কুবেরানুমতোঽয়ং মন্ত্রঃ॥ ২ ॥

অস্য পূজা। প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্তং কৃত্বা ঋষ্যাদি ন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি কুবের ঋষয়ে নমঃ। মুখে পংক্তি-চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ধনদায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥ ৩॥ ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥ ৪॥ হ্রীঁ তর্জ্জ-

---

মন্ত্রোদ্ধার; তত্তূর্য্যং—তবর্গের চতুর্থবর্ণ=ধ। বিন্দুসংযুক্তং—অনুস্বারযুক্ত। লজ্জাবীজ=হ্রীং। লক্ষ্মীবীজ—শ্রীং। তৎপরে রতিপ্রিয়ে এই সম্বোধন পদ। বহ্নিজায়া—স্বাহা। এই সকল একত্র করিলে ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা এই মন্ত্র হয়॥ ১॥ মতান্তরে ধং শ্রীং হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা অর্থাৎ অগ্রে শ্রীং তৎপরে হ্রীং বলিবে। ইহা কুবেরের মত॥ ২॥

পূজার বিধি। প্রাতঃকৃত্য অবধি প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা। মস্তকে কুবের ঋষয়ে নমঃ। মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে ধনদায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥ ৩॥ তৎপরে করাঙ্গ ন্যাস। হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।

নীভ্যাং স্বাহা ॥ ৫ ॥ হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্ ॥ ৬ ॥ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হূঁ ॥ ৭ ॥ হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ॥ ৮ ॥ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥ ৯ ॥ এবং হৃদয়াদিষু ॥ ১০॥ ততোধ্যানং। কুঙ্কুমোদরগর্ভাভাং কিঞ্চিদ্‌যৌবনশালিনীং। মৃণালকোমলভুজাং কেয়ূরাঙ্গদভূষণাং। তুলাকোটিপরিভ্রান্ত-পাদপদ্মদ্বয়ান্বিতাং। মাণিক্যহার মুকুট কুণ্ডলাদিবিভূষিতাং। নীলোৎপলদৃশং কিঞ্চিদুদ্যৎকুচবিরাজিতাং। করাভ্যাং ভ্রাম্যৎকমলাং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগিণীং। হেমপ্রাকার মধ্যস্থাং রত্নসিংহাসনোপরি। ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্ম্মূলে দেবতাং ধনদায়িকাং ॥ ১১ ॥

হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হূং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥ ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯ ॥ এইরূপ হৃদয় প্রভৃতিতেও ॥ ১০ ॥ তৎপরে ধ্যান। যথা। ধনদা-দেবী কুঙ্কুমের কোষের অভ্যন্তর ভাগের ন্যায় রক্ত পীতবর্ণ, এবং নবযৌবনা। তাঁহার ভুজযুগল মৃণালের ন্যায় কোমল এবং বালা বাজু প্রভৃতি দ্বারা শোভিত। চরণকমলদ্বয়ে নিনাদিত নূপুর নিবদ্ধ। গলদেশ, কর্ণযুগল এবং মস্তক প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাণিক্য হার কুণ্ডল ও মুকুট প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত। নয়নযুগল নীলোৎপলের ন্যায় দীর্ঘ। কুচযুগল কিঞ্চিৎ উন্নত। তিনি হস্তদ্বারা পদ্ম ভ্রামিত করিতেছেন। তাঁহার দেহের কান্তি রক্তবর্ণ অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা উজ্জ্বলিত। তিনি রক্তবস্ত্র-পরিধানা। এবং সুবর্ণপ্রাচীর মধ্যস্থ কল্পতরুর মূলে রত্নসিংহাসনের উপর উপবিষ্টা আছেন। তিনি সাধক-দিগকে ধনদান করেন এজন্য তাঁহার নাম ধনদা ॥ এইরূপ তাঁহার মূর্ত্তি চিন্তা করিবে ॥ ১১ ॥

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য বহিঃ পূজামারভেৎ ॥ ১২ ॥ অস্য পূজাযন্ত্রং। নবযোন্যাত্মকং চক্রং বিলিখেৎ কর্ণিকোপরি। দিগ্‌দলং পদ্মমালিখ্য চতুরস্রং লিখেদ্‌বহিঃ। কোণেষু বজ্রান্‌ সংলিখ্য মধ্যে বীজং সমুল্লিখেৎ ॥১৩॥ ততো-ঽর্ঘ্যস্থাপনং। ফড়িতি পাত্রং প্রক্ষাল্য নমঃ ইত্যনেন জলেনাপূর্য্য তত্র প্রণবেন গন্ধপুষ্পে নিক্ষিপ্য তীর্থমাবাহ্য ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য তদুপরি মূলং দশধা জপ্ত্বা তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে নিঃক্ষিপ্য তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণং মূলেন ত্রিরভ্যুক্ষ্য আধারশক্ত্যাদি হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং পীঠপূজাং বিধায় ওঁ পদ্মাসনায় নমঃ ইতি মধ্যে সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহ্য পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। ততো

ধ্যান ও মানস পূজা করিয়া বাহ্য পূজা করিবে ॥ ১২ ॥ পূজার যন্ত্র। নয়টী যোনি অর্থাৎ দলবিশিষ্ট একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। তাহার বাহিরে চতুরস্র এবং কোণে বজ্র অঙ্কিত করিয়া মধ্যে ধং বীজ লিখিবে ॥ ১৩ ॥ তৎ-পরে অর্ঘ্য স্থাপন। ফট্‌ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া নমঃ মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র জলপূর্ণ করিবে। তৎপরে ওঁ মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গে চ যমুনেচৈব ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অর্ঘ্যপাত্রের উপরে মূলমন্ত্র দশ বার জপ করিবে। তৎপর অর্ঘ্যপাত্রের কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণী পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল দ্বারা মূলমন্ত্রে আপনার শরীর ও পূজার উপকরণ তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ অবধি ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ পর্য্যন্ত মন্ত্রে পীঠ পূজা করিয়া ওঁ পদ্মাসনায় নমঃ বলিয়া যন্ত্রের মধ্যে পূজা করিয়া পুনর্ব্বার

যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য কেশরেষ্বগ্ন্যাদি কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ হ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গেন পূজয়েৎ। ততো দলেষু পূর্ব্বাদি ক্রমেণ ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এবং পদ্মায়ৈ পদ্মালয়ায়ৈ শ্রিয়ৈ হরিপ্রিয়ায়ৈ কমলায়ৈ অচলায়ৈ চঞ্চলায়ৈ লোলায়ৈ মধ্যে দেবীঞ্চ পুনঃ পূজয়েৎ। ততো যথাশক্তি জপ্ত্বা সমর্প্য ক্ষমস্বেতি বিসর্জয়েৎ ॥ ১৪ ॥ অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথা চ প্রজপেদক্ষসূত্রেণ রত্নাদিকৃতকেন তু। লক্ষে জপ্তে মন্ত্রসিদ্ধিঃ পুরশ্চর্য্যাং সমাচরেৎ॥ ১৫ ॥ বিনিয়োগান্ যথা

ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচারে অর্থাৎ গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য দ্বারা বাহ্য পূজা করিবে॥ তৎপরে যোনি মুদ্রা দেখাইয়া কেশরে, অগ্ন্যাদি কোণে, মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া পূজা করিবে॥ তৎপরে নয়টী দলে পূর্ব্বাদি-ক্রমে দক্ষিণাবর্ত্তে অর্থাৎ প্রথমে পূর্ব্বদিকে তৎপরে অগ্নিকোণে এই-রূপে ক্রমে ক্রমে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ১। ওঁ পদ্মায়ৈ নমঃ। ২। ওঁ পদ্মালয়ায়ৈ নমঃ। ৩। ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ। ৪। ওঁ হরিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ। ৫। ওঁ কমলায়ৈ নমঃ। ৬। ওঁ অলচায়ৈ নমঃ। ৭। ওঁ চঞ্চলায়ৈ নমঃ। ৮। ওঁ লোলায়ৈ নমঃ। ৯। মধ্যে ওঁ ধনদায়ৈ নমঃ বলিয়া ধনদার এবং ধনদার আবরণ দেবতাদিগের পূজা করিয়া যথাশক্তি জপ করিবে। জপান্তে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক দেবি ধনদে ক্ষমস্ব বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিসর্জ্জন করিবে॥ ১॥ ইহার পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। রত্নাদির জপমালা প্রস্তুত করিয়া লক্ষ জপ করিলে পুরশ্চরণ এবং মন্ত্রসিদ্ধি হয়॥ (প্রত্যক্ষ ফলাকাঙ্ক্ষী সাধক এই গ্রন্থের তৃতীয়খণ্ডে লিখিত বিধিমতে মন্ত্রের দশসংস্কার পূর্ব্বক ফলিতে চতুর্গুণ

কুর্য্যাৎ সাধকঃ সুমনোহরান্ ॥ রাত্রৌ চেজ্জপ্যাতে চাষ্ট-সহস্রং সপ্তবাসরান্। এতেনৈব সুসিদ্ধঃ স্যাৎ পুরশ্চর্য্যা-দিকো বিধিঃ ॥ ১৬ ॥ কিমিহ দুর্ল্লভং দেবি সাধয়েদ্‌যদি মানবঃ। ভুক্ত্বা বাপ্যথবাভুক্ত্বা পায়সান্নং প্রদায় চ। দশকৃত্বোঽথবা শৌচমকৃত্বা বা কুচেলতাং। যঃ স্মরেদ্দেবি বিদ্যাং তাং দারিদ্র্যের্নাভিভূয়তে ॥ ১৭ ॥

কামদেবং যজেৎ পার্শ্বে দেব্যাঃ প্রত্যহমাদরাৎ। তেন দেব্যা মহাপ্রীতির্ব্বাঞ্ছিতার্থং দদাতি চ ॥ ১৮ ॥ পূজান্তে চ সমায়াতি রাত্রৌ দেবী ধনেশ্বরী। সর্ব্বালঙ্কারমুৎসৃজ্য দত্ত্বা যাতি নিজালয়ং ॥ ১৯ ॥ ধনঞ্চ বিপুলং দত্ত্বা সাধকস্য মনোরথান্। পূরয়িত্বা মহেশানি বশগা জায়তে শুভা ॥ ২০ ॥

অর্থাৎ চারিলক্ষ জপ করিবেন) ॥ ১৫ ॥ অতঃপর প্রয়োগ বলা হই-তেছে। সাতদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন রাত্রে আট হাজার জপ করিবে তাহা হইলে পুরশ্চরণ এবং মন্ত্রসিদ্ধি হইবে ॥ ১৬ ॥ যদি কোন সাধক এইরূপে পুরশ্চরণ করে ইহকালে তাহার কোন বস্তু দুর্ল্লভ থাকে না। ভোজনান্তে কিম্বা ভোজন না করিয়া পায়সান্ন বলি প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি শুচি বা অশুচি যে কোন অবস্থায় দশবার ধনদা মন্ত্র জপ করে সে দরিদ্র হয় না ॥ ১৭ ॥

দেবীর পার্শ্বে প্রত্যহ কামদেবের পূজা করিবে। তাহাতে ধনদার মহাপ্রীতি জন্মে এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সাধককে অভিলষিত বিষয় প্রদান করেন ॥১৮॥ এই প্রকারে ধনদার পূজা করিলে, পূজার রাত্রি-কালে ধনেশ্বরী সাধকের নিকট আগমন করেন এবং স্বগাত্রের অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দান করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন ॥১৯॥ এবং সাধককে বিপুল ধন প্রদান করিয়া তাহার মনোরথ পরিপূর্ণ

যদা ভক্ত্যা মহেশানি চন্দনেনানুলেপনং। দাতব্যং সর্ব্বদা তস্যৈ নিত্যং দারিদ্র্যশান্তয়ে ॥ ২১ ॥ পূজা কার্য্যা মহাদেব্যাশ্চন্দনেনানুলেপিতা। নৈবেদ্যঞ্চ প্রদাতব্যং নিত্যং দারিদ্র্য শান্তয়ে ॥ ২২ ॥ যক্ষিণী স্বয়মাহেতি যো মাং স্মরতি মানবঃ। তস্য দারিদ্র্যসংন্যাসং দাসীবৎ করবাণ্যহং ॥ ২৩ ॥ সহস্রং সপ্তভির্যাবৎ পুরশ্চরণমিষ্যতে। তথা ঘৃতেন খণ্ডেন মধুনা চ দশাংশতঃ। হোমোঽপি চ বিধাতব্যঃ ক্ষণাদ্দারিদ্র্যশান্তয়ে ॥ ২৪ ॥ পূজা কার্য্যা মহাদেব্যাশ্চন্দনেনানুলেপিতে। তাম্রপাত্রে তথা কার্য্যং মণ্ডলং সুমনোহরং ॥ ২৫ ॥ তত্র পূজা বিধাতব্যা দেব্যা এবং মনীষিণা। কুতো দারিদ্র্যশঙ্কাস্য সহি কোটীশ্বরো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ অঙ্গন্যাস করন্যাসৌ চাঙ্গে চৈবাস্য দেবতা। কুবেরস্য মতেনাস্যাঃ পূজাদি ক্রিয়তে সদা ॥ ২৭ ॥ ইতি তন্ত্রসারঃ ॥

করিয়া বশীভূতা হন ॥ ২০ ॥ যদি কোন সাধক ভক্তিপূর্ব্বক চন্দনাদি অনুলেপন দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করে, তাহার দারিদ্র্য শান্তি হয় ॥ ২১॥ প্রতিদিন দারিদ্র্য শান্তি কামনায় দেবীকে চন্দনাদি অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া নৈবেদ্য নিবেদন পূর্ব্বক পূজা করিবে। যক্ষিণী দেবী স্বয়ং বলিয়া থাকেন যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহার নিকট দাসীর ন্যায় থাকিয়া তাহার দারিদ্র্য বিনাশ করি ॥ ২২। ২৩ ॥ সপ্তদিবস যাবৎ এক সহস্র জপ করিয়া জপের দশাংশ ঘৃত শর্করা ও মধুদ্বারা হোম করিলে পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয় এবং তৎক্ষণাৎ দারিদ্র্য নাশ হয় ॥ ২৪ ॥ তাম্রপাত্র চন্দন দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে মনোহর মণ্ডল অঙ্কিত করতঃ সেই মণ্ডলে দেবীর পূজা করিলে কখনও তাহার দারিদ্র্য শঙ্কা থাকে না। সেই সাধক কোটি

অথ ধনদা মন্ত্রপ্রয়োগঃ॥ প্রথমং ধনদামন্ত্রোদ্ধারঃ। ততুর্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লজ্জাবীজং সবিন্দুকম্॥ লক্ষ্মীবীজং ততো দেবি সংবোধ্যা চ রতিপ্রিয়া। স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো মন্ত্ররাজোত্তমোত্তমঃ॥ ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা ইতি নবাক্ষরঃ। কুবেরানুমতে ধং শ্রীং হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহেতি॥ অস্য মন্ত্রস্য কুবের ঋষিঃ পংক্তিঃ ছন্দঃ ধনদা দেবতা মম বিপুলধনলাভার্থে জপে বিনিয়োগঃ। শিরসি কুবের ঋষয়ে নমঃ। মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ধনদা দেবতায়ৈ নমঃ। ইতি ঋষ্যাদিন্যাসঃ। অথ করষড়ঙ্গন্যাসৌ। হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। হ্রূং মধ্যমাভ্যাং

ধনের অধিপতি হয়॥ ২৫। ২৬॥ কুবেরোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অঙ্গন্যাস করন্যাস প্রভৃতি পূজাঙ্গ কার্য্য করিবে॥ ২৭॥ তন্ত্রসারে এই পর্য্যন্ত আছে। আর নাই॥ অতঃপর যাহা লিখিত হইতেছে তাহা পূজ্য গুরু শ্রীল শ্রীযুক্ত শুকদেব তন্ত্রাচার্য্য মহাশয়ের দত্ত হস্তলিখিত পুস্তকের নকল।

এক্ষণে অন্য তন্ত্রের মত কথিত হইতেছে॥ তন্ত্রসারের মতে পূজাদি যেরূপ এমতেও সেইরূপ, কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে করন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাসে নমঃ স্বাহা বষট্ হুং বৌষট্ ফট্ না বলিয়া সর্ব্বত্র নমঃ বলিবে॥ ১॥ কুবেরের মতে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস অনাবশ্যক। কেবল মন্ত্র মাত্র জপে ধনদার কৃপা হয়॥ আরও আরোপিত কলাবনে অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্ত সোমবারে দশহাজার মন্ত্র জপ করিয়া পায়স দ্বারা যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া রাত্রে বলিদান করিবে॥ তথায় আবরণ দেবতাদিগের সহিত ধনদার পূজা করিয়া আরোপিত কলাপাত পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ রাখিয়া পাতিবে। তৎপরে তাহাতে ঘৃত এবং

নমঃ। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং নমঃ। হ্রৌং কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্॥ অথ ধ্যানম্। ওঁ কুঙ্কুমোদরগর্ভাভাং কিঞ্চিদ্ যৌবনশালিনীম্। মৃণালকোমলভুজাং কেয়ূরাঙ্গদভূষিতাম্। তুলাকোটি পরিভ্রান্তপাদপদ্মদ্বয়ান্বিতাম্। নীলোৎপলদৃশং কিঞ্চিদ্দৃদ্যৎ কুচবিরাজিতাম্॥ করাভ্যাং ভ্রাম্যৎকমলাং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগিণীম্। হেমপ্রাকারমধ্যস্থাং রত্নসিংহাসনোপরি॥ ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্মূলে দেবীং তাং ধনদায়িকাম্॥ এবং ধ্যাত্বা জপেৎ। অস্য পুরশ্চরণম্ অষ্টসপ্ততিসহস্রম্ সপ্তবাসরপর্য্যন্তম্ প্রতিদিনং অষ্টসহস্রং জপেৎ। তথা ঘৃতখণ্ডমধুভির্দশাংশতো হোমঃ তৎক্ষণাদ্দারিদ্র্যনাশঃ। অন্য তন্ত্রমতে লক্ষং জপ্ত্বা পূর্ব্বোক্তদ্রব্যৈর্দশাংশতো হোমঃ। অথ প্রয়োগঃ। অক্ষসূত্রেণ রত্নাদিনির্ম্মিতমালয়া জপঃ কর্ত্তব্যঃ। বিনিয়োগে যাবদ্দ্রব্যাভিলাষস্তথা বিনিয়োগং কুর্য্যাৎ। রাত্রৌ সপ্তবাসর পর্য্যন্তং প্রত্যহং বসুসহস্রং জপেৎ। ধনদামন্ত্রসাধকস্য ন কিঞ্চিদ্দুর্লভম্। ভুক্ত্বা অভুক্ত্বা বা অশৌচাদিপরোঽপি যো ধনদাং ভজেৎ স দরিদ্রো ন স্যাদিতি ফলম্। দেব্যাঃ পার্শ্বে কামদেবং যজেৎ প্রসন্না ধনদা শীঘ্রং বাঞ্ছিতং সাধকায় দদাতি। পূজান্তে সমাগত্য সাধকায় সর্ব্বাভরণানি দত্ত্বা স্বগৃহং যাতীতি ফলম্। কিঞ্চ বিপুলধনং দত্ত্বা মনোরথান্ পূরয়িত্বা সাধকস্য বশীভূয়াদিতি চ॥ শুক্লচন্দনেন যন্ত্রং বিলিখ্য

দেব্যাঃ পূজা কর্ত্তব্যা। এবং কৃতে দারিদ্র্যনাশঃ কোটী-শ্বরো ভবেদিতি ॥

কুবেরমতেন অঙ্গন্যাস করন্যাসৌ পূজাপি নো কর্ত্তব্যা। কেবলমন্ত্রমাত্রং জপেন ধনদা প্রসন্না ভবেদিতি॥ কিঞ্চ অবাপিত কদলীবনে অশ্বিনীনক্ষত্রযুক্তেন্দু বাসরে দশসহস্রং মন্ত্রং জপ্ত্বা যথাশক্তি পায়সেন ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা রাত্রৌ বলিদানং কুর্য্যাৎ। তত্রৈব সাঙ্গাবরণাং ধনদাং সম্পূজ্য অবাপিতকদলীপত্রং প্রাগগ্রং প্রসার্য্য তত্র সাজ্যং সসিতং পায়সং প্রস্থমাত্রং নিধায় অগ্রতঃ পর্ণং দ্বিধা বিভজ্য তত্রৈ-কম্ভাগং দেব্যৈ মূলেন নিবেদ্যাপরভাগং বহিঃস্থাপ্য ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে ইমং পায়সবলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা ইতি বলিং দদ্যাৎ। দেব্যা নিবেদিতং পায়সং স্বয়ং ভুঞ্জীত এবং কৃতে প্রত্যহং যাবন্ন ধনদা প্রত্যক্ষা ভবেৎ তাবৎ বলিদানং কর্ত্তব্যম্। এবং মাতৃপুত্রীস্ত্রীভাবেন প্রত্যক্ষা যদি স্যাত্তদা স্বমত্যা তাং বাচা বা বুদ্ধ্বা ভাবফলং জানীয়াৎ। স্ত্রীভাবফলঞ্চ। গীতনৃত্য-স্বনগরদর্শন-নানাভোগান্ ভূষণানি চ দদাতি ॥ ১ ॥

চিনিযুক্ত পায়স যত ধরে ঢালিয়া দিয়া আগার দিক হইতে সেই পাতা দুই ভাগ করিয়া একভাগ মূলমন্ত্রে ধনদাদেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া অপরভাগ রাখিয়া "ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে ইমং পায়স-বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা" বলিয়া বলি দিবে। দেবীকে নিবেদিত পায়স স্বয়ং ভোজন করিবে। যে পর্য্যন্ত ধনদা প্রত্যক্ষ না হন সে পর্য্যন্ত প্রত্যহ এইরূপে বলিদান করা কর্ত্তব্য॥ এইরূপ করিতে করিতে ধনদাদেবী যদি মাতা কন্যা কিম্বা স্ত্রীর রূপ ধারণ করিয়া দর্শন দেন তাহা হইলে তত্তৎরূপে দর্শনপ্রাপ্তির ফল জানিবে॥ স্ত্রীভাবের ফল

প্রয়োগান্তরম্। প্রত্যহং রাত্রৌ দেবীং সংপূজ্যাগুরুধূপেন ধূপয়িত্বা সিতা ঘৃতসংযুক্তপায়সং নিবেদ্য প্রত্যহং বসুসহস্রং মন্ত্রং জপেৎ সপ্তবাসরপর্য্যন্তং তদা মন্ত্রসিদ্ধিঃ ॥২॥ প্রয়োগান্তরম্। শয্যামারুহ্য নিশীথে প্রত্যহং সহস্রং জপেৎ তদাভীষ্টাবাপ্তিঃ। দারিদ্র্যমোক্ষার্থং চন্দ্রগ্রহণে পুষ্পভূষিতগৃহে আস্পর্শান্ মোক্ষপর্য্যন্তং মন্ত্রং জপেৎ তদ্দশাংশমগ্নৌ জুহুয়াৎ ॥ তদ্রাত্রৌ শুক্লচন্দনাদিনা পঞ্চোপচারৈর্দেবীং সংপূজ্য স্বসাধ্যাং ধ্যায়ন্ অষ্টসহস্রং জপেৎ এবং কৃতে সপ্তরাত্রেণাভীষ্টাবাপ্তিঃ ॥ অন্যশ্চ। এবমেব প্রত্যহং বসুসহস্রং মন্ত্রং জপ্ত্বা কেবলং সিতয়া ঘৃতেন হুত্বা মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াদিতি ॥৩॥ অন্যশ্চ। শ্বেতপুষ্পৈর্দেবীং সংপূজ্য মন্ত্রো জপ্তব্যঃ

এই যে ধনদাদেবী নাচ গান এবং আপনার নগর দেখান, 'নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু এবং অলঙ্কার দেন ॥ ১ ॥ এক্ষণে অন্যপ্রকার প্রয়োগের বিষয় কথিত হইতেছে ॥ প্রত্যহ রাত্রে দেবীর পূজা করিয়া এবং অগুরু ধূপ দিয়া ঘি চিনিযুক্ত পায়স নিবেদন করিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রে আট হাজার জপ করিবে তাহা হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে ॥ ২ ॥

অন্য প্রকার প্রয়োগ।—প্রতিদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে আপনার শয্যায় বসিয়া সহস্র জপ করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। অন্য প্রকার। দারিদ্র্য মোচনার্থে চন্দ্রগ্রহণে পুষ্পভূষিত গৃহে আস্পর্শ মোক্ষ পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। মুক্তির পর জপের দশাংশ হোম করিবে। রাত্রে শ্বেতচন্দনাদি পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিয়া দেবীর মুর্ত্তিচিন্তা করিতে করিতে আট হাজার জপ করিবে। এইরূপ সাত রাত্রি করিলে অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তি হয় ॥ ৩ ॥

কুবেরোঽপি গৃহমাগত্য ধনং দদাতীতি ফলম্ ॥ মণিভিঃ শঙ্খ-সম্ভূতৈ রক্ষমালার্থসাধিনী ॥ নিদানং যক্ষিণীসিদ্ধ্যৈ প্রোতব্যা সিতসূত্রকৈঃ। দারিদ্র্যখণ্ডনং কর্ত্তুং য ইচ্ছতি নরোত্তমঃ। স মুখ্যং মন্ত্ররাজস্য মন্ত্রমেব জপেৎ সদেতি পটলোক্তঃ ॥ ৪ ॥ অন্যশ্চ রাত্রৌ শয্যামারুহ্য ক্লীং ধং শ্রীং হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা ইতি মন্ত্রং সহস্রং শতং বা দশবারং বা জপেৎ তেন বিপুলদ্রব্যাবাপ্তিরিতি ধনদামন্ত্রপ্রয়োগাঃ ॥ ৫ ॥

অন্য প্রকার প্রয়োগ।—শ্বেত পুষ্পে ধনদার পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করিলে কুবেরও সাধকের গৃহে আগমন পূর্ব্বক ধন দেন। সাদা সূতায় গাঁথিয়া মণির মালা এবং শঙ্খের মালায় ধনদার জপ অতি প্রশস্ত। ইহাতে অর্থলাভ হয়। যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য দারিদ্র্য খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ধনদা মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিবেন। ইহা ধনদার পটলে লিখিত আছে ॥ ৪ ॥

অন্য প্রকার প্রয়োগ।—রাত্রে বিছানায় বসিয়া ক্লীং ধং শ্রীং হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা এই মন্ত্র এক হাজার কিম্বা এক শত অন্ততঃ দশ বার জপ করিলে বিপুল ধন লাভ হয়। ইতি ধনদার প্রয়োগ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অথ কুবের বস্তুপ্রদযন্ত্রম্

বসুদো ধনদঃ প্রোক্তঃ কুবেরাখ্যো মহাধনঃ ॥ মহাদাতা সৌম্যস্বামী ভাণ্ডারীতি শচীপতেঃ। ভূমিস্থং দ্রবিণং সর্ব্বং পাতালস্থং তথৈব চ। স্বর্গস্থং চ তথা দ্রব্যং তদধীনং প্রজায়তে॥ রঙ্কস্য চক্রবর্ত্তিত্বং কুর্য্যাত্তুষ্টো মহাযশাঃ। অষ্টসিদ্ধিপ্রদো নিত্যং কোহপি দাতা ন তৎসমঃ। তস্য যন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং কথ্যতে বিস্ময়প্রদম্। শুভেহহ্নি গুরুপুষ্যস্য যোগে চন্দ্রবলে সতি। তদা কুর্য্যান্মহাযন্ত্রং দুষ্টমোহনসংজ্ঞকম্। ধনদং চ মহাশক্তিং বিশ্বমোহনসংজ্ঞকম্। উত্তরাভিমুখো ভূত্বা কৃতস্নানঃ পবিত্রভূঃ। স্বদেশে স্বস্তিকং কৃত্বা চন্দনেন বিশালধীঃ। তত্রোপবিশ্য ধনদং হৃদি ধ্যাত্বা সুমঙ্গলৈঃ। প্রজ্বাল্য

এক্ষণে কুবেরের যন্ত্রের বিষয় লিখিত হইতেছে যাহা বিধিপূর্ব্বক লিখিলে ধন লাভ হয়।

বসুদ, ধনদ, কুবের, মহাধন, মহাদাতা, সৌম্যস্বামী (উত্তর দিকের আধিপতি), এবং শচীপতির ভাণ্ডারী, এই সকল কুবেরের নাম। পৃথিবীস্থ পাতালস্থ এবং স্বর্গস্থ ধন তাঁহার অধীন। তিনি তুষ্ট হইলে দরিদ্রকেও রাজা করিতে পারেন। তিনি নিত্য অষ্টসিদ্ধির দাতা। তাঁহার তুল্য দাতা কেহ নাই। তাঁহার যন্ত্রের মাহাত্ম্য শুনিলে লোকে আশ্চর্য্য হয়॥ শুভদিনে পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত বৃহস্পতিবারে এবং শুদ্ধচন্দ্রে কুবেরের মহাযন্ত্র লিখিতে আরম্ভ করিবে। এই যন্ত্রের নাম দুষ্টমোহন, ধনদ, মহাশক্তি এবং বিশ্বমোহন। স্নান করিয়া চন্দনের দ্বারা স্বস্তিকযন্ত্র অঙ্কিত করিয়া

পুরতোধূপং ক্ষিপেত্তত্র প্রদীপকম্। ঘৃতেনাথ প্রকুর্ব্বীত যন্ত্রাণাং নবসংজ্ঞকম্। শতানাং ফলকে রম্যে পলাশাখ্যে দৃঢ়ে নবে॥ কুমারী মৃত্তিকা তত্র ক্ষেপ্যা তস্যোপরি ন্যসেৎ। বরং তৃণং পলাশস্য মন্ত্রং স্মৃত্বা লিখেত্ততঃ। পুনঃ প্রধ্বংসয়েদ্‌যন্ত্রমেবং কুর্য্যাৎ নিরন্তরম্। মৌনেনৈকাসনে স্থিত্বা যন্ত্রং নবশতং লিখেৎ। ততশ্চ ভোজনং কুর্য্যাজ্জিতেন্দ্রিয়পরো ভবেৎ। দ্বিসপ্তদিনপর্য্যন্তমেবং কুর্য্যান্নিরন্তরম্। সন্তুষ্টো ধনদস্তস্য সর্ব্বস্বং প্রদদাতি বৈ॥ ধনদাধীনং দ্রব্যং হি তদধীনং প্রজায়তে। কুবেরসদৃশো ভূত্বা মহাযন্ত্রপ্রভাবতঃ। মনসা প্রার্থিতং কার্য্যং তৎ করোতি ন সংশয়ঃ॥ দুষ্টাঃ প্রাণহরাশ্চৌরা রাজানো যে দুরাশয়াঃ। তে সর্ব্বে তস্য পাদাগ্রে লুঠন্তি ধরণীতলে॥ অগম্যানাং স্থলানাং চ রাক্ষসানাং তথৈব চ। স্বর্ণরত্নমণিবজ্রমুক্তাবিদ্রুমনীলকম্॥ ন্যস্তানি তস্য পাদাগ্রে

তাহার উপর বসিয়া হৃদয়ে কুবেরের ধ্যান করিয়া সম্মুখে ধূপ এবং দীপ জ্বালিবে। তৎপরে নূতন দৃঢ় ও সুন্দর অর্থাৎ ছিদ্রাদি বর্জ্জিত পলাশ পত্রে ঘৃতের দ্বারা এক শত যন্ত্র লিখিবে। প্রথমতঃ কুমারী-মৃত্তিকার * উপরে পলাশপত্র রাখিবে। তৎপরে মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে পলাশপত্রে যন্ত্র লিখিবে। তৎপরে ঐ যন্ত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়া পুনরায় যন্ত্র লিখিবে। এইরূপে নিম্নলিখিত আটটী যন্ত্রের এক একটী নয় দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক শত বার লিখিবে। নয়

* যে মৃত্তিকার উপরে হরিণের পদচিহ্ন আছে তাহাকে প্রধানতঃ কুমারী মৃত্তিকা বলে। তদভাবে ঘৃতকুমারী গাছের গোড়ার মৃত্তিকা ব্যবহার্য্য। ইহা গুরুর উপদেশ।

কর্করাণীব সর্ব্বতঃ। বসুদাভিধসাধ্যাঙ্কো দ্বিসপ্ততিমিতো মতঃ। উক্তাদপ্যঙ্কতো ন্যস্য বৃদ্ধিরেঙ্কাতো যতঃ॥ অথ বসুপ্রদমন্ত্রঃ। ওঁ হ্রীং ক্রোং আং অনুৎপন্নানাং দ্রব্যাণামুৎ-পাদকায়োৎপন্নানাং দ্রব্যাণাং বৃদ্ধিকরায় বসুদায় নমঃ। দ্বিতীয় নববেদাঙ্ক পঞ্চাঙ্গৈক কোষ্ঠেষু কোণেষু ক্রমতো লেখ্যং বিংশতেঃ পরতঃ ক্রমাদিতি বসুদযন্ত্রোদ্ধারঃ॥ বসুদঃ পিণ্ডাঙ্কো দ্বিসপ্ততিঃ (৭২),বকারস্যান্তস্থস্য ষট্ (৬), সকা-রস্য ৬০, উকারস্যৈকঃ (১), দকারস্য চত্বারঃ (৪), বিসর্গ-স্যাপ্যেকঃ (১)।

ইতি বসুদযন্ত্রপ্রয়োগঃ॥

দিনে নয় শত যন্ত্র লেখা হইবে। তৎপরে দ্বিতীয় যন্ত্র নয় দিনে নয় শত লিখিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ৮টী যন্ত্র ৯। ৯ দিনে অর্থাৎ ৮×৯=৭২ দিনে ৭২ শত=৭২০০ যন্ত্র লিখিবে। মৌনে অর্থাৎ কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া এবং একাসনে অর্থাৎ আসন ত্যাগ না করিয়া প্রতিদিন একশত যন্ত্র লিখিবে। তৎপরে ভোজন করিবে। এই যন্ত্র যিনি লিখিবেন তাঁহার জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক। যন্ত্রের প্রভাবে ধনদ অর্থাৎ কুবের সন্তুষ্ট হইলে সাধককে সর্ব্বস্ব দেন। কুবেরের অধীনস্থ দ্রব্যসমূহ সাধকের অধীন হয় এবং সাধক কুবেরের তুল্য হয়। সাধকের মনের দ্বারা প্রার্থিত কার্য্য তিনি সম্পাদন করেন। দুষ্ট প্রাণঘাতক চোর এবং রাজা প্রভৃতি দুরাশয় মনুষ্যেরা তাঁহার পায়ের সাম্নে মাটিতে গড়াগড়ি দেন। রাক্ষস প্রভৃতিরাও তদ্রূপ করে। স্বর্ণ, রত্ন, মণি, বজ্র, মুক্তা, প্রবাল ও নীলকান্তমণি তাহার পায়ের চতুর্দ্দিকে কাঁকরের মত পড়িয়া থাকে।

১

২৭	২০	২৫
২২	২৪	২৬
২৩	২৮	২১

২

২৩	২২	২৭
২৮	২৪	২০
২১	২৬	২৫

৩

২১	২৮	২৩
২৬	২৪	২২
২৫	২০	২৭

৪

২৫	২৬	২১
২০	২৪	২৮
২৭	২২	২৩

৫

২৫	২০	২৭
২৬	২৪	২২
২১	২৮	২৩

৬

২১	২৬	২৫
২৮	২৪	২০
২৩	২২	২৭

৭

২৩	২৮	২১
২২	২৪	২৬
২৭	২০	২৫

৮

২৭	২২	২৩
২০	২৪	২৮
২৫	২৬	২১
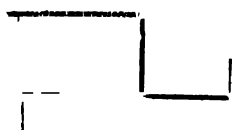
ইতি স্বস্তিকস্বরূপম্।

দ্বিসপ্ততিদিনে প্রত্যেকং নবদিবসেষ্বেকৈকং যন্ত্রং লিখেদিতি ॥

উল্লিখিত আটটী বসুদঃ অর্থাৎ কুবের যন্ত্রের সাধ্য অর্থাৎ পিণ্ডাঙ্ক ৭২। বসুদ—অন্তস্থ ব—৬। স—৬০। উ—১॥ দ=৪। ঃ—১॥ ৬+৬০+১+৪+১=৭২॥ ১ নম্বর যন্ত্রের দ্বিতীয় ঘরে ২০, নবম ঘরে ২১, চতুর্থ ঘরে ২২, সপ্তম ঘরে ২৩, পঞ্চম ঘরে ২৪, তৃতীয় ঘরে ২৫, ষষ্ঠ ঘরে ২৬, প্রথম ঘরে ২৭, এবং অষ্টম ঘরে ২৮। ২০ হইতে ২৮ পর্য্যন্ত নয়টী অঙ্ক নয়টী ঘরে ক্রমে ক্রমে এইরূপে লিখিবে। বসুপ্রদ মন্ত্র। ওঁ হ্রীং ক্রোং আং অনুৎপন্নানাং দ্রব্যাণাং উৎপাদকায় উৎপন্নানাং দ্রব্যাণাং বৃদ্ধিকরায় বসুদায় নমঃ ॥—ইতি বসুদযন্ত্রের প্রয়োগ ॥

অথ ধনদাস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। দেবী দেবমুপাগম্য নীলকণ্ঠং নতপ্রিয়ম্। কৃপয়া পার্ব্বতী প্রাহ শঙ্করং করুণাকরম্॥ ১॥ শ্রীদেব্যুবাচ॥ ব্রূহি বল্লভ সাধূনাং দরিদ্রাণাং কুটুম্বিনাম্। দারিদ্র্যদলনোপায়মন্ত্রং সর্ব্বধনপ্রদম্॥ ২॥ পূজয়ন্ পার্ব্বতীবাক্যমিদমাহ মহেশ্বরঃ। উচিতং জগদম্বাসি তব ভূতানুকম্পয়া॥ ৩॥ সসীতং সানুজং রামং সাঞ্জনেয়ং সহানুগম্। প্রণম্য পরমানন্দং বক্ষ্যেঽহং স্তোত্রমুত্তমম্॥ ৪॥ ধনদং শ্রদ্দধানানাং সদ্যঃসুলভসাধনম্। যোগক্ষেমকরং সত্যং সত্যমেব বচো মম॥ ৫॥ পঠন্তঃ পাঠয়ন্তো বা ব্রাহ্মণৈরাস্তিকোত্তমৈঃ। ধনলাভো ভবেদাশু নাশমেতি দরিদ্রতা॥ ৬॥ ভূভৃতাংসম্ভবাং ভূত্যৈ ভক্তকল্পলতাং শুভাম্। প্রার্থয়েত্তাং যথাকামান্ কামধেনুস্বরূপিণীম্॥ ৭॥

ধর্ম্মদে ধনদে দেবি দানশীলে দয়াকরে। ত্বং প্রসীদ মহেশানি যদর্থং প্রার্থয়াম্যহম্॥ ৮॥ ধরামরপ্রিয়ে পুণ্যে ধন্যে ধনদপূজিতে। সুধনং ধার্ম্মিকে দেহি যজমানায় সত্বরম্॥ ৯॥ রম্যে রুদ্রপ্রিয়ারূপে রমারূপে রতিপ্রিয়ে। শিখীসখমনোমূর্ত্তে প্রসীদ প্রণতে ময়ি॥ ১০॥ আরক্তচরণাম্ভোজে সিদ্ধিসর্ব্বাঙ্গ শোভিতে। দিব্যাম্বরধরে দিব্যে দিব্যমাল্যোপশোভিতে॥ ১১॥ সমস্তগুণসম্পন্নে সর্ব্বলক্ষণ লক্ষিতে। জাতরূপমণিব্রাতভূষণৈর্ভূষিতে শিবে ॥ ১২॥ শরচ্চন্দ্রমুখে নীলে

নীলনীরজলোচনে। চঞ্চরীক চমূচারু শ্রীহারিকুটিলালকে ॥ ১৩ ॥ মত্তেভগবতী মাতঃ কলকণ্ঠরবামৃতে। হাসাবলোক-নৈর্দ্দিব্যৈর্ভক্তচিন্তাপহারিকে ॥১৪॥ রূপলাবণ্যসুভগে কারুণ্য গুণভাজনে ॥ ক্বনৎ কঙ্কণমঞ্জীর লসল্লীলা করাম্বুজে ॥ ১৫ ॥ রুদ্রপ্রকাশিতে মর্ত্ত্যে ধরাধারে ধরালয়ে। প্রযচ্ছ যজমানায় ধনং ধর্ম্মৈকসাধনম্ ॥ ১৬ ॥ মাতরম্বা বিলম্বেন দিশস্ব জগদম্বিকে। কৃপয়া করুণাসারে প্রার্থিতং পূরয়াশু মে ॥ ১৭ ॥ বসুধে বসুধারূপে বসুবাসব-বন্দিতে। ধনদে যজ-মানায় বরদে বরদা ভব ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মণ্যে ব্রাহ্মণৈঃ পূজ্যে পার্ব্বতী শিব শঙ্করে। শ্রীকরে শঙ্করে শ্রীদে প্রসীদ ময়ি কিঙ্করে ॥ ১৯ ॥ স্তোত্রং দারিদ্র্য দাবার্ত্তি শমনং স্ব-ধনপ্রদম্। পার্ব্বতীশ প্রসাদেন সুরেশে কিঙ্করেরিতম্ ॥ ২০ ॥ শ্রদ্ধয়া যে পঠিষ্যন্তি পাঠয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ ॥ সহস্র-মযুতং লক্ষং ধনলাভো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীসদ্যঃপ্রত্যয়কারকং শঙ্করপ্রোক্তং ধনদা

স্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ॥

অথ ধনদাকবচম্

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ধনদাকবচম্ শুভম্। কথয়ামি তব স্নেহাৎ সাবধানাবধারয় ॥ ১ ॥ অস্য ধনদাকবচস্য কুবের ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীলক্ষ্মীরূপা ধনদা দেবতা সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে

বিনিয়োগঃ ॥ ধং পাতু মস্তকং দেবী ধনদা সিদ্ধিরূপিণী। শ্রীং পাতু হৃদয়ং দেবী লক্ষ্মীরূপা মহেশ্বরী ॥ ২ ॥ হ্রীং পাতু মম সর্ব্বাঙ্গং দুর্গা নারায়ণী পরা। রতিপ্রিয়ে সদা পাতু শিরস্থং প্রেমবৎসলে ॥ ৩ ॥ রাজদ্বারে নদীমধ্যে বহ্নিজায়া সদাবতু। ওঁ ধং শ্রীং হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা দশাক্ষরী সদাবতু ॥ ৪ ॥ প্রণবাদ্যা যদা দেবী তদা সর্ব্বার্থদায়িনী। শক্তিবীজাদিকা দেবী রাজরাজেশ্বরী পরা ॥ ৫ ॥ ধনদা কালিকা ভাব্যা রাধাদুর্গাদি তন্মুখা। অংশ ভেদেন সর্ব্বত্র দেবি ত্বং কালিকোপমা ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবা রক্ষন্তু দশদিক্ষু চ। মহামোহবতী ভদ্রা ধর্ম্মকার্য্যেতু রক্ষতু ॥ ৭ ॥ মহামায়াবতী দুর্গা সর্ব্বাঙ্গং পরিরক্ষতু। ইতি তে কথিতং দেবি কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৮ ॥ যদ্ধৃত্বা পঠনান্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। কুবের ইব বিত্তাঢ্যঃ কাব্যে ব্যাসসমো ভুবি ॥ ৯ ॥ নারীণাং কামদেবোঽসৌ জনানাং প্রাণদঃ সদা। ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি চাস্ত্রাণি তদ্গাত্রং প্রাপ্য শঙ্কর ॥ ১০ ॥ সুখানীব ভবন্তীহ মন্দারমালিকা যথা। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ধনদাং প্রভজেত্তু যঃ ॥ ১১ ॥ শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি ॥ ১২ ॥

ইতি রুদ্রযামলতন্ত্রে ধনদাকবচং সম্পূর্ণমিদম্।

অথ ধনদাসহস্রনাম।

ওঁ নত্বা শ্রীধনদা-পাদপদ্মং কোঽপ্যত্র সাধকঃ। সহস্র-নামভির্দিব্যাং করোতি স্তুতিমুত্তমাম্ ॥ ১ ॥ রম্ভা ধীর্ধীষণা ধীরা ধনদা ধর্ম্মদায়িনী। ধরণী ধর্ম্মনিলয়া ধনুর্ধেনুর্ধনেশ্বরী ॥ ২ ॥ শ্রীংকারা শ্রীনিধিঃ শ্রেষ্ঠা শ্রোত্রিয়াশ্রমবাসিনী। শ্রমজ্ঞা শ্রয়ণী শ্রীদা শ্রয়া শ্রদ্ধা শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ ॥৩॥ হ্রীংকারা হর্ষিণী হেতির্হ্রাদিনী হৃচ্ছ্রয়াশ্রয়া। রতিপ্রিয়া রমা রামা রম্যা রামনিষেবিতা ॥ ৪ ॥ রেবা রাজীবনয়না রাজরাজাশ্রয়া রতিঃ। রোদসী রুক্মিণী রাজিঃ স্বাহা স্বর্গিজনপ্রিয়া ॥ ৫ ॥ কমলা কামিনী কান্তা কালী কৌতুকবল্লভা। করালা করুণা-মূর্ত্তিঃ কারুণ্যাম্বুনিধিঃ কৃপা ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া ক্রূরা কৃতকৃত্যা কলাবতী। কন্দর্পবিদ্যা কল্যাণী শিবকেশবপূজিতা ॥ ৭ ॥ কোমলাঙ্গী কলাযোনিঃ কুশলা কার্য্যকারিণী। খর্ব্বা খড়্গধরা খ্যাতিঃ খড়্গহস্তা খগামিনী ॥৮॥ গঙ্গা গৌর্গোমতী গৌরী গরিষ্ঠা গীর্গদাগতিঃ। ঘনা ঘনস্বনির্ঘোরা ঘৃতাহারাঘনাশিনী ॥ ৯ ॥ চণ্ডী চণ্ডপ্রিয়া চিত্রা চতুরা চারুহাসিনী। চন্দ্রাস্যা চন্দ্রনিলয়া চন্দ্রঘ্নী চার-নাশিনী ॥ ১০ ॥ চতুর্ব্বক্ত্রস্তুতা চর্চা চামুণ্ডা চঞ্চলা চলা। ছত্রিণী ছত্রনিলয়া ছত্রচ্ছা ছত্রনাশিনী ॥ ১১ ॥ ছেদিনী ছত্র-সংপন্না [illegible]জন্মভূজ্জরাতিগা। জাতির্জগজ্জগদ্‌যোনির্জীবাতু-র্জন্মদায়িনী ॥ ১২ ॥

জয়া জীবনদা জীবা জননী জহ্নুকন্যকা। তরুণী তারিণী তারা তীর্থদা তীর্থবল্লভা ॥ ১৩ ॥ তৃষ্ণা তৃপ্তিস্ত্রিলোকেশী ত্রিপুরা তোতলা ততিঃ। দয়া দীক্ষা দক্ষসুতা দীপ্তির্দানবনাশিনী ॥ ১৪ ॥ দামিনী দীর্ঘনয়না দেবদানবপূজিতা। ধর্ম্মনিত্যা ধর্ম্মধরা ধর্ম্মেশী ধূপিতাম্বরা ॥ ১৫ ॥ নব্যা নবনবাকারা নূতনা নীতিতৎপরা। নতভ্রূরুন্নতকুচা নিম্নমধ্যা নির্ধির্নতিঃ ॥ ১৬ ॥ নারায়ণী নারসিংহী নায়িকা নিত্যনূতনা। পদ্মিনী পদ্মনিলয়া পদ্মা পদ্মনিবাসিনী ॥ ১৭ ॥ পূর্ণা পীতাম্বরা প্রীতা প্রণতার্ত্তিহরা পরা। প্রেতাসনা ফলাহারা পূজ্যা পূজকপূজিতা ॥ ১৮ ॥ পঞ্চমী পার্থিবগতিঃ পাণ্ডবারাধিতা পটুঃ। পন্নগেশী পবিত্রাঙ্গী পদ্ধতিঃ পন্নগেশ্বরী ॥ ১৯ ॥ ফল্গুঃ ফেৎকারিণী বীজং বীবালা বহুধা বহুঃ। বহুদা বাহুদা বুদ্ধির্ভবানী ভবনাশিনী ॥ ২০ ॥ ভর্গপ্রিয়া ভৃগুসুতা ভৈরবী ভুবনেশ্বরী। ভীমা ভদ্রা ভদ্রকালী ভেরুণ্ডাভোজনপ্রদা ॥ ২১ ॥ ভগগুহ্যা ভগবতী ভগক্লিন্না ভগেশ্বরী। ভগাধারা ভগবতী ভোগদা ভগবৎপ্রিয়া ॥ ২২ ॥ ভূতিদা ভূমিদা ভূতির্ভোগ্যা ভোগপ্রিয়া ভূতিঃ। ভদ্রদা ভ্রামরী ভোক্ত্রী ভৃগুকচ্ছনিবাসিনী ॥ ২৩ ॥ মন্দস্মিতমুখী মালা মরুভূর্মাহিষী মহী। মেনকাদ্রিসুতা মেনা মেনকা মকরায়ণী ॥ ২৪ ॥ যাজ্যা জগৎপ্রিয়া যামা যামিনী যাদবপ্রিয়া। যামপ্রিয়া যাজ্ঞসেনী রক্তবস্ত্রা রতাতুরা ॥ ২৫ ॥ রম্ভা রাজ্যপ্রিয়া রাজ্ঞী রক্তবর্ণা রমেশ্বরী। রাজকন্যা রোগহরা রাজরাজেশ্বরী রতিঃ ॥ ২৬ ॥ রুদ্রাণী রুক্মিণী লক্ষ্মীর্লোলা লীলাবতী লতা। লাবণ্যনিল... লোলনেত্রা লসত্তনুঃ ॥ ২৭ ॥ লম্বালকা লোকটর

লেখকবন্দিতা। বিষ্ণুমায়া বিশ্বধরা বিশ্বেশী বিশ্বপূজিতা ॥২৮॥
বিশ্বাদ্যা বারুণী বন্দ্যা বারুণী মদমোদিনী। বিদ্যা বিদ্যাধর-
সুতা বশিনী বেদমাতৃকা॥ ২৯ ॥ শক্রমারী শিবা শান্তা
শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী। শবঘ্নী শীতলা শ্যামা শুকহস্তা শরণ্যদা॥৩০॥
শত্রুঘ্নতবতী ষিঙ্গা ষণ্মুখৈরর্চ্চিতা সতী। সামগীতা সত্যপরা
সময়প্রিয়ভাষিণী ॥ ৩১ ॥ সদানন্দা সাময়িকা বল্লভাসন-
দায়িনী। সন্ধ্যাযোগবতী সৌম্যা সোমেশী সোমবল্লভা ॥৩২॥
সর্ব্বসারপ্রদা সারা সারদা সত্যবাদিনী। স্তুতিপ্রিয়া সত্যরূপা
সময়াচারচারিণী ॥ ৩৩ ॥ সোমাধারা সূর্য্যকলা সাবিত্রী
সূর্য্যপূজিতা। হিলা হংসী হিরণ্যাদা হারিণী হরিবল্লভা ॥৩৪॥
হোত্রী হন্ত্রী হরিমতী ক্ষেত্রজ্ঞা ক্ষেত্রপূজিতা। ক্ষামা ক্ষীরোদ-
নিলয়া ক্ষিতিঃ ক্ষেমবতী ক্ষমা ॥ ৩৫ ॥ ক্ষেত্রাখ্যা ক্ষেত্রমাতা
চ ক্ষমমধ্যা ক্ষিতিঃ ক্ষুধা। অমা রাকা সিনীবালী কুহূঃ কুমুদ-
কোমলা ॥ ৩৬ ॥ প্রৌঢ়োল্লাসপরা প্রৌঢ়া প্রৌঢ়বুদ্ধিসমা-
শ্রয়া অক্ষয়া চাপরেশানী আশা আশাপরী ইলা ॥ ৩৭ ॥
ইন্দিরা ইনদৈবত্যা ইন্দ্রাণী ইন্দ্রপূজিতা। ঈচায়ুধা রম্ভগতিরী-
শ্বরীশানবল্লভা ॥ ৩৮ ॥ ঈতিরীতিহরা ঈড্যা উত্তরোত্তর-
দায়িনী। উক্তিজ্ঞা উত্তমা উক্তা ঊর্দ্ধগাপবিরম্বিকা ॥ ৩৯ ॥
জ্বালামুখী জ্বালপাদা জালন্ধরসমাশ্রয়া। কামাখ্যা কামরূপস্থা
বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ ৪০ ॥

বনাশ্রয়া নিশুম্ভঘ্নী ধূম্রলোচননাশিনী। শুম্ভপ্রাণহরা
নিদ্রা রক্তবীজনিপাতিনী ॥ ৪১ ॥ মহিষান্তকরী মান্যা মত্ত-
[illegible] নী। ললিতা দেবকীচারা রাত্রিঞ্চরবিনাশিনী ॥৪২॥
মায়া জ্ঞী মিত্রবিন্দা মথুরাকাশ্যবন্তিকা। কাঞ্চ্যযোধ্যা

দ্বারবতী মায়া মৈথুনবল্লভা ॥ ৪৩ ॥ ধৃতির্ধরা ধরাধারা ধর্ম্মজ্ঞা বিপুলাশয়া। ক্রূরধর্ম্মরতা কৌলা কৌলিনী কুলবাসিনী ॥ ৪৪ ॥ কুলানন্দা কুলাচারা কুলপূজ্যা কুলাঙ্গনা। কুলীনা কুলবিদ্যাঢ্যা কুলালিঙ্গনতৎপরা ॥ ৪৫ ॥ কুলশিষ্যা কুলগুরুঃ কুলভূমিঃ কুলেশ্বরী। স্বয়ম্ভুকুসুমানন্দা স্বয়ম্ভুকুসুমপ্রিয়া ॥ ৪৬ ॥ কুণ্ডগোলা কুলেশানী গোদা গোবর্দ্ধনেশ্বরী। বিপাশা চারুসর্ব্বাঙ্গী চরণাদ্রিনিবাসিনী ॥ ৪৭ ॥ চিঞ্চিনী বৃক্ষনিলয়া বটবৃক্ষনিবাসিনী। তৃণরাজরসামোদা নারিকেলরসপ্রিয়া ॥ ৪৮ ॥ খর্জ্জূরীরসরাগজ্ঞা খট্বাঙ্গায়ুধধারিণী। হৃল্লোচনা ছিন্নমস্তা নীলা নীলসরস্বতী ॥ ৪৯ ॥ যমুনা সুরয়া হৃদ্যা শরযূ গণ্ডকী সরিৎ। মেধা মানবতী দুর্গা মার্গজ্ঞা গুরুপূজিতা ॥ ৫০ ॥ শচীন্দ্রাণী মহালক্ষ্মীররুন্ধত্যশ্বিনোঃ প্রিয়া। অনসূয়া রামমাতা রেণুকা মদনাবতী ॥৫১॥ মাতঙ্গী রাজমাতঙ্গী বর্ণিনী ডাকিনী দিশা। হাকিনী কাকিনী ক্রূরা রাকিনী রুচিরাশনা ॥ ৫২ ॥ হর্ষপ্রিয়া হর্ষবতী হয়ারূঢ়া হয়েশ্বরী। হেষা হেলা হলধরপ্রিয়া হংসাশ্রয়াসুহৃৎ ॥ ৫৩ ॥ বিনতা রোহিণী কদ্রুরদিতিঃ সুরসা দিতিঃ। সুক্রূরূপভৃদ্রামা ছত্রচ্ছায়াকৃতালয়া ॥ ৫৪ ॥ মন্ত্রবিদ্যা মন্ত্রময়ী মন্ত্রসারা সরস্বতী। বীণাবাদ্যপ্রিয়া বাণী বীণাপুস্তকধারিণী ॥ ৫৫ ॥ বাসন্তী বাক্যতত্ত্বজ্ঞা বিমলা লক্ষণেশ্বরী। লোলা ললিতলোলাস্যা লাস্যপ্রীতা লঘুহুতা ॥ ৫৬ ॥ লোলাক্ষী ষোড়শী পূর্ণাপুণ্যার্য্যবদশিংশিতা। পঞ্চমী পাশিনীপূতা পূজনীয়া নিরঞ্জনা ॥ ৫৭ ॥ তিথিস্তিথিপ্রিয়া নিত্যা নিত্যা[illegible]রন্তরা। ললাটপদপত্রাঢ্যা কস্তূরীকুঙ্কুমাশ্রয়া ॥ ৫৮ ॥ মকরী

মুদ্রিতোরস্কা শ্রীবিদ্যা শ্রীসুখপ্রদা। পুত্রিণী পুত্রজননী পুত্র-পৌত্রপ্রদাত্মনা ॥৫০॥ প্রজাবতী প্রেমপরা পরমার্থপ্রদায়িনী। যশস্বিনী যশোদাত্রী যজ্ঞভূর্যজ্ঞসন্ততিঃ ॥ ৬০ ॥ যক্ষিণী মেরু-পৃষ্ঠস্থা মহেন্দ্রাচলবাসিনী। তুলজা তুহিনাদ্রিস্থা সতীস্থা তীর্থসেবিনী ॥ ৬১ ॥ তমালবনমধ্যস্থা তরুজীবা তরুস্থিতিঃ। রক্তাস্যা রক্তনয়না, রক্তাঙ্গা রক্তভূষণা ॥ ৬২ ॥ রক্তনেত্রা রক্তনখা রক্তরাজীবধারিণী। অক্ষোভ্যারাধিতা ক্ষোভ্যা ক্ষোভিতাখিলভূতলা ॥ ৬৩ ॥ করালা দক্ষিণালী চ মহাকাল-রতাতুরা। মহাকালকৃদাধারা বিপরীতরতাশ্রয়া ॥ ৬৪ ॥ কুনা পঞ্চত্রিকোণস্থা মানদা মানবেশ্বরী। শ্রদ্ধা মুগ্ধবতী মূর্ত্তি-র্মধুশ্রীর্মকরন্দভূঃ ॥ ৬৫ ॥ তিলোত্তমোর্বশী বিশ্বা ঘৃতাচী চিত্ত-নিবৃ্তিঃ। চার্বঙ্গীচারুদশনা চন্দ্রকোটিপ্রভোজ্জ্বলা ॥ ৬৬ ॥ সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশা পঞ্চপ্রেতাসনাশ্রয়া। পুরাণগীতা বেদশ্রীর্ব্বেদবিদ্যাবিনোদিনী ॥ ৬৭ ॥ বেদজ্ঞা বেদপুরুষপ্রিয়া প্রমথবন্দিতা। দারিদ্র্যদারিণী দৃপ্তা হ্লাদিনী হৃদয়ায়নী ॥ ৬৮ ॥ হিরণ্যহারিণী হারী হস্ত্যারূঢ়া হরাঙ্গণী। বারাহী বীরবাণাঢ্যা নারসিংহী কুমারিকা ॥ ৬৯ ॥ লতিকা কৃত্তিবসনা সনাতনশরী রিণী। বেণা সাধ্যপ্রিয়া সাধ্যা পচিলূতা ললা লতিঃ ॥ ৭০ ॥ ললজ্জিহা লেলিহানা লক্ষণ্যা লক্ষণাবতী। ওঁকারা চ বষট্-কারা বে.ষট্ রূপাগ্নিসুন্দরী ॥ ৭১ ॥ বায়ুবেগা বায়ুসারা ধ্বনি-গন্ধবতী রসা। তেজোমূর্ত্তিশ্চন্দ্রকলা, সূর্য্যা ভাজনদ্যুতিঃ ॥ অরণ্যানী নগর্যস্থা বোধিনী নিত্যপূজিতা। নিত্যতৃপ্তা নিত্য-প. [illegible] যোগপরায়ণা ॥ ৭৩ ॥ নাট্যপ্রিয়া নটী নৃত্যা [illegible] রঞ্জিতা। ধনমর্দ্দলবাদ্যজ্ঞা বৈদ্যবিদ্যাবিনোদিনী ॥

৭৪ ॥ ঔষধজ্জৌষধবতী রম্যজ্ঞা রোগনাশিনী । সর্ব্বজ্ঞা লক্ষণজ্ঞজ্ঞা লক্ষণ্যা লক্ষণপ্রদা ॥ ৭৫ ॥ মধুশ্রবা গয়া সম্পদুষতাং গলবাসিনী । পুষ্করারণ্যনিলয়া কৌবেরী কোঙ্কণেশ্বরী ॥ ৭৬ ॥ ভাগী শতদ্রুর্বিদ্রাবী বিপাশা বাহুদামলা । সিন্ধুর্বেত্রবতী ক্ষিপ্রা কাবেরী কল্পকারিণী ॥৭৭॥ জ্যোৎস্না জয়া জরা জৃম্ভা জম্ভারির্জয়দা জগৎ । জগতী বৃহতী পংক্তিরনুষ্টুপ্ কঙ্কণা কৃতিঃ ॥৭৮॥ উষ্ণিক্ ত্রিষ্টুপ্ ককুপ্ বাধা ধৃতিরিষ্টিপতিঃ স্তুতিঃ । কব্যাখ্যা ভাবজ্ঞা ভার্য্যা গৃহিণী গৃহভূষণা ॥ ৭৯ ॥ মীমাংসোপনিষদ্বিদ্যা বেদশ্রীর্বিবুধেশ্বরী । বসুপ্রিয়া বসুমতী বাসবী বসুধা বসুঃ ॥ ৮০ ॥ পদ্মা বিশ্বেশ্বরী বার্ত্তা বিরূপাক্ষার্দ্ধহারিণী । তুলাকোটিধরা কাঞ্চী ললিতাহ্বা কণোজ্জ্বলা ॥ ৮১ ॥ কেয়ূরভূষণা স্বর্ণকুণ্ডলাভ্যাং নিয়োজিতা । সীমন্তপুষ্পশোভাঢ্যা রত্নমালাবিভূষিতা ॥ ৮২ ॥ ব্যক্তির্বররুচির্বৃষ্টির্বিস্ফূর্ত্তির্বিসিনী বংশা । সংকল্পনিলয়া সম্পৎপ্রেরিতৈকজটাসটা ॥ ৮৩ ॥ কামধেনুঃ কামলতা চিন্তারত্নশিলা তৃতিঃ । অন্নপূর্ণা বিশালাক্ষী বিশালা পীঠবাসিনী ॥ ৮৪ ॥ উড্ডীশযোগনিরতা উড্ডিয়াণনিবাসিনী । কর্ম্মাদ্রিকালবাসজ্ঞা রাজরাজমনোহরা ॥ ৮৫ ॥ কৃষ্ণস্বসা কৃষ্ণমাতা বোধবুদ্ধিরজিহ্মগা । পাতালনিলয়া নাগকন্যা কামিতবিগ্রহা ॥ ৮৬ ॥ রসাতলস্থমধ্যস্থা ধীরধর্ম্মধুরন্ধরা । হংসতূলী কৃতাবাসা যশোদা শিবিরাজিতা ॥ ৮৭ ॥ নিত্যমত্তালকালংকা মদালংকারভূষণা । হেলা হেয়বতী হৃদ্যা তড়িৎ সম্পাদমানিনী ॥ ৮৮ ॥ সৌদামিনী বসন্তেষ্টা শ্রেষ্ঠা পুংস্কোকিলাশ্রয়া । শ্রীচক্রনিলয়া শ্রী [illegible] শ্রীধরপ্রিয়া ॥ ৮৯ ॥ কাশ্মীরনিলয়া লাটী মিথিল [illegible]

শ্বরী। মাহিষ্মতী চরানীতি নরনারীরতিপ্রিয়া ॥ ৯০ ॥ রাজদা রাজিতা তৃষ্ণা সর্ব্বতৃষ্ণাবিনাশিনী। তপস্বিনী চর-প্রীতা পরমার্ত্তিবিনাশিনী ॥ ৯১ ॥ বৃত্যনা পদবী পদ্যা রথ্যা দেববতী নুতিঃ। নমস্কারপ্রিয়া নম্রা নম্রাশাপূরপূরিণী ॥ ৯২ ॥ নক্ষত্রবিদ্যা বিশ্বাদ্যা ব্যাসবাল্মীকপূজিতা। প্রাচী প্রতীচী বিখ্যাতা উত্তরা বিদিশা দিশা ॥ ৯৩ ॥ ব্যোমেশী ব্যোম-কেশেষ্টা বিশিষ্টা শিষ্টসংমতা। অনন্তানন্তবসুদা দশদীক্ষা বিনাশিনী ॥ ৯৪ ॥ দীক্ষিতেষ্টা বসুমতী কাশ্যপী কশ্যপপ্রিয়া। কাশ্যপেয় সুতা প্রিক্রী বাজিনী বাজিনীবতী ॥ ৯৫ ॥ সূনৃতা শাশ্বতী কন্যা সোত্থানা পৌরুষপ্রিয়া। সখী স্বাধ্যায়-নিরতা সুশ্রোণী সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৯৬ ॥ সমুদ্রতারিণী নৌকা নবীনা বরধারিণী। বিম্বোষ্ঠী পক্কমালূরকুচা রোমা-লিরাজিতা ॥ ৯৭ ॥ রাজদ্বারকৃতাবাসা রাজসী রত্নরাজিতা ॥ রোচনা রাজতী মুদ্রা হেমমুদ্রান্নবস্ত্রদা ॥ ৯৮ ॥ বর্ষা শরদ্বসন্তাহ্বা শিশিরা প্রীতিপূজিতা। প্রয়োগবশ্যা বশ্যাঙ্গ গিরিপুত্র্যাত্রিপূজিতা ॥ ৯৯ ॥ দুর্ব্বাসসারাধ্যপাদা লোপামুদ্রা-বরপ্রদা। অগস্ত্যেজ্যা চন্দ্রপূজ্যা মনুপূজ্যানলপ্রভা ॥ ১০০ ॥ কুলেশী কুলবৃক্ষস্থা কুলাকুলবিধিবিয়ৎ। অক্ষীণপুণ্যা প্রমদা কংসবিধ্বংসনে রতা ॥ ১০১ ॥ শ্মশানাগারধ্যস্থা শ্মশানাচার-কারিণী। বামাচারপ্রিয়া বামা বামমার্গপ্রবর্ত্তিনী ॥ ১০২ ॥ বামেষ্ঠা দক্ষিণামূর্ত্তির্দক্ষিণা দক্ষিণপ্রদা। দীনানাথকৃপাসিন্ধু-দীনানাথবরপ্রদা ॥ ১০৩ ॥ হুদন্তী দমনা দোলা দলিতারিষ্ট স[illegible] বরাভয়করা ক্রূরা বিশ্বামিত্রবরপ্রদা ॥ ১০৪ ॥ [illegible]শিষ্টে সেতা বেশ্যা বেশ্মগা বেশবল্লভা। মনোঃ পত্নী মনু-

স্তুতা মানবী মনুজেশ্বরী ॥১০৫॥ মহতী দীপনী দীপ্তা দীপকান্তি-র্দয়ানিধিঃ। ব্রহ্মাণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাণী রপ্রিয়ান্ত্যজা ॥ ১০৬ ॥ দুঃখদারিদ্র্যশমনী দুঃখদারিদ্র্যনাশিনী। ওঁ নমঃ। নাম্নাং সহস্রং শ্রীদেব্যা ধনদায়াঃ প্রকাশিতম্ ॥১০৭॥ তেন শ্রীর্ধনদা দেবী সুপ্রসন্না সদাস্তু মে। দারিদ্র্যদগ্ধসর্ব্বাঙ্গো মনুষ্যো ধনদাং যজেৎ ॥ ১০৮ ॥ তৎকৃপামৃতসংসিক্তস্তৎ-ক্ষণার্দ্ধনদাপতিঃ। ইন্দ্রাণীপতির্ধনপতির্ভাস্করীপতিঃ ক্ষিপ্রেয়িং ॥ ১০৯ ॥ ধনদাকটাক্ষপাত্রং কোহয়ং মদ্বিধঃ প্রাণী। ক্ষুধাগ্নি-জ্বালয়া দগ্ধং ধাবমানমিতস্ততঃ ॥ ১১০ ॥ ধনপীযূষসংপাতৈঃ সিক্ত্বা স্থিরতরং কুরু ॥ ১১১ ॥

ইতি বটুকার্চনসারসংগ্রহে ধনদা সহস্রনামস্তোত্রং সম্পূর্ণমিতি শিবম ॥

চতুর্থ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥